

মাসিক আত্ম-গবেষণা পত্রিকা

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০২



প্রকাশক :

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحرير" الشهرية علمية أديبية ودينية

عدد: ৫، ربیع الاول والثانی ١٤٢٣هـ//پونی ৩০০-

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تحسیرها حدیث قال تعالیٰ تدابیر بنخلافیش

رب زدنی علما

এচ্ছদ পরিচিত : তাওহীদট্রাই (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নদলালগুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পোস্ট-চড়াইকোল, জেলা - কুষ্টিয়া।

Mothly AT-TAHREEK an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার :

শেষ প্রচ্ছদ	:	৮০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	:	৭২০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	:	৬০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	:	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	:	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	:	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা :		৩৫০/-

- স্থায়ী, বার্ষিক ও নিম্নমিত (নূনপক্ষে ৩ সংখ্যা)
- বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার :

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্যাধিক ৮০/=)= ==	
এশিয়া মহাদেশ :	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটান :	৮১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান :	৫৪০/=	৮৭০/-
ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রিয়া মহাদেশ	৭৮০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ :	৮৭০/=	৮০০/=
তি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের মে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।		
ড্রাফ্ট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর :		
মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।		

Monthly AT-TAHRAEEK

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASA (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

আত-তাহরীক

مجلة "التجريء" الشهرية علمية أكاديمية و رياضية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী	১৪২৩ ইং
জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়	১৪০৯ বাঁ
জুন	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কল্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঁঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮; সার্কুল ম্যানেজার
মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৮৯১১; কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস
ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

চাকাঃ

তাওহীদ ট্রাই অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

● সম্পাদকীয়	০২
● প্রবন্ধঃ	
□ হাদীছ কি ও কেন? (শেষ কিন্তি) - মুহাম্মদ হাকিম আবীরী নদীরী	০৩
□ ইসলাম সমর্পিত কয়েকটি ইত্বাবজ্ঞাত অধিকার (শেষ কিন্তি) - মুহাম্মদ রশীদ	০৫
□ কিংকহ শান্ত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি - অনুবাদ মুহাম্মদ শামসুয়্যযোহা	০৮
□ মৌমাছি ও মধ্য ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ (পৃষ্ঠা পঞ্চাশের পর)- ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাহীর	১১
□ বৈবাহিক পদ্ধতিঃ আধুনিক ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণে - মুহাম্মদ আবীরূল হক	১৪
□ মুজল্লীদের জন্য সতর্কবাণী - অনুবাদ শামৰ আছুল হামাদ সালাহী	২০
□ কতিপয় শিরকী আমল - আহমাদ আবদুল লতীফ নাহীর	২১
● সামাজিক প্রসঙ্গঃ	২২
□ সামাজিক অস্থিরতা ও প্রতিকার - শহীদুল মুলক	
● নবীনদের পাতাঃ	২৪
□ বজা পচা সংকৃতির কবলে বনী আদম - মুহাম্মদ হাশেম	
● গঞ্জের মাধ্যমে জ্ঞানঃ	২৯
□ দীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা - মুহাম্মদ আতাউর রহমান	
● চিকিৎসা জগৎঃ	৩০
□ সেখ ওঠা	
● ক্ষেত-খামারঃ	৩১
□ বাসার ছাদে ও বারান্দায় শাক-সবজির চাষ	
● কবিতা	৩২
● সোনামণিদের পাতা	৩৩
● বদেশ-বিদেশ	৩৬
● মুসলিম জাহান	৪১
● বিজ্ঞান ও বিস্ময়	৪৩
● জনমত কলাম	৪৪
● সংগঠন সংবাদ	৪৫
● প্রোগ্রাম	৪৮

সম্পাদকীয়

বিব্রত সরকার বিব্রত আমরা

দুই-ভূটীয়াংশের অধিক সংসদ সদস্যের সমর্থনে ধন্য দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার বিগত ৭ মাসে তাদের প্রধান দুটি ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে এখন চরম বিব্রতকর অবস্থায় পাতিত হয়েছে। তাদের প্রধান দুটি অঙ্গীকার ছিল সজ্ঞাস দমন ও দূর্নীতির উচ্ছেদ। কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের মধুচন্দ্রিমার ঘোর কাটিতে না কাটিতেই জনগণের মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ক্রমেই ক্ষেত্র দানা বাধচে সকল মহলে। এমনকি জোট সরকারের নেতৃত্বের মধ্যেও ক্ষুক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিব্রত বোধ করেন স্বৰ্গ প্রধানমন্ত্রী। এক্ষণে প্রশ্নঃ অসহায় জনগণ তাহলে যাবে কোথায়? তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের একমাত্র কার্যকর মাধ্যম ভোটাধিকার তারা প্রয়োগ করেছে গত ১৩ অক্টোবর। নীরব এক ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে তারা বড় আশা নিয়ে বর্তমান জোট সরকারকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছিল। ৫ বছরের মধ্যে তাদের আর ভদ্রতাবে কিছুই করার নেই। কিন্তু হতাশায় বিক্ষ হলে ও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে শেলে মানুষ দিশিদিক জানশূন্য হয়ে যা খুশী তাই করতে চেষ্টা করে। সমাজের অধিকাংশ লোক যখন অনুরূপ অবস্থায় উপর্যুক্ত হবে, তখন সৃষ্টি হবে গণ অভ্যন্তর। ফলে তখন সংখ্যাগুরু সরকার হৌক বা জোট সরকার হৌক কোন সরকারই আর টিকে থাকতে পারবে না। এর নয়ার বাংলাদেশেই রয়েছে। অতএব সরকারে ও প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের আলস্যে দিন কাটাবার অবকাশ নেই। তাদের অবশ্যই সমস্যার গভীরে যেতে হবে এবং শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থাকে ৭২-৭৫ সালের অরাজিক অবস্থার সাথে অনেকে তুলনা করছেন। তখন শেখ মুজীব প্রায় ১০০% জনসমর্থন নিয়ে সরকারী ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। সেই সাথে ছিল তার বিশাল ব্যক্তিত্ব, আস্তর্জিত পরিচিতি ও একচেত্র শাসনের নিরবৃক্ষ দলীয় ম্যাণ্ডেট। বর্তমান জোট সরকার সেদিক দিয়ে তুলনায় না হলেও দুই-ভূটীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিবেচী দলকে বাদ দিয়েই সংবিধান সংশোধনের মত নিরবৃক্ষ ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান খুণে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাটাও কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়। সরকার উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারে। অতএব বিবেচী দলকে তোমায় করার পিছনে সময় ব্যয় না করেও সজ্ঞাস ও দূর্নীতি দমনে তাঁদের কেন বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উচ্চ। সজ্ঞাস দেড়ে চলেছে বাঁধাতাঙ্গ জেয়ারের মত। সরকার পরিবর্তনের পরপরই চিহ্নিত সজ্ঞাসীরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে ছিল। অথবা পার্শ্ববর্তী দেশে নিরাপদ আশ্রয়ে বিলাসব্রহ্মণে সময় কাটিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তারা সবকিছু ম্যাণ্ডেট করে নিয়ে পুরোদমে তাদের অপকৃতি ধূর করে দিয়েছে। রাজধানীর রাজপথে প্রকাশ্য দিনমানে কীলিং ক্ষেত্রাদ নিয়মিতভাবে মানুষ খুন করে চলেছে। বিগত সরকারের আমলে দেশে প্রতিদিন ১১ জন করে খুন হত বলে একটি হিসাবে বলা হয়েছিল। বর্তমানে তেমনি অবস্থায় উপনীত হতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ঢাকা এখন মৃত্যুপুরী। কিছুই আঁচ করার আগে সজ্ঞাসীর ত্রাসক্ষয়ার যেকোন সময় নিরীহ মানুষের বক ঝাঁঝারা করে দেবে। কুলগামী সত্ত্বান হাসতে বাঢ়ি ফিরবে কি-না সেই আশংকায় বাপ-মায়ের আরাম হারাম হয়ে যায়। বক্র হাতে বকু খুন ইওয়াটা এখন খুনের সহজ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়েছে। ৭ম শ্রেণীর বাচ্চা ছেলে শিহাবকে খুন করে টুকরা টুকরা করে তাইই সবময়ে বকুরা অত্যন্ত ধীর মতিকে। আশুলিয়ায় নৌকা ভ্রমণে ডেকে এনে হত্যা করে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে বা গায়ীপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এনে হত্যা করে ফেলে রেখে গোছে যায়। তারা সবাই সময়ব্যয়ে এবং ছোট খেকেই বিশ্বস্ত বকু।

গত ১৫ই মে ঢাকায় রাজাতা ধারে দোঁড়ানো পিতার কোলে থাকা বিশ মাসের কঢ়ি মেয়ে নওশীন সজ্ঞাসীর এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত হয়েছে। ১০ই মে শুক্রবার বেলা ১১-টায় মীরপুরের নব নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার তরঙ্গ মুক্ত হয়েন্দুর রহমান নিউটন নিহত হয়েছেনে রাজধানী সহ সারা দেশের বিবেকবন মানুষ স্তুত হয়ে গিয়েছে। আরও বিশিষ্ট হয়ে গেছে সবাই কাঁটা ধামে হানের ছিটার মত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বকবৈ। তিনি নওশীনের পিতাকে সাজ্জন দিতে গিয়ে বলেছেন, হবর কফন। আল্লাহর মাল আল্লাহর নিয়া গ্যাছে। গুলিটা ভুলক্ষেত্রে বাকার গায়ে লেগেছে। এ সত্য কথাটি যে সন্তানহাসা পিতার জন্য কত নিম্ন তা কেন না জানে? এতে সজ্ঞাসকে আরও উকে দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন সজ্ঞাসীদের আয়োজিল স্বরূপ। আর তিনি যদি এভাবে ওয়ায তন্মতে থাকেন, তাহলে ওদের টুটি চেপে ধরবে কে? পিতার কোলে শিশু নওশীন হত্যা কোলে শিশু আছাগার হত্যার কথা অবরুণ করিবে দেয়। দেশ কি তবে কারবালা হতে চলেছে?

এছাড়াও ডেল মার্জিল, ট্রিপল মার্জিল, এইট মার্জিল, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, প্রত লিখে বা টেলিফোনে হস্তক্ষি দিয়ে ঠাঁদা আদায়, গৃহ নির্মান ঠাঁদা, ব্যবসা করার ঠাঁদা, জমি কেনার ঠাঁদা ইত্যাকার সজ্ঞাসী ঠাঁদাবাজির সাথে ঘোগ হয়েছে ফাইল চেপে রেখে বা আইনের ভয় দেখিয়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঠাঁদাবাজি, শুষ ও দূর্নীতির অগ্রতিরোধ প্রতিযোগিতা। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এখন শেষগণ্যমন্ত্রে পরিগত হয়েছে। সরকারী অফিসে শুষ ছাড়া কোন কাজ হয়, একথা হলুক করে বলা যাবে না। সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও মহা সম্মানের আসনে উপবিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপারেও নানা কথা শোনা যায়। দেশের গুণীজনদের চাইতে দলীয় ক্যাডার ছোকরাদের দেখে তাদের মুখে বিরল হাসি ফুটে ওঠে। ইলেকশনের পূর্বে দেওয়া শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই গরম গরম বক্তৃতা সেক্রেটারিয়েটের এসি কক্ষে হিমশীল হয়ে হারিয়ে গেছে। দেশ যেন চলেছে নিতান্তই তাঁদের জোরে হাতে গগা কিছু সৎ মন্ত্রী, আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতিকারের ত্যাগে ও সাহসিকতায়। যদিও এসব লোকদের কোন মৃত্যুযোগ সমাজে ও প্রশাসনে তেমন নেই বললেই চলে। সজ্ঞাস ও দূর্নীতির এই ব্যাপক উধান ও অপত্তিহত গতিতে এগিয়ে যাবার পিছনে পর্যবেক্ষক মহল কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। (১) সরকারের তত্ত্বে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কর্তৃত প্রতিষ্ঠার প্রবণতা (২) মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সম্মুখীনতা। যেহেতু দুঁজন বাদে সবাই একদলীয়, সেহেতু এমনটি হওয়া প্রত্যাশিত ছিল না (৩) প্রশাসনের সর্বত্র রাজনৈতিক ও মেধাগত ঘোগ্যা বিবেচনা না করে অর্থে বিনিয়োগ-বদলীর ঘটনা। বলা চলে যে, এর মধ্যেই পতনের বীজ লুকায়িত রয়েছে। কারণ ঘৃষ টাইমবোমার চাইতে ধূস্কারী (৪) সুবিধাবাজীদের বেপরোয়া তৎপরতা। তত্ত্ববাধাক সরকারের আমলে মন্ত্রণালয়ে তথিরকারীদের টিকিট দেখা যেত না। এখন তথিরের অত্যাচারে মন্ত্রী, এমপি ও সচিবদের জীবন ঘোষণা করে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাতারাতি বিশ্ব-বৈতারের মালিক হওয়ার প্রবল উচ্চাশা (৮) অপরিপৰদের হাতে যান্নার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বকুর সমূহ আটকে পড়ায় সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব হওয়া প্রতি।

এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শসমূহ নিম্নলিপি:

(১) ৬০ সদস্যের বিশাল মন্ত্রীসভার আকৃতি ছোট করুন এবং দলের হৌক বা দলের বাইরের হৌক সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, আল্লাহভািক ও যোগ্য লোকগুলিকে বাছাই করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ দান করতে হবে (২) ঘৃষ, বখশিস ও পার্সেন্টেজ খাওয়ার বিরুদ্ধে ত্বরিত নির্বাচন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, চিরকাল এই জোট সরকার ক্ষমতায় থাকবে না। অতএব বর্তমানের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহলে তারা যেমন জনগণের নিঃবোর্ধ দো'আ পাবেন, তেমনি আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৈন-আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ

য. মুসলিম আত-তাহরীক ১০৯ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০৯ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০৯ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০৯ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা।

হাদীছ কি ও কেন?

মুহাম্মদ হারণ আবীয়ী নদভী*

(শেষ কিপ্তি)

৭. খবরে ওয়াহেদও শরী'আতের দলীলঃ

যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীছের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বা 'খবরে ওয়াহেদ' বলা হয়। কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে, এরপ হাদীছ শরী'আতে প্রমাণযোগ্য নয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভাস্ত। আবার কেউ বলে থাকেন যে, আক্ষীদার ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহেদ' গ্রহণযোগ্য নয়, আমলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। এই ধারণাটিও ভুল। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর অনেক দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 'খবরে ওয়াহেদ' আক্ষীদা ও আমল নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে শরী'আতের দলীল। নিম্ন কয়েকটি দলীল পেশ করা হ'লঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي
الَّذِينَ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ -

'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ'ল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে ইজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তাঁরা বাঁচতে পারে' (তত্ত্বা ১২২)।

এখানে আল্লাহ পাক মুসলমানদের একটি 'দলকে জ্ঞান শিক্ষা করার প্রতি উদ্দৃষ্ট করেছেন এবং অর্জিত জ্ঞান যেন নিজের সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেয় তারও তাকীদ দিয়েছেন। আরবী ভাষায় 'ত্বায়েফাহ' শব্দটি এক ও ততোধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদি 'খবরে ওয়াহেদ' আক্ষীদা-আহকাম উভয় ক্ষেত্রে শরী'আতের দলীল না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জন এবং পরে তার তাৎলিপ্নের প্রতি উদ্দৃষ্ট করতেন না।

(খ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَلَسِقٌ بِنَبَّابٍ فَتَبَيَّنُوا
أَنْ تُصْبِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ -

'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও' (হজুরত ৬)। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ফাসিক ব্যক্তির খবর যাচাই-বাছাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে

* খড়ীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

না। কিন্তু যদি কোন 'আদেল' বা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ব্যক্তির খবর হয়, তখন কিন্তু গ্রহণ করতে হবে না। ইমাম ইবনুল কাহিয়িম (রহঃ) বলেন, 'এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'খবরে ওয়াহেদ'কে গ্রহণ করতে হবে, যদিও তা নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়াকে বুঝায় না।'

(গ) হ্যরত মালেক ইবনু হৃয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তখন সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর কাছে প্রায় বিশ দিন কাটালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও ন্যৰ। তিনি যখন আঁচ করতে পারলেন যে, হ্যত আমরা নিজের পরিবারের প্রতি কিপ্তিত আসঙ্গ হয়ে পড়েছি, তখন আমাদেরকে জিজেস করলেন যে, বাড়ীতে কাদের ছেড়ে এসেছি? আমরা তাঁকে অবগত করলে তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তথায় অবস্থান কর। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দান কর এবং ভাল কাজের উপদেশ দাও। আর আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় কর'।^১ এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেকটি যুবককে তাদের পরিবারে দ্বীনের তাৎলিপ্ন করার আদেশ দিলেন। যদি 'খবরে ওয়াহেদ' শরী'আতের দলীল না হ'ত, তাহ'লে উক্ত হাদীছের কোন অর্থ হ'ত না।

(ঘ) হ্যরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, 'ইয়েমেনবাসী কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'আমাদের সাথে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবেন'। তখন তিনি আবু উবায়দা (রাঃ)-কে ধরে বললেন, 'ইনি এই উচ্চতরের আমানতদার'।^২

যদি 'খবরে ওয়াহেদ' দলীল না হ'ত, তাহ'লে শুধু হ্যরত আবু উবায়দা (রাঃ)-কে মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসাবে পাঠানেন না।

(ঙ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'মানুষ কুবা মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন, তখন এক লোক এসে বলল, রাত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন নায়িল করা হয়েছে। তিনি ক্রিবলা বানাতে বলেছেন কা'বা শরীফকে। সুতৰাং কা'বা শরীফকে সামনে করেই ছালাত আদায় কর। তাঁদের চেহারা তখন ছিল শাম তথা সিরিয়ার দিকে। তাঁরা কা'বা শরীফের দিকে যুরে গেলেন'।^৩

এ হাদীছ একথাই প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ নির্দিষ্টায় 'খবরে ওয়াহেদ'কে গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাহাবী আলী (রাঃ), মু'আয় (রাঃ), আবু মূসা (রাঃ) ও অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দিয়ার জন্য পাঠায়েছেন। সেসব হাদীছও

১. ই'লামুল মুওয়াকত্তিসন ২/৩৯৪; আল-হাদীছ হজাতুন, পৃঃ ৫০।

২. বুখারী হা/৫৩১।

৩. মুসলিম শরীফ, 'ফায়ায়েলে ছাহাবা' অধ্যায় হা/২৪১৯।

৪. বুখারী হা/৪০৩; মুসলিম হা/৫২৬।

মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা।

বাস্তবে 'খবরে ওয়াহেদ', যা শরী'আতে দলীল ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ। আর কুরআন মজীদ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ একটি নির্ভুল ও সত্য হোয়াত গ্রহ, তাও তো আমাদেরকে শুধুমাত্র একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন।

(চ) হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি আবু ত্বালহার বাড়িতে লোকদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। তখনকার যুগে লোকেরা 'ফাদীখ' (খেজুর থেকে নিংড়ানো এক জাতীয় উত্তম পানীয়, আগুন বিনে তৈরীকৃত) শরাব ব্যবহার করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন যে, সাবধান! শরাব (মদ) হারাম করা হয়েছে। তখন আবু ত্বালহা আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সব শরাব ঢেলে ফেল। আমি বাইরে গেলাম এবং সব শরাব ঢেলে ফেললাম। আনাস (রাঃ) বলেন, সেদিন মদীনার অলি-গলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল'।^৫ অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা হ্যরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (খেজুরের তৈরী মদ) যাকে তোমরা 'ফাদীখ' বল, এছাড়া অন্য কোন মদ আমাদের কাছে ছিল না। আমি আবু ত্বালহা ও আরো অনেককে এই 'ফাদীখ' পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনারা খবর জানেন না! সবাই প্রশ্ন করল, কি খবর লোকটি বলল, মদ হারাম করা হয়েছে। তখন সবাই বলে উঠল, হে আনাস! মদের এই বড় বড় ঘটকাণ্ডলি থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছু জানতে চায়নি বা বিরোধিতাও করেনি'।^৬ এ হাদীছও একথাই প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ 'খবরে ওয়াহেদ'কে নির্দিষ্য গ্রহণ করতেন এবং শরী'আতের দলীলরপে গণ্য করতেন।

৮. ছাহীহ ও হাসান হাদীছই অনুসরণীয়ঃ

হাদীছের শুরুত্ত, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এতক্ষণ যা আলোচিত হ'ল, তার সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হাদীছ তথা ছাহীহ ও হাসানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদীছ বিশারদগণ 'সাধারণত হাদীছকে তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যথাঃ ছাহীহ, হাসান ও যদীফ। এগুলির প্রত্যেকটির অনেক স্তর আছে। ছাহীহ ও হাসান তাদের সমূহ স্তরসহ গ্রহণযোগ্য। আর যদীফ হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। যদীফ হাদীছ আকীদা, বিশ্বাস এবং শরী'আতের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্য হবে না তাতে হাদীছ বিশারদগণ একমত।^৭ আল্লামা শায়খ নাহিরুল্লাহ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদেরকে নছীত করি, যেন তারা যদীফ হাদীছ সম্পর্ক ছেড়ে দেন এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ছাহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার হিস্ব ও সাহস যোগান। কেননা ছাহীহ হাদীছে যা আছে, তা আমাদের জন্য যদীফ অপেক্ষা যথেষ্ট। আর এতেই রয়েছে

৫. বুখারী হা/২৪৬৪; মুসলিম হা/১৯৮০।

৬. বুখারী হা/৪৬১৭; মুসলিম হা/১৯৮০।

৭. ইয়াকী, শাহহ আজায়িতুল হাদীছ, ৭/১১১; তাফীব-নবী, পৃঃ ১১৬; আল্লামা নজেহী, আল-আজিয়াতুল ফালেনা, সম্পাদনা, শায়খ আবু উচ্চার, পৃঃ ৬১।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলায় পতিত হওয়া থেকে যুক্তি। কারণ আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, যারাই একথা না মেনে যদীফ হাদীছ মতে আমল করেছেন। তারা অনেক সময় মিথ্যা বানোয়াট ও জাল হাদীছে পতিত হয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যাক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই মানুষের কাছে বলে দিবে' (মুসলিম)। শায়খ আলবানী বলেন, এর উপর ভিত্তি করে আমি বলব যে, মানুষ প্রত্যন্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই আমলে পরিণত করবে'।^৮

উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যেকোন বই-পুস্তকে হাদীছ বলে বর্ণিত যেকোন কথাকে গ্রহণ করা যাবে না। বরং যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। যদি তা ছাহীহ ও হাসান হয়, তাহ'লে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি যদীফ বা মওয়' হয়, তা পরিত্যক্ত হবে। মুসলমানদের কাছে বর্তমানে লিপিবদ্ধকারে হাদীছের যে সকল তাঙ্গার রয়েছে, তা থেকে গুরু বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য যেকোন কিতাবের হাদীছ বর্ণনা করতে গেলে, প্রথমে হাদীছটি ছাহীহ বা হাসান কি-না তা যাচাই না করে বলা ঠিক হবে না। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মধ্যে বাকী চার কিতাব যথাঃ তিরমিয়ী, আবুদাউদ, নাসাই ও ইবনু মাজাহ-এর অবস্থাও তাই। কারণ এ চার কিতাবের সকল হাদীছ ছাহীহ ও হাসান নয়। বরং সেগুলিতে যদীফ ও মওয়'ও রয়েছে অনেক। তবে এ চার কিতাবের বেশীর ভাগ হাদীছ ছাহীহ। মুহাদ্দিছগণ যুগে যুগে এসব বর্ণনা করে গেছেন।

পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় মুহাদ্দিছ আল্লামা নাহিরুল্লাহ আলবানী (রহঃ) সব কিছুকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ একটি তাহকীকৃ ও পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। সব কিতাব থেকে ছাহীহ ও যদীফ পৃথক করে ফেলেছেন। তাঁর তাহকীকৃ মতে 'জামিয়ত' তিরমিয়ীতে ৮৩২ টি হাদীছ যদীফ, সুনান আবুদাউদ-এর ১১২৭টি হাদীছ যদীফ, সুনান নাসাই-এর ৪৪৭ টি হাদীছ যদীফ এবং সুনান ইবনু মাজাহ-এর ৯৪৮ টি হাদীছ যদীফ। এছাড়া প্রত্যেক কিতাবের বাকী হাদীছগুলি ছাহীহ বা হাসান। এমনিভাবে 'আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব' কিতাবের ২২৪৮ টি হাদীছ যদীফ ও ৩৭৫ টি হাদীছ ছাহীহ। আল্লামা সুয়তী কৃত 'জামিয়ত-ছানীর' কিতাবের ৬৪৫২ টি হাদীছ যদীফ এবং ৮১৯৩ টি হাদীছ ছাহীহ। আদাবুল মুফরাদ কিতাবের ২১৭টি হাদীছ যদীফ ও ৯৯৩ টি হাদীছ ছাহীহ। মিশকাতুল মাছবীহ-এর মূল ৬২৯৩ টি হাদীছের মধ্যে প্রায় ৬৭০ টি হাদীছ যদীফ। এমনিভাবে পরিসংখ্যান দিতে গেলে অনেক দেওয়া যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। এতে বুঝা গেল যে, হাদীছ বললেই যে মানতে হবে তা নয়; বরং যতক্ষণ না যাচাই-বাছাই করে তার সত্যতা প্রমাণ হবে, ততক্ষণ তা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু আবুস (রাঃ) বলেন, 'এক সময়

৮. হক্কমুল আমাল বিল হাদীছ যদীফ, পৃঃ ৪২।

আমরা 'কুলা রাসূলুল্লাহ' শুনলে সাথে সাথে আমাদের কান সেদিকে দৌড় দিত এবং আমরা তা অতি শুরুত্তের সাথে শুন্তাম। কিন্তু যখন লোকেরা ভাল-খারাপ মিলিয়ে ফেলেছে, তখন থেকে আমরা শুধু সেই হাদীছই গ্রহণ করি, যা আমরা সত্য বলে জানি।^১

৯. হাদীছ অঙ্গীকারকারীর বিধানঃ

হাদীছের মান-মর্যাদা, শুরুত্ত-তাংপর্য ও কুরআন বুরা এবং শরীর আত্মের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যারা হাদীছকে অঙ্গীকার করবে, তারা কাফির ও অমুসলিম বলে গণ্য হবে। কারণ হাদীছকে অঙ্গীকারের অর্থ হ'ল কুরআনকে অঙ্গীকার করা, আল্লাহর 'অহি'কে অঙ্গীকার করা, শরীর 'আত', দ্বীনকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অঙ্গীকার করা। এসবের পরেও কি কোন ব্যক্তি মুসলিম থাকে? কোন দিনও না। এজন্যই আলেমগণ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হাদীছ অঙ্গীকারকারীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত তথ্য কাফির ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (রহঃ) বলেন,

فَاعْلِمُوا رَحْمَكُ اللَّهُ أَنْ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ حَدِيثِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَانَ أَوْ فَعَلَأً
بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوفِ فِي الْأَصْوَلِ حَجَةٌ كُفَّرٌ وَخَرَجَ عَنِ
دَائِرَةِ إِلْسَامٍ وَحَشَرَ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ مَعَ
مِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ فِرَقِ الْكُفَّرِ۔

'জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাওলী ও ফেলী কোন হাদীছকে উচ্চুলে হাদীছের শর্ত সাপেক্ষে হজ্জত তথ্য শরীর আত্মের দলীল মনে না করবে, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে এবং ইসলামের গভির বাহিরে চলে যাবে। তার হাশর হবে ইহুদী ও ক্রীষ্ণানের সাথে অথবা কাফিরদের অন্যান্য দল যাদের সাথে আল্লাহ চান'।^{১০}

এছাড়া ইমাম ইবনু রাতওয়াই, ইমাম ইবনু হায়ম ও ইমাম ইবনু কাহীর এবং অন্যান্য মুহান্দিছগণ স্ব স্ব গ্রহে হাদীছ অঙ্গীকারকারীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন।

অতএব আসুন! আমরা সবাই মিলে পরিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠন করি। হাদীছ নিজে বুঝি ও অন্যকে বুঝাই। তাকে যথাযথ মর্যাদা দান করি। সঠিকভাবে হাদীছের প্রচার করি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। এটাই আমাদের ঈমানের দাবী এবং এতেই রয়েছে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছহীহ ও হাসান হাদীছ অনুযায়ী আমল করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বত্বাবজাত অধিকার

মূলঃ মুহাম্মাদ বিল ছালেহ আল-উছাইমীন*

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ**

(শেষ কিঞ্চি)

(৮) প্রতিবেশীর হক্কঃ

বাসস্থানের দিক দিয়ে যে নিকটবর্তী তাকে প্রতিবেশী বলা হয়। প্রতিবেশীর বিরাট হক্ক রয়েছে। সে যদি বংশীয় দিক দিয়ে নিকটবর্তী হয় এবং মুসলিমান হয়, তবে তার তিনটি হক্ক। যেমনঃ (১) প্রতিবেশীর হক্ক (২) আঘীয়তার হক্ক ও (৩) ইসলামের হক্ক। সে যদি মুসলিম হয় কিন্তু নিকটাঘীয় না হয়, তবে তার ২টি হক্ক (১) প্রতিবেশীর হক্ক ও (২) ইসলামের হক্ক। আর যদি সে আঘীয় না হয় এবং অমুসলিম হয়, তবে তার শুধু একটি হক্ক। তা হচ্ছে, প্রতিবেশীর হক্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতা-মাতা, আঘীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি সম্বৃহার কর' (নিসা ৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন, এমনকি আমি মনে করে নিয়েছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তোধিকার বানিয়ে দিবেন'।^১

প্রতিবেশীর হক্ক সমূহের অস্ত্রভূক্ত হচ্ছে যে, সে তার নিজ সাধ্যানুযায়ী সম্পদ দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে ও উপকার করে প্রতিবেশীর সাথে সম্বৃহার করবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ'।^২

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সম্বৃহার করে'।^৩

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে বেশী করে পানি দিবে এবং এতে তোমার প্রতিবেশীকে শরীক করবে'।

প্রতিবেশীর আরেকটি হক্ক হচ্ছে, কথা ও কাজে তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার

* সাবেক সদস্য, সর্বোক ওলামা পরিষদ, সউদী আরব।

** শিক্ষক, উন্নয়ন ইসলামিক সেন্টার, আল-কাহীম, সউদী আরব।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৬৪।

২. তিরমিয়ী, দারিয়ী, মিশকাত হ/৪৯৮৭।

৩. মুসলিম হ/১৭৪ 'ঈমান' অধ্যায়।

নয়’। ছাহাবীগণ জিজেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কোন্তি ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার অসদাচরণ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।^৪

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘সে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অসদাচরণ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।^৫

সুতরাং যার অসদাচরণ হ’তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না, সে ঈমানদার নয় এবং সে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বর্তমানে এমন অনেক লোক আছে, যারা প্রতিবেশীর হস্তের প্রতি কোন গুরুত্বই দেন না। এমনকি তাদের অসদাচরণের ভয়ে প্রতিবেশীরা সদা তটিষ্ঠ থাকে। তারা সর্বদাই প্রতিবেশীর সাথে বাগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকেন। তাদের উপর অত্যাচার করেন এবং কথা ও কাজে তাদেরকে কষ্ট দেন। অকৃতপক্ষে এসব আচরণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ বিরোধী। এটি মুসলমানদের মধ্যে ফাটল, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ও একে অপরের অসম্মানের কারণ।

(৯) সকল মুসলমানের হক্কঃ

মুসলমানদের পারস্পরিক হক্ক অনেক। এর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি হক্ক আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখ করছি, যা ছবীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ক রয়েছে। যেমনঃ সাক্ষাৎ হ’লে সালাম করা, দা’ওয়াত করলে দা’ওয়াত গ্রহণ করা, উপদেশ চাইলে ভাল উপদেশ দেওয়া, ইঁচি দিলে এবং ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বললে, ‘ইয়ার হামুকল্লাহ’ বলে তার জবাব প্রদান করা, রোগাক্রান্ত হ’লে দেখাশুনা করা এবং মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা’।^৬

উক্ত হাদীছে মুসলমানদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হক্ক উল্লেখ করা হয়েছে।-

প্রথমঃ সালাম

সালাম বিনিময় সুন্নাতে মুয়াক্কদা। এটা মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভালবাসা সৃষ্টির একটি অপূর্ব মাধ্যম। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! তোমরা জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে এবং তোমরা ঈমানদার হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরিষ্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের সংবাদ দিব না? যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আর তা হ’ল- তোমরা পরিষ্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় কর’।^৭

তাই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কারো সাথে সাক্ষাৎ হ’লে প্রথমে সালাম করতেন। এমনকি যখন তিনি শিশুদের কাছ

দিয়ে যেতেন তখন তাদেরকেও সালাম করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ۔

‘হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলা ব্যক্তিকে সালাম করবে। আর পদব্রজে চলা ব্যক্তি উপরিট ব্যক্তিকে এবং ছেটরা বড়দেরকে সালাম করবে’।^৮ কিন্তু যার পক্ষে সালাম করা উত্তম সে যদি সালাম না করে, তাহ’লে অপর ব্যক্তি সালাম করবে, যাতে সালাম বিলুপ্ত না হয়ে যায়। সুতরাং ছেটরা সালাম না করলে বড়রা সালাম করবে। ছেট দল বড় দলকে সালাম না করলে, বড় দল সালাম করবে, যাতে সকলে ছওয়াব লাভ করতে পারে।

আশ্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস একত্রিত করতে পেরেছে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। (১) নিজ প্রাণের সাথে ইনছাফ (ন্যায়বিচার) করা, (২) সবাইকে সালাম করা এবং (৩) পরিবার-পরিজনের জন্য কার্পণ্য পরিহার করে খরচ করা।

সালাম করা সুন্নাত বটে, কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরযে কিফায়া। তাই যখন কোন দলের উপর সালাম করা হয় তখন দলের মধ্য থেকে যদি কোন একজন সালামের জবাব দেয়, তাহ’লে অন্য সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়।

সুতরাং সালামের জবাবে শুধু ‘আহলান ওয়া সাহলান’ বা শুভেচ্ছা স্বাগতম বলা যথেষ্ট হবে না। কেননা এটা সালাম কিংবা তার অনুরূপ নয়। যখন ‘আসসালা-মু আলাইকুম’ বলে হবে, তখন ‘ওয়া আলাইকুমসালা-ম’ বলে তার জবাব দিতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ দা’ওয়াত গ্রহণ

যখন কোন মুসলিম ভাই দা’ওয়াত করে, তখন তা কবুল করবে। দা’ওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাতে মুয়াক্কদা। এতে নিম্নলিখিত অন্তর আনন্দে ভরে যায় এবং প্রেম ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। তবে বিয়ের ‘ওয়ালীমা’র নিম্নলিখিত এর ব্যক্তিক্রম। কেননা প্রসিদ্ধ শর্তাবলী অনুযায়ী ‘ওয়ালীমা’র দা’ওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ‘ওয়ালীমা’র দা’ওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল’।^৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, ‘যখন তোমাদের ক-উকে দা’ওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে’।^{১০}

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যোগায়’।^{১১}

৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২।

৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।

১০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮।

১১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৭।

১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫।

তৃতীয়ঃ উপদেশ প্রদান করা

যখন কোন মুসলিম ভাই উপদেশ চাইবে, তখন তাকে ভাল উপদেশ প্রদান করবে'। কেননা এটি ধর্মীয় বিষয়ের অস্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ধর্ম হচ্ছে উপদেশ প্রদান করা। আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের 'জনো' (মুসলিম)। যদি সে তোমার নিকট উপদেশ ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে, যাতে ক্ষতি বা গুনাহ নিহিত আছে, তাহলে তাকে নেক উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদিও সে এ উদ্দেশ্যে আসেন। কেননা এর মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে যা করবে তাতে যদি ক্ষতি অথবা গুনাহ না থাকে, তাহলে তাকে কিছু বলা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি তোমার নিকট উপদেশ চায়, তাহলে তাকে উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব।

চতুর্থঃ হাঁচির জবাব দান

কোন ব্যক্তি হাঁচি দিলে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ-হ' বললে, তার জবাব প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ সে যে হাঁচি দেওয়ার সময় স্বীয় রবের (প্রতিপালকের) প্রশংসা করেছে, তাই 'ইয়ারহামদুলিল্লাহ-হ' বলে তার জন্য দো'আ করতে হবে। তবে হাঁচি দেওয়ার সময় সে যদি আল্লাহর প্রশংসায় 'আলহামদুলিল্লাহ-হ' না বলে, তাহলে হাঁচির জবাব পাবার কোন হক্ক তার থাকবে না।

সে যখন 'আলহামদুলিল্লাহ-হ' না বলবে, তখন তার প্রতিদান হবে হাঁচির জবাব না দেওয়া। হাঁচিদাতা যখন 'আলহামদুলিল্লাহ-হ' বলবে তখন তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আবার হাঁচিদাতার জন্য 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ-হ' ওয়া ইউচ্চলিহ বা 'লাকুম' বলে তার প্রত্যুত্তর করা ওয়াজিব। যখন সে একাধিকবার হাঁচি দিতে থাকবে তখন তৃতীয়বার পর্যন্ত তার জবাব দিবে এবং চতুর্থবার 'ইয়ারহামদুলিল্লাহ-হ'-এর পরিবর্তে 'আফা-কাল্লাহ' বলবে।^{১২}

পঞ্চমঃ রোগীর সেবা-শুশ্রাব করা

যখন কোন মুসলিম ভাই রোগাক্ত হয়, তখন তার দেখাশুনা করবে। রোগীর দেখাশুনা করা প্রত্যেক মুসলমানের পারস্পরিক হক্ক। সুতরাং রোগীর দেখাশুনা করা সবার উপর ওয়াজিব। আর রোগী যদি আঘাতীয়, বন্ধু কিংবা প্রতিবেশী হয়, তবে তাকে দেখতে যাওয়া আরও যন্তবী।

যে রোগীকে দেখতে যাবে, তার জন্য সুন্নাত হ'ল, রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার জন্য দো'আ করা এবং তাকে রোগ মুক্তির আশ্বাস প্রদান করা। কেননা এটা হচ্ছে রোগ মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। আর তাকে এমন পদ্ধতিতে তওবার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে ভীতিকর কিছু না থাকে। উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলবে যে, তুমি এ রোগের কারণে অনেক কল্যাণ লাভ করছ। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তোমার গুনাহ সমৃহ মাফ করেন। মন্দ কাঙ্গলি যিটিয়ে দেন। এছাড়া এই রোগাক্ত অবস্থায় বেশী বেশী

১২. বুখারী, মিশকাত হ/৪৭৩।

যিকর, দো'আ ও ইস্তিগফারের দ্বারা তুমি অনেক ছওয়াব লাভ করতে পারবে।

৬ষ্ঠঃ জানাযায় অংশগ্রহণ

যখন কোন মুসলিম ভাই মৃত্যুবরণ করে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। যত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ক সমূহের অন্যতম। এতে রয়েছে অশেষ ছওয়াব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার (মৃতদেহ) অনুসরণ করল, এমনকি তার ছলাত সম্পাদন করল, তার জন্য রয়েছে এক ক্ষিরাত্ত নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন কাজ সমাধি হওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করল, তার জন্য রয়েছে দুই ক্ষিরাত্ত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, দুই ক্ষিরাত্ত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দু'টি প্রকাণ পাহাড়ের অনুরূপ'।^{১৩}

সপ্তমঃ কষ্ট না দেওয়া

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ক সমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, নিচ্যই তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোরা বহন করে' (আহ্বাব ৫৮)।

অধিকাংশ সময় একপ হয় যে, কোন ব্যক্তি তার নিজ ভাইয়ের উপর কষ্টদায়ক কিছু চাপিয়ে দেয়। আল্লাহ দুনিয়াতেই তার প্রতিশোধ নিয়ে নেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরম্পরের সাথে বিদ্বেষ রেখ না এবং একে অপরের পশ্চাদ্বানুসরণ কর না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরম্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। কোন মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তার অকল্যাণের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-স্ত্রী লুণ্ঠন করা হারাম'।^{১৪}

এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক্ক অনেক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে যখন তার ভাইয়ের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবে, তখন তার অপর ভাইও তার সর্ববিধ কল্যাণের অর্বেষায় থাকবে এবং তার সমস্ত ক্ষতিকর বিষয় হ'তে বিরত থাকবে'।^{১৫}

(১০) অব্যুসলিমদের হক্ক

অব্যুসলিমদের মধ্যে সবধরণের কাফেরগণ অস্তর্ভুক্ত। আর তারা হচ্ছে চার প্রকার- (১) হারবী বা যুদ্ধৰত কাফেরগণ (২) মুস্তামিন বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফেরগণ (৩) মু'আহাদ বা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ কাফেরগণ এবং (৪) যিশী (যারা নির্ধারিত কর আদায় করে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে) কাফেরগণ।

১৩. মুসলিম, মিশকাত হ/১৬৫।

১৪. মুসলিম, মিশকাত হ/৪১৫, বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হ/৫০৮।

১৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৫।

আমাদের উপর হারাবী কাফেরদের কোন হক্ক নেই যে, তাদেরকে রক্ষা করা কিংবা প্রশ্রয় দেয়া যাবে। তবে মুস্তামিন কাফেরদের নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট জায়গায় রক্ষা করার হক্ক রয়েছে। কেননা তারা আমাদের আশ্রয় পেয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় চায়, তাহলৈ সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করা পর্যন্ত তাকে আশ্রয় প্রদান করবে অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিবে' (তওবাহ ৬)।

আমাদের উপর মু'আহাদদের হক্ক হ'ল, চুক্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। এই চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ প্রতিজ্ঞার উপর অট্টল থাকবে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার ঝটি করবে না, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন ধরনের কটাক্ষ করবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেই মুশরিকগণ ব্যতীত, যাদের সাথে তোমরা সঞ্চ স্থাপন করেছে। তারপর তারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ঝটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন ধরনের কটাক্ষ করবে না।' (তওবাহ ৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিজ প্রতিজ্ঞা তঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিহাস করে, তবে এক্ষেপ অবিশ্বাসী নেতাদের সাথে জিহাদ কর। যেহেতু তাদের কোন প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট নেই' (তওবাহ ১২)।

যিশীরা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী সুবিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। কেননা তারা নির্ধারিত কর প্রদানের বিনিময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে জীবন ঘাপন করে। তাই মুসলিম প্রশাসকের উপর ওয়াজিব হ'ল, তিনি তাদের উপর ইসলামের বিধি-বিধান জারী করবেন, তাদের জান-মাল, মান-সন্তুষ্য এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী অবৈধ বিষয়ে হস্ত (দণ্ডবিধি) জারী করবেন। তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের থেকে কষ্টদ্যাক সব কিছু বিদুরিত করবেন। আর তাদের উপর ওয়াজিব হ'ল যে, তারা পোষাক-পরিচ্ছদে মুসলমানদের থেকে পৃথক থাকবে এবং ইসলামের অপসন্দনীয় কোন কিছুর প্রকাশ করবেন। অথবা তাদের ধর্মীয় প্রতীকগুলো থেকে কোন কিছু বিকাশ করবে না। যেমনও পূজার ঘটা বা ছ্রুশ ইত্যাদি।

পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের ওপর। আল্লাহপাক আমাদেরকে ইসলামের স্বতাবজাত অধিকার সমূহ যথাযথভাবে আদায়ের তওফীক দান করুন- আমীন!

ফিকহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

মূলঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আস-সামান*
প্রফেসর অব ফিকহ, জর্জিন।
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুয়েহো

বিশিষ্ট আরব ইসলামী চিক্কাবিদ ও ফকুরী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আস-সামান 'ইসলামের ফিকহ, ফকুরীগণের ফিকহ নয়' এই শিরোনামে একটি মূল্যবান প্রবক্ষ রচনা করেন। প্রবক্ষটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালাম্পুরে অনুষ্ঠিত 'Islamization of Knowledge' শীর্ষক ততীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দা'ওয়াত করা হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনি তাঁর প্রবক্ষের সারসংক্ষেপ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন। এখানে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান এমন কক্ষ সাহসী শব্দ উচ্চারণ করেন, যা পোটা মুসলিম উচ্চাহর চিক্কার জগতে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে আমাদের মনগড়া ইসলামের বৈপরিত্য তুলে ধরেছেন। ইসলাম যেটা নয় কিংবা ইসলাম যেটা চায়নি, সেটা আজ ইসলামের নামে আমরা নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাগার নিয়ে আমরা গবর্ন করি। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের যে অস্তিত্বের সংকট চলছে, তা যোকাবিলায় সে সকল জ্ঞানভাঙ্গার কতখানি অবদান রাখতে পারছে, তা নিয়ে আমরা চিক্কা করি না। বর্তমান সময়ে উত্তৃত সমস্যার সমাধান আমরা সন্তান ফিকহের ক্ষিতিতে তালাশ করি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ এমনকি পূর্ববর্তী ফকুরীগণও আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেননি। এটা নিতান্তই আমাদের মনগড়া এবং পূর্ববর্তী ইয়ামগণের প্রতি মাত্রাত্তিক্রিক আবেগ ও তালবাসার প্রতিফলন। ফলে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত মূল উৎস তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জ্ঞান আহরণ করার পরিবর্তে মানব রচিত শাখা-প্রশাখা তথা সন্তান কিয়াসের ক্ষিতাত চৰ্চা করে পরিত্ত ধাক্কি। এতে মুসলমানদের চিক্কা-গবেষণা এমন সব বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, যুগ ও জীবনের চাহিদার সাথে যার কোন মিল নেই। জোর করে ইসলামের নামে তাকে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই গাফিলতির কারণে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন থেকে ইসলাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছি না; বরং আমাদের ব্যাখ্যা-বিশেষণ দ্বারা ইসলাম পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলৈ আমাদেরকে নতুন করে চিক্কা করতে হবে। লেখক তাঁর গবেষণালুক রচনাটিকে ৪টি অর্থায়ে বিভক্ত করেছেনঃ ১. ইসলামের ফিকহ এবং চিক্কার বিলাসিতা, ২. ইসলামের ফিকহ এবং মানুষের কল্যাণ, ৩. ইসলামের ফিকহ এবং জীবনের চাহিদা, ৪. ইসলামের ফিকহ এবং সমসাময়িক পচাংপদতা। তাঁর মূল বক্তব্যটি নিম্নরূপ।

প্রথম অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিকহ এবং চিক্কার বিলাসিতা

এ অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হবেঃ

ক. চিক্কার বিলাসিতা বলতে কি বুঝায়?

খ. চিক্কার বিলাসিতার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ

গ. ইসলামের ফিকহ থেকে বিচ্ছিন্নি

চিক্কার বিলাসিতা বলতে কি বুঝায়?

চিক্কার বিলাসিতা হচ্ছে এমন ধরনের চিক্কা-গবেষণা, যার

কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বটে, তবে তা এমন পর্যায়ে নয় যে, মজাদার অথচ অপ্রয়োজনীয় চিন্তার আবর্তে মূল বিষয়বস্তু হারিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে আমাদেরকে বিছিন্ন করতে পারব না। কেননা অতীত হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিস্তৃতি। কিন্তু আমরা যখন ইতিহাস অধ্যয়ন করব, তখন আমাদের উচিত হবে এর একটা অর্থবহু লক্ষ্য নির্ণয় করা। আমরা যখন ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় পড়ব তখন আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে উজ্জ্বল হওয়ার পিছনে কি কি কারণ কার্যকর ছিল, যাতে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। আর যখন ইতিহাসের বেদনাদায়ক অধ্যায় পড়ব, তখনও এর কারণ থেঁজুতে হবে, যাতে তা থেকে আমরা দূরে অবস্থান করতে পারি।

কিন্তু আমরা যখন এ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে ইতিহাসের বিচারক মনে করে ইতিহাসের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘণীয় রায় দেয়ার কাজে মন্ত হই অর্থাৎ ইতিহাসে কার ভূমিকা কি ছিল? কে ঠিক করেছে? কে ঠিক করেনি? এরকম রায় দেয়া যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হবে আমরা চিন্তার বিলাসিতায় নিমগ্ন। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আজো বিতর্কে লিঙ্গ রয়েছি যে, খিলাফতের বেশ হকদার কে ছিলেন, আবুবকর (রাঃ) না আলী (রাঃ)? বনী উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে বিবাদে কার অবস্থান সঠিক ছিল? যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বহু রক্তপাত হয়েছে। সে সকল বিতর্কের প্রয়োজন কি এখনও আমাদের রয়েছে? হ্যরত ওমর বিন আবদুল আয়িয (রহঃ) তাঁর মজলিসে এ জাতীয় আলোচনা বরদাশত করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ আমাদেরকে রক্তপাতের হাত থেকে মুক্ত করেছেন, আমরা আমাদের জিহ্বাকে তাতে লিঙ্গ হওয়া থেকে বিরত রাখতে চাই।

চিন্তার বিলাসিতার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ কি?

চিন্তার বিলাসিতার দু'টি অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। যথাঃ বিতর্কপ্রীতি ও ইসলামের ফিকহ থেকে বিচ্যুতি। বিতর্কপ্রীতি অর্থ তর্কের খাতিরে তর্ক করা। এ ধরনের বিতর্ক সেকালেও ছিল এবং একালেও আছে। যদিও অতীত ও বর্তমান কালের বিতর্কের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক, যুক্তি, পার্টা যুক্তির প্রচলন ছিল। সে বিতর্কের কারণে ইসলামে শত শত দল উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে সে জাতীয় বিতর্কের মাত্রা অনেক কমে এসেছে। যে সব বিষয়ে বিতর্ক চলছে তা অনেকটা চর্বিতর্চর্বণ ও প্রত্যাখ্যাত ধারণা হিসাবে দিন দিন গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। যেমন দাঢ়ি রাখা, মি'রাজ কি দৈহিক ছিল, না আত্মিক? নাকি একই সঙ্গে দৈহিক ও

আত্মিক? ইমাম মাহদীর পৃথিবীতে আগমন কখন, কোথায় হবে? ওলীগণের কারামত ইত্যাদি। এ হচ্ছে আমাদের বিতর্কের কিঞ্চিত নমুনা।

পাশ্চাত্য যখন মহাশূন্যে অভিযান চালাচ্ছে, চাঁদে অবতরণ করছে, আমরা তখন ছবি নিয়ে বিতর্কে লিঙ্গ রয়েছি। ছবি হালাল না হারাম? এখানেই আমাদের চিন্তার দৈন্য।

ইসলামের ফিকহ থেকে বিচ্যুতিঃ

ইসলামের প্রভাব এবং দ্বিপ্রহরে যে উজ্জ্বল অবস্থা ছিল পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুপ্রবেশের ফলে বিতর্ক শুরু হয়। ইসলামে ছুফীবাদ ও বাতেবী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশেষ করে কুরআনের তাফসীরে সে সকল চিন্তার আশ্রয় নেয়া হয়। ড. যাকী মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইবনু আরবীর কিতাব পড়বে, পড়া শেষ করলে সে নাস্তিকে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি শায়রানীর কিতাব পড়বে, পড়া শেষ হ'লে সে পাগলে রূপান্তরিত হবে’।

সীরাত প্রস্তুসমূহ আশ্চর্যজনকভাবে রাসূল(ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনায় পরিপূর্ণ। সীরাতের কিতাব শুধু ঘটনা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হচ্ছে। কিন্তু এর মূল্যায়ন কিংবা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই।

অতীতে বিতর্ক হওয়ার পিছনে কিছু যুক্তি ছিল। সে সময়কার সামাজিক অবস্থায় হয়ত এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে বিতর্ক চালু রাখার পিছনে কোন যুক্তি নেই। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। যাতে তারা পশ্চাত্পদতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। আমার হাতে ওয় সম্পর্কে তিনশ' পঞ্চাং একটি বিরাট আকারের বই পড়েছিল। অর্থ কুরআন ওয়ুর বিষয়টি যে ভাষায় আলোচনা করেছে, তা এক আয়াতের চেয়ে কম হবে। এ ধরনের প্রস্তুকারকে আমি ইসলামের ব্যাপারে খুবই ভয় করি।

চিন্তার এহেন বিলাসিতা ইসলামী ফিকহ-এর পরিপন্থী। ইসলামী ফিকহ সর্বপ্রথম আহ্বান জানায় মানুষের কল্যাণের প্রতি, জীবনের চাহিদার প্রতি। যাতে ইসলাম সকল যুগে সকল স্থানে সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান করতে পারে, যে সভ্যতার মোকাবিলা আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবাই করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিকহ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনঃ

এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে, আল্লাহর শরী'আত মানুষের কল্যাণ সাধনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফকৌহগণ যেমন বলে থাকেন যেখানেই কল্যাণ পাওয়া যাবে, সেখানেই আল্লাহর শরী'আত রয়েছে। অবশ্য এ

সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, কল্যাণ বলতে আমরা বুঝাব সেই কল্যাণ, যাকে ইসলাম অনুমোদন করে। মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা কয়েকটি মূলনীতির বর্ণনা করবঃ

ইসলাম সহজ ধীন, কঠোর নয়ঃ

ইসলাম সহজ ধীন, কঠোর নয়। একথা আব্দীদা, ইবাদত, মু'আমালাত সকল ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর আল্লাহ'র বিশ্বাসে ধীক্ষিমান, তার কথা ভিন্ন' (নাহল ১০৬)। আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করেন না' (বাক্সারাহ ১৮৬)। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না' (বাক্সারাহ ১৮৫)। তিনি ধীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কঠিন কিছু রাখেননি। যে ব্যক্তি বাধ্য হবে কিন্তু বিদ্রোহ করবে না এবং সীমালংঘনও করবে না। তার কোন গুণাহ হবে না'। এর সমর্থনে অনেক ছবীহ হাদীছও রয়েছে।

আল্লাহ'র শরী'আত গতিশীলঃ

আল্লাহ'র শরী'আত গতিশীল। এখানে স্থিতিতার কোন স্থান নেই। আল্লাহ'র বিধান সকল যুগে ও সকল স্থানে প্রযোজ্য। শরী'আত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। সমাজে উদ্ভৃত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে শরী'আত সম্পূর্ণ সক্ষম। ডঃ মুহাম্মাদ আল-বাহী 'সমসাময়িক কালের ইসলামী সমাজের সমস্যা সমাধানে ইসলাম' শীর্ষক পুস্তকে যেমন বলেছেন, 'ইসলাম কোন একটি যুগের জন্য অথবা কোন একটি সমাজের জন্য কিংবা কোন একটি ভাষার জন্য নয়; বরং ইসলাম মানুষের জন্য, মানুষ যে স্থান কিংবা যুগে অবস্থান করুক না কেন'।

কোন স্পষ্ট হুকুম না পাওয়া গেলে আল্লাহ'র বিধান হবে ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে। অঙ্ক অনুকরণের উপর ভিত্তি করে নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাবল (রহঃ)-এর একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার তাক্লীদ কর না এবং শাফেদি, আবু হানীফা ও ছাওয়ারি কারো তাক্লীদ কর না। আমরা যেভাবে বিদ্যা অর্জন করেছি, সেভাবে বিদ্যা অর্জন কর। ধীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির অঙ্ক অনুসরণ করা হারাম। কারণ তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন। আর ধীন বুঝা ফরয। যে এটা বুঝে না, সে ধীন বুঝতে পারে না'।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) অঙ্ক অনুসারীদের তিরক্ষার করেছেন। অঙ্ক অনুসরণ (তাক্লীদ)-কে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। কেননা এটা হ'ল গৌড়মীর কারণ এবং ইজতিহাদের পথে বাধা। তিনি (রহঃ) মনে করতেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণে গোড়ামীর আশ্রয় নেবে, সে প্রবৃত্তি পূজারীর কাতারে শামিল হয়ে যাবে। যারা

প্রবৃত্তির পূজা করে, তারা সত্য ধীনের অনুসরণ করে না। কারো অধিকার নেই কোন আলেমের কোন কথাকে প্রতীক মনে করে তার অনুসরণ করার এবং সুন্নাতের সমর্থন আছে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকার। তিনি ফকীহগণের অঙ্ক অনুসরণ করতে বারণ করেছেন এবং ছুফীবাদের অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছেন, যারা এক বিশেষ ধরনের তাক্লো উত্তোলন করেছেন এবং শরী'আতের কোন দলীল ব্যতীত সীমাহীন বাড়াবাঢ়ি করেছেন। কারণ এটা এক ধরনের প্রতারণা এবং ইসলাম নির্দেশিত ইনছাফ থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

অবশেষে 'মাছালেহ মুরসালাহ'-এর দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। এটা ইসলামী শরী'আতের একটি বৈশিষ্ট্য। শরী'আত মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কোন সুস্পষ্ট আইনের বাধা না থাকলে মানব রচিত আইন, প্রাকৃতিক আইন এবং 'উরফ'-এর দিকে ফিরে যেতে হবে। ইসলামী ফিক্‌হ তাদের বহু আগেই এইরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বরং বিচারপতি আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সঙ্গী মনে করেন, শক্ত যদি প্রথা কিংবা অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে প্রচলন ও অভ্যাসই ধর্তব্য হবে।

মুহাদ্দিশগণের মধ্যে ফকীহ হিসাবে গণ্য এবং মিছরের কুশ্লিয়াতুল হুকুকে (আইন কলেজে বা অনুষদে) অধ্যয়ন করেছেন এমন একজন বিজ্ঞ ইসলামী বিশেষজ্ঞ তাঁর 'ইলম উচ্চলিল-ফিক্‌হ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'কুরআন ও সুন্নাতের টেক্সটসমূহে যখন কোন সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া না যাবে, তখন আদল-এর ভিত্তিতে বিধান পাওয়ার জন্যে ইজতিহাদ করা ওয়াজেব'।

আমি বলতে চাই, শরী'আতের পরিপূরক উৎস হিসাবে 'মাছালেহ মুরসালাহ' হচ্ছে এমন দলীল ও মূলনীতি, যা প্রমাণ করে যে, ইসলামের ফিক্‌হ সভ্যতার ধারক। এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে যেযে ফকীহগণ বলেছেন যে, মাছালিহ হচ্ছে মাছলাহাহ-এর বহুবচন। এটা হচ্ছে শরী'আত প্রণেতার মাক্কছুদ (উদ্দেশ্য)। অর্থাৎ সৃষ্টিজীব থেকে অনিষ্ট দূর করা এবং তাদের উপকার সাধন করা হচ্ছে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য। আর 'মুরসালাহ' অর্থ হচ্ছে যে সম্পর্কে শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট বিধান দেয়া নেই এবং যার যথার্থতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ইমাম মালেক (রহঃ) নিম্ন বর্ণিত তিনটি দলীলের ভিত্তিতে 'মাছালিহ মুরসালাহ'কে দলীল হিসাবে ধরণ করেছেন,

১. ছাহাবায়ে কেরাম মাছালেহ মুরসালাহকে দলীল হিসাবে গ্রহণের নীতি অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

২. মাছলাহা তথা কল্যাণ যখন শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং যা সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর হবে। তখন তা ধরণ করা শরী'আতের উদ্দেশ্যের

পরিপূরক হবে, আর তাকে অবহেলা করা শরী'আতের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করারই নামাঞ্চর। শরী'আতের উদ্দেশ্যের প্রতিই অবহেলা করা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. সত্যিকার অর্থে শরী'আত অনুমোদিত মাছলাহাত হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাছলাহাতের নীতিকে গ্রহণ করা না হয়, তাহ'লে আদিষ্ট বাদ্য সমস্যায় পড়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তিনি ধৈনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা/জটিলতা আরোপ করেন না' (বাক্সাহ ১৮৫)। উচ্চল মুয়েনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দু'টি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হ'লে, তিনি দু'টির মধ্যে যেটি অধিকতর সহজ সেটি বেছে নিতেন, যদি তাতে কোন গুণ না থাকত'।

শায়খ আবু যুরহা একজন সংরক্ষণশীল মুহাদ্দিস ফকৌহ হিসাবে তাঁর 'উচ্চল-ফিকহ' নামক প্রষ্ঠে বলেছেন, 'অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও অকাট্য অর্থবোধক কোন নছ-এর মোকাবিলায় মাছলাহাত দলীল হিসাবে গণ্য হ'তে পারে না। কিন্তু উক্ত নছ যদি সনদ এবং অর্থের দিক থেকে অকাট্য না হয় অর্থাৎ যন্নী হয়, আর তাঁর বিপরীতে মাছলাহাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তা নছকে খাচ করবে, যদিও সেটা আম হয় এবং অকাট্য না হয়। আর খবরে ওয়াহেদ যদি তাঁর পরিপন্থী হয়, তাহ'লে খবরে ওয়াহেদকে পরিত্যাগ করা হবে। কারণ আমাদের সামনে দু'টি দলীল আছে একটি যন্নী অপরটি কাত্তি। আর ফিকহের মূলনীতি হচ্ছে, কাত্তি এবং যন্নী-এর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হবে, তখন কাত্তি যন্নীকে নির্দিষ্ট করবে। আর যদি নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ না থাকে, তাহ'লে যন্নীকে পরিত্যাগ করা হবে।'

[চলবে]

নিরাময় হোমি ও হল

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্তাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিতৃ পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের খতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বক্ষ্যাতৃ, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা ও ধ্বজতঙ্গ রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও প্রামার্শ দেওয়া হয়।

ডাঃ মুহাম্মদ শাহীন রেখা

(ডি.এইচ.এম.এস), ঢাকা।

চেকারঞ্চ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

ইয়ামুন্দীন বিন আবদুল বাহীর*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মধুর ঔষধি গুণাঙ্গণঃ

মধু মানুষের অনেক উপকারে আসে। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মধু'।^{১৫} অন্যত্র হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না'।^{১৬}

মধুকে মহাপ্রস্তুত আল-কুরআনে রোগ প্রতিষেধক (নাহল ৬৯) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মধুর শুণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, "Some medical authorities recommend it as a suitable food for infants with a beneficial influence on the retention of calcium and almost no problem of indigestion, as honey contains mostly mono saccharides or simple sugars." অর্থাৎ মধুতে অধিক পরিমাণ মনোস্যাকারাইড বা সাধারণ শর্করা ও ক্যালসিয়াম ধারণক্ষম হিতকর প্রভাব থাকায় এবং হজমের তেমন কোন সমস্যা না থাকায় কোন কোন চিকিৎসাবীদ শিশুদের জন্য উপযোগী খাদ্য হিসাবে মধুর সুপারিশ করে থাকেন।^{১৭}

মধু যেমন বলবর্ধক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও ত্বক্ষিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপ্রয়। কেন হবে না? স্নষ্টার ভায়ম্যান মেশিন সর্বপ্রকার ফুল ও ফল থেকে বলবর্ধক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সংক্ষিপ্ত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মাঝে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না?

কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজন তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হ'তে দেয় না। এ কারণে হায়ারো বৎসর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন।^{১৮}

* আবিলা, উজিরপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১৫. বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৩৮৭।

১৬. ইবনু মাজাহ, বাযহাকী, মিশকাত, পৃঃ ৩৯১।

১৭. *Scientific Indications in the Holy Quran*, p. 286.

১৮. তাফসীরে মারেফুল কোরআন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০৬।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) লোকটিকে বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে (তার ভাইকে) মধু পান করাল। অতঃপর সে (কিছুক্ষণ পর) পুনরায় এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তাতে তার অসুখ আরও বেড়ে গেছে। এইভাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে তিন বার বললেন (অর্থাৎ লোকটি এসে তার ভাইয়ের অসুখ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করত। আর নবী (ছাঃ) তাকে প্রত্যেক বার মধু পান করানোর নির্দেশ দিতেন।) অতঃপর সে চতুর্থবার এসে একই অভিযোগ করল। এবারও নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তার পেটের পীড়া আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। (অর্থাৎ তার পেটে এখনও দুষ্ফিত পদার্থ রয়েছে)। অতঃপর (চতুর্থবার) তাকে মধু পান করানো হ'ল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।^{৩৯}

মধু মাদকাস্ত রোগীর জন্য খুবই উপকারী। যেমন Scientific Indications in the Holy Quran গ্রন্থে যথার্থই উপস্থাপিত হয়েছে- "It is believed that the Holy Prophet (Sm) used to prescribe honey for different ailments specially for the alcoholics. In modern medicine, Larsen recommends repeated doses of 125 gms of honey for the treatment of chronic alcoholics. The rich content of thiamine and other B-complex Vitamins and various sugars is beneficial for the diseased liver in chronic alcoholics. Digr stated in his study on bee honey. "Its great value in the treatment of chronic alcoholics is being rediscovered today, He quoted from many scientific journals of Britain, The USA, France, Italy and Germany to show that honey has been used with great success in helping chronic alcoholics restore their vitamin deficiency and ease the process of their detoxification".

অর্থাৎ 'এটি বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূলে করীম (ছাঃ) বিভিন্ন অসুখের প্রতিষেধক হিসাবে, বিশেষতঃ মাদকাস্ত ব্যক্তির জন্যে মধু ব্যবহার করতে বলতেন। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে লার্সের পুরাতন মাদকাস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্যে পুনঃ পুনঃ ১২৫ গ্রাম মাত্রা মধু সেবনের সুপারিশ করেন। পৃষ্ঠিকর উপাদান বিশিষ্ট থিয়ামিন, অন্যান্য বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার শর্করা জাতীয় দ্রব্য পুরাতন মাদকাস্ত ব্যক্তির পীড়িত ঘৃত এর জন্যে উপকারী। ডিজির তার মৌমাছির মধু সম্পর্কিত গবেষণায় বলেছেন, 'পুরাতন মাদকাস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার

ক্ষেত্রে মধুর বিরাট শুণাগুণ আজ পুনরাবিস্কৃত হচ্ছে। তিনি বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর বহু বিজ্ঞান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ভৃত করে দেখিয়েছেন যে, পুরাতন মাদকাস্ত ব্যক্তিরের ভিটামিনজনিত অভাব প্ররূপ করতে এবং তাদের আসক্তি মুক্ত করার প্রক্রিয়া সহজ করতে সফল ভাবে মধু ব্যবহার করা হয়েছে'।^{৩০}

মধুর আরো বিশেষ কতগুলি গুণ আছে। যেমন মধু শীতল, লঘুপাক, অগ্নিপুর বৃক্ষজনক, মলরোধক, চক্ষুপরিষ্কারক, ভগ্ন সংযোগ, ব্রণরোধক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রস্তুত কারক এবং হিঙ্কা, কাশ, জ্বর, অতিসার, বমি, তৰ্কা, কৃমি ও বিষদোষনাশক। নতুন মধু কিঞ্চিৎ শ্লেঘাবর্ধক ও শরীরের স্থুলতা সম্পাদক।^{৩১} তাছাড়া যম্ভা, বহুমুত্র, হৃদরোগ, গ্লাড প্রেসার, বাত ও সিফিলিস রোগের জন্যও মধু উপকারী।^{৩২} নিয়মিত সঠিকভাবে মধু পান করলে রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া বা উদরায়, আমাশয়, হাঁপানী, কানে ব্যাথা ও কান পাকা, দন্তরোগ, পেট ব্যাথা, চর্মরোগ, জাঁওস, অর্ষরোগ সহ বেশ কিছু রোগে উপকার পাওয়া যায়।^{৩৩} পোড়া ক্ষতে মধু ব্যবহার করলে প্রদাহ হয় না এবং পরবর্তী কালে পোড়ার দাগ তেমন থাকে না। যেমন Encyclopaedia Britannica -তে বলা হয়েছে, "Honey has been used in the treatment of burns and lacerations due to its mild antiseptic properties." অর্থাৎ মধুর কোমল পচন-নিরাবরক শুণাবলীর কারণে পোড়া, কাটা ইত্যাদি ক্ষত চিকিৎসায় মধু ব্যবহার হয়ে থাকে।^{৩৪}

গুকোজের ঘাটাতিতে হৃদপেশীর শক্তি কমে যায়। মধুর ব্যবহার এ ঘাটাতি পূরণে সক্ষম। ধৰ্মনী সম্প্রসারণ ও করোনারী শিরার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত মধু পান রক্ত কণিকার সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মধু উভয় পানীয়। হাঁপানী রোগে মধুর স্থান সবার উপরে। প্যারিসের ইনষ্টিউট অব বী-কালচার-এর পরিচালক রিমে কুভিন বলেন, 'রক্তক্ষরণ, রিকেট, ক্যান্সার এবং শারীরিক দুর্বলতায় মধুর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে'। চিনির বদলে শিশুদেরকে মধু খেতে দেয়া হয়। চিনি দন্ত ক্ষয় ঘটায় কিন্তু মধু তা করে না। মধু ব্যবহারে নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও সুবল হয়ে ওঠে।^{৩৫} নারীদের গোপনাজ্ঞের অসহনীয় চুলকানীতে মধুর ব্যবহার অতীব কার্যকরী।^{৩৬}

মধু ও মৌমাছি সম্পর্কে বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেছেন- 'এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য

৩০. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.

৩১. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৯।

৩২. তদেব, পৃঃ ৩২০।

৩৩. মাসিক অঞ্চলিক, পৃঃ ১১৪।

৩৪. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.

৩৫. বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৫।

৩৬. তদেব।

নির্দশন রয়েছে'। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মধু খাদ্য হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। দুধের পরেই আদর্শ খাদ্য হিসাবে মধুর স্থান। মধু সহজেই পরিপাক হয়। শর্করা থাকায় তা সহজেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মধুর ক্যালরী উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। প্রতি কেজি মধুতে ৩১৫৪ থেকে ৩৩৫০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তি থাকে। এ্যাথলেট, ফুটবলার, ক্রিকেটার, সাঁতারু, সাইক্লিস্ট, পর্বতারোহী, ভ্রমণকারী, অফিস-আদালতে মানসিক ও শারীরিক শ্রম প্রদানকারী, কৃষক, শ্রমিক সবার জন্যই মধু এক উৎকৃষ্ট পানীয়।^{৩৭}

মধুর চমৎকার গুণগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আলহাজ্জ আল্লুর রহীম মিএঞ্জ লিখেছেন, আয়াতে (নাহল ৬৮) উল্লিখিত হয়েছে মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য নানা প্রকার ব্যাধির ঔষধ। আমরা এখন দেখি মধু কি কি ব্যাধি নিরাময় করে।-

১. নানাবিধ ঘায়ের নিরাময়ের জন্য পূর্বে মধুই ছিল একমাত্র ঔষধ। নানাবিধ ক্ষতস্থান ড্রেসিং এর জন্য মধু ব্যবহার করা হ'ত।

২. রক্তের ভিতরের গুকোজ বিতাড়িত করে মধু বহুমুক্ত রোগের নিরাময় করে।

৩. নিয়মিত মধু পানকারীর রক্তস্ন্যাত ও ব্যথাযুক্ত গিরা থেকে মধু বাড়তি ইউরিক এসডি সরিয়ে দিয়ে বাতের ব্যথা নিরাময় করে।

৪. জাতিস রোগের কারণ হ'ল দেহে অতিরিক্ত বিলিরুবিন সংক্ষয় হওয়া। মধু বাড়তি বিলিরুবিন সরিয়ে দিয়ে জাতিসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।

৫. পূর্বে এমনকি এখনও কবিরাজী সকল প্রকার ঔষধের সাথে মধু মিশিয়ে সেবনের প্রারম্ভ দেয়া হয়। এমনকি মুরুরু রোগীকে মধুর সাথে একের পরেজ নামক স্বর্ণ-সিঁদুর পিষে খাওয়ালে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

৬. পাতলা পায়খানা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মধু মহীষধ।

৭. শিশুর জন্মের পরেই আমরা তার মুখে মধু দেই। এই মধু কঢ়ি বাচ্চাদের শরীর গঠনে বিবাট নিয়ামক।

৮. সর্দি, হাঁচি, কাশি, হাঁপানি, যক্ষা প্রভৃতি বক্ষরোগের (Respiratory tract infaction) জন্য মধু অ্যুত্রের মত কাজ করে।

৯. বিবাহিত যুবকদের পুষ্টির জন্য মধুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন খাদ্য নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

১০. নিয়মিত মধু পানে হার্টের রোগ নিরাময় হয়।

১১. পেটের যাবতীয় পীড়ায় যেমন ডায়ারিয়া, শিশু কলেরা, আমাশয়, বদহজম, পেট ফাঁপা প্রভৃতিতে মধু ভাল কাজ করে।

১২. মধু একটি কৃমিনাশক ঔষধ।

১৩. মধুতে এক দশমাংশ লৌহ থাকে। তাই মধু রক্তশূন্যতা রোধ করে।

৩৭. তদেব, পৃঃ ২৫-২৬।

১৪. দাঁত ও দাঁতের পীড়ায় মধুর শুরুত্ত অপরিসীম।

১৫. কান পাকা ও কানে পুঁজ পড়া, মাথা ব্যথা প্রভৃতিতেও মধু ভাল কাজ করে।

১৬. নিয়মিত মধু পানে ঝুতুবতী মহিলাদের মাসিকের যাবতীয় সমস্যা দূর হয়।

১৭. নববিবাহিত যুবকদের পরিয়িত শক্তির জোয়ারকে ধরে রাখার জন্য মধুর কোন বিকল নেই।^{৩৮}

আয়াতে উল্লিখিত নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকারে মধুর যে ভূমিকা এখানে তার কিঞ্চিত তুলে ধরা হ'ল। বস্তুতঃ আল্লাহর এ নেইমতের যে আরো কত শুণ রয়েছে, তা মানুষ ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তাইতো জ্ঞানীদের মুখে শুনা যায়- 'More studies are needed to find out all the medicinal values bee honey can provide.' অর্থাৎ 'মৌমাছির মধু থেকে যাবতীয় ঔষধীয় গুণাঙ্গণ আবিষ্কার করার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন'।^{৩৯}

আযুর্বেদ মতে মধুঃ

আযুর্বেদ মতে মধু সাধারণতঃ রস, রক্ত, গোশত, মেদ, অঙ্গ, মজা, শুদ্ধ, স্তন্য, কেশ, বল, বর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি বর্দক শুণসম্পন্ন পনীয়। মধু বালক-বৃদ্ধ, ক্ষয় রোগী ও দুর্বল লোকের পক্ষে হিতকর। এটা দেহের ওষন, শক্তি, সাহস, জননশক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু এটা পেশীর পুষ্টি সাধন, রক্তাপ্তা দূরীকরণ, দুর্বলতা নিবারণ প্রভৃতি নানা উপকার সাধন করে থাকে।^{৪০}

মোম ও মৌমাছিঃ

মোম প্যারাফিন জাতীয় হাইড্রোকার্বন, যা ৬২° সে. তাপমাত্রায় গলে যায়। মৌচাকে নতুন অবস্থায় মোম দেখতে সাদা কিন্তু পুরাতন হ'লে কাল রঙ ধারন করে। কর্মী মৌমাছির পেটের নীচে ৪ জোড়া মোম গ্রন্থি আছে। সে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে জ্যট বেঁধে এ মোম তৈরী হয়ে থাকে। দশ থেকে ষোল দিন বয়সের কর্মী মৌমাছিদের মোম গ্রন্থি থেকে প্রচুর মোম বের হয়ে থাকে। মৌচাক ও মৌকোষ সমূহ মৌমাছির মোম গ্রন্থি নির্গত রস দিয়ে গঠিত হয়।^{৪১}

মৌমাছি একটি বিষাক্ত প্রাণী। তার 'হলে' থাকে বিষ। মৌমাছির হলের বিষ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় হোমিওপ্যাথিতে Apis Melifica ঔষধটি তৈরী করা হয়েছে। শরীরে মৌমাছির 'হল' ফোটানোর মত জালা, ছল ফোটানোর পর যেভাবে ফুলে যায় শরীরে এমন এলার্জি

৩৮. আলহাজ্জ আল্লুর রহিম মিএঞ্জ, বিজ্ঞান কোরআনের মর্মবাণী (রাজশাহীঃ ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৩৬-৩৭।

৩৯. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.

৪০. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৯।

৪১. মাসিক অঞ্চলিক, পৃঃ ১১৪।

দেখা দিলে এবং শোথ রোগে Apis Mellifica দাক্রণ কার্যকারী ঔষধ।^{৪২} মৌমাছির বিষ বাত রোগের একটি মহোশধ। মৌমাছির হল চিকিৎসায় ৬৬০ জন রোগীর মধ্যে ৫৫৪ জন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে, ১৯ জনের অবস্থার উন্নতি হয় এবং ১৭ জনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া স্নান প্রদাহ ও স্বায়ুশুল, কয়েকটি চক্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেষ্টেরেল কমানো, চর্মরোগ ইত্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।^{৪৩}

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মৌমাছির বিষেও উপকার রেখেছেন, যা মানুষ গবেষণা করে উদ্ধার করেছে।

উপসংহারণ:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা কোন প্রাণীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি স্থীয় কালামে ঘোষণা করেন, ‘আকাশ ও পথিকীর মধ্যস্থিত কোন বস্তুকেই আমি বৃথা সৃষ্টি করিনি’ (ছোয়াদ ২৭)। আমরা যদি মৌমাছির মত স্ফুর প্রাণীটির দিকে আমাদের চক্ষুদ্বয় ফিরাই তাহলে এই আয়াতের সত্যতা আমাদের সামনে পরিমিত শশীর মত ঝলমল হয়ে উঠবে। কারণ এই মৌমাছিশুলি পরিশুম করে বহু পথ ভ্রমণ করে মধু সঞ্চয় করে। আর আমরা সেগুলি অতি সহজেই বিভিন্ন প্রাণীয় সংগ্রহ করে পান করে থাকি। যার মধ্যে আল্লাহর রেখে দিয়েছেন বহু রোগ প্রতিষেধক শুণাগুণ। তাই যথু নিঃসন্দেহে উত্তম ও উপকারী পানীয়।

মধু ও মধুমুক্কিকা উভয়ই আল্লাহর বিশেষ নে'মত। আল্লাহর আদেশে বিশেষ কৌশলে মধু উৎপাদনকারী মৌমাছি ও তাই আল্লাহর এক প্রিয় সৃষ্টি। এজন্য মহানৰ্থী (ছাঃ) মৌমাছিকে বধ করতে নিষেধ করেছেন।^{৪৪}

৪২. বিজ্ঞানের আলোকে কেরান সন্নাহ, পৃঃ ২৬।

৪৩. মাসিক আতপরিক, পৃঃ ১১৫।

৪৪. আব্দাউদ ও দারেমী, মিশকাত, পৃঃ ৩২৬২।

এম, এস মানি চেঞ্জের

বাংলাদেশ বাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার,
ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ই
বিক্রয় করা হয়। ডল
কর করা হয় ও প
করা হয়।

জয়স মানি

এম,
সাহেব বাজার
(সিনথিয়া)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২,
মোবাইল

বৈবাহিক পদ্ধতি: আধুনিক ও ইসলামিক দৃষ্টি কোণে

মুহাম্মাদ আমীরুল হক*

নিখিল বিশ্বের সর্বজ্ঞ, সর্বদৃষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা হ'লেন আল্লাহ। দুর্জ্যের রহস্য ঘেরা এ বিশাল জগত তাঁর শিল্প নৈপুন্যে, মনমুঢ়কর ফলে-ফুলে ও অকল্পনীয় জড়প্রাণিগ এবং সৌর সুষমায় চমৎকারিত্বের অপূর্ব প্রাচুর্যতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাইতো কবি বিশ্বাসিত্বে হয়ে বলেছেন- ‘দুর্জ্যের রহস্য সিন্দু হিন্দোলিছে এপার ওপার, নাই, নাই, নাই কোথা পার’। অপরদিকে পরমা সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করে হৃদয় ভুবন বিমোহিত ও সুশোভিত করেছেন। আর নারী-পুরুষের যাবে অবণনীয় আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন, যা সুনির্দিষ্ট পরায়ণ ব্যবহৃত না হ'লে সমাজের পরিবেশ চরম বিশৃঙ্খল হয়ে পরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এরশাদ

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجُلِ إِذْ هَبَّ رَاتِ الْمَاهِ -
যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিবিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।’।

আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে বৈবাহিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু কালোর ক্রমাগত আবর্তন-বিবর্তন হেতু মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃত সত্য হ'তে পদদ্ধতিত হয়ে পাপ-পক্ষিলতার গহীন অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর, সুস্থ ও রুচিশীল বৈবাহিক পদ্ধতি বিকৃত করতে প্রেছে জ্বালারী অশালীন আইন প্রনয়ণ করে তদানুযায়ী বৈবাহিক ব্যবস্থা নিপ্পন করতে থাকে। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পথিকীতে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁর গোচরাত্তি হ'লঃ বৈবাহিক পদ্ধতি এক অশালীন ও অমার্জিত পদ্ধতির অস্তরালে বুক ভরা ব্যাথায় মাতম করছে। ফলে তিনি যাবতীয় অজ্ঞতা প্রসূত পদ্ধতির পরিবর্তে এক সুন্দরতম নিয়ম প্রণয়ন করেন। যা আল্লাহ প্রদত্ত ও সর্বকালোপযোগী। কিন্তু দৃঃখজনক হ'লেও সত্য যে, মুসলিম স্থীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা হ'তে ছিটকে পড়ে পরামুকরণের স্মৃতে ভেসে গিয়ে মনে করেছে ওটাই তাদের কঠি-কালচার। বিশেষতঃ উল্লেখ্য যে, হিন্দুয়ানী বৈবাহিক সংস্কৃতি উপগ্রহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে এতই প্রভাব বিস্তার

* সহকারী শিক্ষক, যবনুল আবেদীন ইসলামিয়াহ মাদরাসা, জাহানাবাদ (সুলতানগঞ্জ), গোদাগাঁও, রাজশাহী।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, বঙ্গবন্দেশ ও ব্যাথাসহ, ষষ্ঠ জিলাদ, মাওঃ নূর মেহমান আয়ৰী, ১৯৮৫ ইং, পৃঃ ১৪৩, হা/২৯৫১।

করেছে যে, মুসলিম বৈবাহিক সংস্কৃতির অধিকাংশই প্রকৃত রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। পাঠকদের উদ্দেশ্যে বর্তমান ও ইসলামী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

যৌতুকঃ

এটা মুসলিম সমাজের জন্য মহা অভিশাপ ও মুসলিম বৈবাহিক সংস্কৃতির স্বচ্ছ সলিলে মণিনতার সৃষ্টি করেছে। এটা মানব সমাজে জেঁকে বসে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিতে মরণ কামড় বসিয়েছে। সমাজে এর বিষক্রিয়া এখন ক্রমবর্ধমান। ফলে নারী মর্যাদা ভঙ্গুষ্ঠিত এবং পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির কালো ছায়া। আর এর হিস্ত ছোবলে কত পিতা যে লজ্জার আবরণ ছিন্ন করে পথে বের হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ধিক এ সমাজ ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের! পুরুষদের অবমাননাকারী বরের অভিভাবক কৌশল করে বলে থাকেন, ‘বিয়াই সাহেব যৌতুক-ফৌতুকের দরকার নেই। তবে বুঝতেই তো পারছেন, যুগটা কেমন চলছে। ওদিকে খেয়াল রাখলেই হবে’। আবার কেউ বলেন, ‘বিয়াই! আপনারই তো মেয়ে-জামাই, সাজিয়ে দিলেই হবে’ ইত্যাকার কতই ছল-চাতুরী তার ইয়ত্তা নেই। এসব কিছুই যৌতুক আদায়ের কৌশল মাত্র। তেমনিভাবে উপচৌকনের বাহানা করে শুশ্রবকে কষ্ট দিয়ে পরিধেয় জিনিস নেওয়াও যৌতুক। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও’ (মিসা ৪)। আল্লাহ পাক এ আয়াতে যৌতুকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

ওহে পুরুষদের অবমাননাকারী যুবক! তবে দেখেছ কি? এই যৌতুকই দুর্বল নারীত্বকে অহমিকার শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করে স্বামী নিঘরে সুড়সৃড়ি দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তথাকথিত একশ্রেণীর সমাজপতিগণ মোহর নিয়ে দর কষাকষি করেন এবং বলেন, মোহর বেশি ধার্য করা এবং মোহর বাকী রাখা খুবই ভাল। কারণ হিসাবে তারা বলেন, বেশি ও বাকী মোহর মেয়ের বৈবাহিক জীবনকে স্থায়ী করে। অথচ হাদীছে এরশাদ হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَلَا لَأَتَفَালُوا صَدْقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا عَلِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مَنْ إِنْتَشَى عَشَرَةً أَوْ قَيْمَةً

অর্থঃ হ্যরত ওমর ইবনুল খাত্বাব (রাঃ) বলেন, ‘সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর বৃদ্ধি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহ'র নিকট তাক্তওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তোমাদের চেয়ে ব্যাপারে নবী

করীম (ছাঃ)-ই অধিক উপযোগী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই’।^১ হ্যরত ফাতিমা (রাঃ)-এর মোহর ছিল চারশত দিরহাম বা ১০৫ তোলা রূপা। ১৩৭৭ সালের হিসাব অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বোচ্চ মোহর হ'ল, ১২ উকিয়া বা ১৩১/০ তোলা রূপা। অর্থাৎ ৭৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। আর ফাতিমা (রাঃ)-এর মোহর ছিল ৬৩০ টাকা।^২ পৃথিবীতে এমন কে আসবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান? যার মোহর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কে জন্মিবে, যে ফাতিমা (রাঃ)-এর সকল প্রকার গুণকে অতিক্রম করে তাঁর চেয়ে বেশি মোহরের হক্কদার হবে? এর পরেও কি আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মুক্তি হবে না?

পাত্রী দর্শনঃ

আমাদের দেশে পাত্রী দর্শনের জন্য ১০/১৫ জনের একটি বিরাট দল মিষ্টি-মিষ্টান্নসহ কল্যাণ বাড়ীতে যান। রকমারী খাবার শেষে পাত্রী দেখার জন্য বৃত্তাকারে চেয়ার সাজালো হয় এবং এ পাত্রীকে আধুনিক টাইলে রকমারী কৃত্রিমতায় মুখমণ্ডলসহ দর্শনীয় অঙ্গগুলো লোভনীয় করে বৃত্তের মধ্যস্থলে উপবেশন করতও নানান প্রশ্ন ও মাথার পদ্মাৰণ সরিয়ে ভাল রাপে দর্শন করা হয়। এ সব মানুষ জানে না যে, এটা কত বড় অন্যায়। আল্লাহ বলেন, ‘হে মুসলিম পুরুষগণ! যখন কোন কাজের জিনিস তাদের (পরনারীর) কাছে চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তোমরা পদ্মার আড়াল হ'তে চাও’ (আহ্যাব ৫০)। অন্যত্র বলেন, ‘হে রাসুল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চক্ষু অবনমিত রাখে’ (নূর ৩০)। অর্থাৎ কোন পরনারীর প্রতি যেন না তাকায়। উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা এ পদ্ধতিতে পাত্রী দর্শন নাজায়েয় প্রমাণিত হয়।

খুবড়াঃ

বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে বর ও কনেকে স্ব-স্ব গৃহে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথমাংশে আজ্ঞায়-স্বজন ও প্রতিবেশী এবং শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাহরাম, গায়ের মাহরাম সকলে মিষ্টান্ন (মিষ্টি, ফল-মূল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি) তুলে খাওয়ায় এবং সেই সাথে নব যুবতীগণ শীত গেয়ে পয়সা আদায় করে থাকে। এটিকে খুবড়া বলা হয়।

একবার কি চিন্তা করে দেখেছেন কি, আপনারা কি কাজ করছেন? এত গর্হিত কর্ম করেও কি আপনি গর্বিত? অথচ এই উৎসব যুবক-যুবতীদেরকে পাপের উৎসমূলে পৌছে দিচ্ছে। কারণ ঐ উৎসবই কল্পনার প্রতঙ্গন উড়িয়ে নিয়ে তাকে জঘণ্যতম পাপের অংশে সাগরে নিষ্ক্রিয় করে।

২. মিশকাত এঁ, হ/৩০৬৬।

৩. মিশকাত এঁ, পৃঃ ১৯৫।

গায়ে হলুদঃ

সাধারণতঃ বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে বর ও কনের 'গায়ে হলুদে'র আয়োজন করা হয়। যার প্রকৃত রূপ চিন্তা করলে যে কোন ইমানদারের অন্তরাভা আঁকে উঠবে। এ বিড়ৎস অবস্থা লিখতেও লজ্জা পাছি। বরের শরীরের সর্বাঙ্গে হলুদ মাখায় ভাবী, চাচাত বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন ও খালাত বোন প্রমুখাঃ। এককথায় যে কোন মহিলাই এতে অংশহণ করতে পারে। বিশেষ করে রাতে হলুদ মাখানোর নামে অশ্লীল বিনোদনের ধূমধাম পড়ে যায়।

ওয়ালীমাঃ

বিবাহোত্তর লোকজনকে কিছু খাওয়ানোকে 'ওয়ালীমা' বলে। 'ওয়ালীমা' সুন্নাত। তবে নাম প্রকাশের জন্য খাওয়ানো বা গরীবদের ছেড়ে শুধু বড়লোকদের খাওয়ানো পাপের কাজ। আমাদের দেশে প্রচলিত ওয়ালীমাতে রয়েছে প্রতিযোগিতা। মুখ্য উদ্দেশ্য উপহার গ্রহণ, গন-বাজনার আসর, মহা ধূমধাম। যা সুন্নাতের বিপরীত। বিধায় একপে কাজ পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ)-এর সবচাইতে আড়ম্বরপূর্ণ 'ওয়ালীমা' সম্পর্কে হ্যরত আনাস (রাঃ) হ'তে নিরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبِ أَوْلَمْ بِشَاءَ (متفق عليه)

'হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) স্থীয় বিবি যয়নাবের বিবাহে যত বড় ওয়ালীমা করেছিলেন, তত বড় ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন বিবির বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে 'ওয়ালীমা' করেছেন।^৪

অন্য রেওয়ায়াতে হ্যরত ছাফিয়াতু বিনতে শায়বা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর এক বিবির ওয়ালীমা করেন মাত্র 'দু'মুদ জব দ্বারা'।^৫ দু'মুদ-এর পরিমাণ থায় সোয়া সের। সুতরাং এত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান সুন্নাতের অনুকূল নয়, যা বর্জন করা আবশ্যিক। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এয়ন কাজ করবে, যার উপর আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (মুসলিম)। অতএব আসুন! কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান গ্রহণ করে ধন্য হই।

বিবাহ বঙ্গনঃ

আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল উভয় পক্ষের দু'জন করে সাক্ষী এবং যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের নিকট অনুমতি নিয়ে চলে যান পাত্রী কক্ষে, যেখানে আরো

সুসজ্জিতা রমণীগণ তার চতুর্পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন। আরো একটি মজার কথা হ'ল, পাত্রী যতক্ষণ পাত্র কর্তৃ প্রদেয় পোশাক ও ভূষণে সজ্জিতা না হবে, ততক্ষণ কবূল করাবেন না। তারপর খুবো পাঠান্তে বরকে কবূল করাবেন এবং বরের জন্য সমবেতভাবে হাত তুলে দো'আ করেন। তৎপর বর দাঁড়িয়ে সকলকে সালাম প্রদান করবেন। আরো উল্লেখ্য যে, বরকে কালেমা পড়িয়ে নতুন ভাবে মুসলমান করে বিবাহ পড়ানো হয়। মাথায় টুপি না দিয়ে বিবাহ পড়ানো অপসন্দনীয় মনে করা হয়। অথচ এমনও হয় যে, এ বর ছালাত আদায় করে না। কি অন্তু সমাজ ব্যবস্থা। অথচ এসবের প্রতিবাদ করায় তারা বলে, এখনকার দু'পাতার বই পড়া টাটকে-ফুটকে মৌলভীর শুধু দুর্বল মাসআলা দিয়ে সমাজটা ধূংস করে দিল। এসবের মাধ্যমে নকি বিবাহ বঙ্গন ময়বৃত হয়! এটা তাদের জোরালো দাবী। এসব খোঁড়া দাবী হাসপাতালের পচা ডাঁটবিনেও স্থান পাবে না। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধানের উপর বাড়াবাঢ়ি বৈ কিঃ কিছু শিশুদের পরায়ণ লোক এই প্রথা জীবন্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ হক্ক কথা বললে ইমামতি, চাকুরী ও অনুদান বক্ষ হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রতি এদের এ ব্যাপারে কোনই ভরসা নেই। অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ رَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّهِ يَرْجِعُونَ - দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই' (হৃদ ৬)।

মহিলা বরযাত্রীঃ

বরের শুভ বিবাহে বরযাত্রীর সুনীর্য পথ চলার প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দ সৌরভে সুরভিত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে এই বিদ'আতী মহিলা বরযাত্রী প্রথা। এরা আধুনিক স্টাইলে রকমারী বেশভূষায় পাতলা আবরণে আকর্ষণী সেজে যুবকদের দৰ্বল হৃদয়কে মুষড়ে দিচ্ছে। এটা ফিতনার অন্যতম হাতিয়ার, যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এরশাদ হচ্ছে 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' (আহ্যাব ৩৩)।

পটকাঃ

এটা বরযাত্রীর আমিত্বোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যা রাস্তায় ফাটিয়ে আনন্দোলানে মেতে ওঠে। অথচ এটা একদিকে হিন্দুয়ানী সভ্যতার অনুকরণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ' - 'যে ব্যক্তি কোন দলের অনুকরণ করবে, সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্ষিয়ামত দিবসে উঠিত হবে'।^৬

এটা অপরপক্ষে অপচয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ - আল্লাহ বলেন, 'কানু'ا ইখোান শায়িতান' - 'নিচ্যই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' (বনী ইস্মাইল ২৭)।

৫. আবুদাউদ।

৪. এই, পৃঃ ২০০, হা/৩০৭৩।

৫. বুখারী, মিশকাত, এই পৃঃ ২০১, হা/৩০৭৭।

গেট ঘেরাঃ

কিছু পয়সার আশায় বরযাত্রীদের পথ ঘেরাও করা হয়। সামান্য ক'টা টাকার জন্য মেহমানদের আপ্যায়নের পরিবর্তে অপমানের পথ তৈরী করে রাসূল (ছাঃ)-এর সুমহান আদর্শকে কল্পিত করে বিদ'আত চালু করা হয়। সমাজ পরিচালক ও এর মৌন সমর্থক ইমামগণ আর কতদিন নিশ্চৃপ থাকবেন!

স্টেজ সাজানোঃ

কি আশ্চর্য সমাজ ব্যবস্থা! প্রথমে অপমান, পরে আপ্যায়ন। তাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বর ও কোল বরের সম্মানার্থে তৈরী করা হয় মঞ্চ। যার চতুর্কোণে চারটি কলা গাছ ও শোভা বর্ধনের জন্য থেরে থাকে রকমারী কৃত্রিম ফুলের সমাহার। একটি স্টেজ দ্বারা গেট লক করা হয়। প্রবেশের জন্য রাখা হয় একটি কাটি। ভিতরে টেবিলের উপর চারটি গ্লাসের দুটিতে শুরুত ও দুটিতে পানি এবং একই রঙে রঙিন করে উল্টো করে রাখা হয়। সাথে সাথে মিষ্টান্ন জিনিস। এসবের পিছনেও রয়েছে পয়সার ধান্দা। প্রিয় পাঠক! দেখছেন, অতিথি আপ্যায়নের কি চমৎকার ব্যবস্থাপনা! এসব আচরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের বিরোধী বিধায় পরিত্যাজ্য।

মিষ্টি খাওয়ানোঃ

শুভরাতায়ে বরের প্রথম পদচারণার শুরুতেই ঠকাঠকির আসর। বরকে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে সামনে মিষ্টান্ন জিনিস রেখে পালাক্রমে শ্যালক-শ্যালিকা শ্যালক বউ ও অন্যান্যরা কে চালাক তার পরীক্ষা নেয়। বর যদি তার হাত ধরে কামড়িয়ে মিষ্টি খেতে পারে, তাহলে বর চালাক। আর বর যদি লজ্জা হেতু হাত না ধরে হা করে থাকে, তাহলে তখন তার মুখের নিকট হ'তে হাত টেনে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দেয়। কি অমানবিক শয়তানী খেলা। এ ধরনের আচরণ বর্জন করা যকৰী।

মালা পরানোঃ

নব জামাতা ও কোল বরকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর খাবার পরিবেশন করা হয়। টেবিলের উভয় পার্শ্বে চেয়ারে বর উপবেসন করেন। হালকা খাবার শেষ হ'লে চতুর্পার্শে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, এককথায় সর্বপ্রকার নর-নারীর ভিত্তের মধ্যে বর দ্বয়ের গলায় মালা পরানো হয় এবং এর পূর্বে ও পরে বর ও কোল বরসহ সমবেতে জনতার চিন্তিনোদন করে নব যুবতীগণ তাদের সদা সুস্থিতা লোচন যুগলের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে গীত পরিবেশন করে, কিছু পয়সা আদায়ের জন্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি বিশেষ কারণবশতঃ কথা বলতেই হয়, তাহলে পুরুষদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলবে না'

হিন্দুয়ানী সাজঃ

আধুনিক নারী যখন ক্লিচার প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে, পাশাপাশি মুসলিম রহশ্যগুণও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলাম এর দীনিমান সংস্কৃতিকে কলংকিত করেছে। নব ব্যবুর সিংথিতে সিঁড়ুর, ললাটে টিক্কী, নয়নে আলী, ওষ্ঠে লিপস্টিক, কপোলে বিধি ও মুজা জরি এবং আজানু লবা চুলের উপর ক্ষণে দেয় অতি আকর্ষণীয় রক্তিম ফ্যাশনে পাতলা ওজ্জন্ম। আর গায়ে ঢোক বালসামো শাড়ী, যা ললিত রূপকে করে তুলে আরও মোহনীয়।

ইসলামের গৌরবাবিত আলোকেজ্জন্ম বৈবাহিক সভ্যতা, সংস্কৃতি বিগত ১৪ শতাব্দিক বছরে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির ক্রমাগত আগ্রাসনে তার আসল লাবণ্যময় রূপের বালক ঢাকা পড়েছে। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তার আসল রূপ তুলে ধরা হ'লঃ

বিবাহের উপযুক্ত সময়ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَغْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَأْسَةَ فَلْيَتَزَوْجْ فَإِنَّ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَوْ جَاءَ - (মত্ফق উপরে)

'হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'মাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম হ'ল যৌন ক্ষুধা দমনকারী'।^৭

বিবাহের সংখ্যাঃ

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُكْثِنِي وَلَادِثَ ، بَاعْ فَإِنْ سَهْلَمْ أَنْ لَا تَعْدِلْ ، فَخَفْتُمْ أَنْ لَا فَوَاهِدَةَ -
থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে কর দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। আর যদি এরপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একজনই যথেষ্ট' (নিসা ৩)। উক্ত আয়াতে যৌন ও আর্থিক ক্ষমতাবান পুরুষকে একাধিক নারী বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে নারী আধিক্যতা হেতু পথের ভিখারী না হয়।

৭. মিশকাত, হ/২৯৪৬।

କୋନ୍ ନାରୀକେ ବିବାହ କରାତେ ହେବେ? :

ହାଦୀଛେ ଏରଶାଦ ହେଲେଛେ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ بِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلَحِسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِنْظَرْ فِي دِيَنِ تَرِبَتْ يَدَكَ (متفق عليه)

‘ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାୟରା (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ଛାଃ) ବଲେଛେ, ‘ନାରୀକେ ବିବାହ କରା ହୁଯ ଚାରଟି କାରଣେ । ତାର ଧନ-ସମ୍ପଦ, ବନ୍ଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର କାରଣେ । ସୁତରାଂ ଧାର୍ମିକ ନାରୀକେ ଅଧାଧିକାର ଦାଓ । (ଅନ୍ୟଥାଯ) ତୁମি ଧର୍ମସ ହୁ’।^୧

ହୃପତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ:

ଏ ସମ୍ପର୍କେ ହାଦୀଛେର ବର୍ଣନା ନିମ୍ନଲିପି:

وَعَنِ الْمُفَيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ اُمْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنْ نَظَرَتْ إِلَيْهَا - قُلْتُ لَا - قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا ثَانَةً أَخْرَى أَنْ يُؤْذِمَ بَيْنَكُمَا - رواه احمد والترمذى والنمسائى وابن ماجة والدارمى -

‘ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା ଇବନେ ଶୋ’ବା (ରାଃ) ବଲେନ, ଆମି ଜନେକା ନାରୀକେ ବିବାହେର ପ୍ରତାବ କରିଲାମ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ଛାଃ) ଆମାକେ ବଲେନ, ‘ତୁମ କି ତାକେ ଦେଖେ? ଆମି ବଲଲାମ, ନା । ତିନି ବଲେନ, ‘ତାକେ ଦେଖେ ନାଓ । କେନନା ଏତେ ତୋମାଦେର ଉତ୍ତରେ ମଧ୍ୟେ ଭାଲବାସା ଜନ୍ମାବେ’।^୨

ଅଭିଭାବକ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ପାତ୍ରିର ଅନୁମତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ହାଦୀଛେ ଏସେହେ,

عَنْ أَبِي هِرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَتُنكِحَ الْأَيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمِرَ وَلَا تُنكِحَ الْبَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُوتَ (متفق عليه)

ଆବୁ ହରାୟରା (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ଛାଃ) ବଲେଛେ, ‘ବାଲେଗୋ ବିବାହିତ ନାରୀକେ ବିବାହ ଦେଓଯା ଯାବେ ନା, ଯତକ୍ଷଣ ନା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତି ନେଓଯା ହୁ । ଏରାପେ ବାଲେଗା

୮. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୨୯୪୮ ।

୯. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୨୯୭୩ ।

କୁମାରୀକେଓ ବିବାହ ଦେଓଯା ଯାବେ ନା, ଯତକ୍ଷଣ ନା ତାର ଅନୁମତି ପ୍ରତି କରା ହୁ । ଛାହାବୀଗଣ ଜିଙ୍ଗେସ କରିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସୂଲ (ଛାଃ) ! ତାର ଅନୁମତି କିନ୍ତୁ ପେବୁ ଯାବେ? (ମେତୋ କଥା ବଲିବେ ନା) ତିନି ବଲିଲେନ, ତୁମ ଥାକାଇ ତାର ଅନୁମତି’।^୩

ପ୍ରକୃତ ଅଭିଭାବକ ବ୍ୟତୀତ ବିବାହ ହୁଯ ନା:

ଏରଶାଦ ହେଲେ,

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى (رواه أحمد والترمذى)

‘ହ୍ୟରତ ଆବୁ ମୁସା ଆଶ’ଆରୀ (ରାଃ) ନବୀ କରୀମ (ଛାଃ) ହାତେ ବର୍ଣନ କରେନ ଯେ, ତିନି ବଲେଛେ, ‘ଓୟାଲୀ (ଅଭିଭାବକ) ଛାଡ଼ି ବିବାହ ହୁଯ ନା’।^୪

ପ୍ରତାବେର ଉପର ପ୍ରତାବ ନା କରାଏ:

ଏରଶାଦ ହେଲେ,

عَنْ أَبِي هِرِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتَرُكَ (متفق عليه)- يَنْكُحُ أَوْ

‘ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାୟରାହ (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ଛାଃ) ବଲେଛେ, ‘କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେନ ତାର (ମୁସଲମାନ) ଭାଇୟେର ପ୍ରତାବେର ଉପର ପ୍ରତାବ ନା କରେ । ଯତକ୍ଷଣ ନା ସେ ବିଯେ କରେ ଅଥବା ଛେଡ଼େ ଦେୟ’।^୫

ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ:

ଏରଶାଦ ହେଲେ,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوْجُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكِحِي فِيَانَ هَذَا الْحَيْنَى مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغُنَاءَ-

‘ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରାଃ) ବଲେନ, ଆମାର ନିକଟ ଏକ ଆନନ୍ଦାରୀ ମେଯେ ଛିଲ । ଆମି ତାକେ ବିବାହ ଦିଲାମ । ତଥନ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ଛାଃ) ବଲେନ, ‘ଆୟେଶା ତୋମରା କି ଗାନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି? ଏ ଆନନ୍ଦାରୀ ମହିଳାବାସୀରା ତୋ ଗାନକେ ଭାଲବାସେ’।^୬

ବିବାହେ ଗାନ ଗାଓଯା ଯାଏ । ତବେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଦ୍ୱାରା ଗାନ ଗାଓଯାନୋ ଯାବେ ନା । ଆବାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସହକାରେ ଗାନ ପରିବେଶନ କରା ନିଶ୍ଚିତ ରାପେ ହାରାମ ।^୭

୧୦. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୨୯୯୨ ।

୧୧. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୨୯୯୬ ।

୧୨. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୩୦୦୯ ।

୧୩. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୩୦୧୯ ।

୧୪. ମିଶକାତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୃଷ୍ଠା/୧୭୨ ।

মোহর্রে

এরশাদ হচ্ছে، وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْفَاتِهِنَّ نَحْنُ
‘আনন্দচিত্তে নারীদের মোহর দিয়ে দাও’ (নিসা ৪)।

মোহরের পরিমাণঃ

মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। এটা সাধারণত বরের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল। তবে ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, বেশি মোহরে কেবল কল্পণ নেই। বিধায় আকাশ ঘূরি মোহর বর্জনীয়।^{১৫} রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা আমাদের দেশের গগণঘূরি ও বাকী মোহরের প্রতিবাদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুরআন শিক্ষা দেওয়া, আংটি প্রদান, এক অঞ্জলী ছাতু, একমুঠো খেজুর, এক জোড়া সেশেল ইত্যাদিও মোহর হিসাবে প্রদানের দ্রষ্টান্ত রয়েছে।^{১৬} অতএব মোহর নগদ ও কম হওয়াই বাস্তুনীয়।

ওয়ালীমাঃ

এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে,

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ مَا هَذَا
قَالَ أَئِنَّ تَرَوْجُتْ أَمْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَافَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ
قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهَةٍ - متفقٌ عَلَيْهِ -

‘হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে (গায়ে বা কাপড়ে) হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি এক খেজুর দানার ওয়ন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওয়ালীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়’।^{১৭}

অতএব ওয়ালীমার নামে আড়ম্বর অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা, ইত্যাদি বিদ্যাতী কাজ না করে সামর্থ্য অনুযায়ী হাদীছ মোতাবেক ওয়ালীমা পালন করা উচিত। বিজাতীয় সংক্ষিতির অনুকরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে অর্থ অপচয় করা শরী’আত পরিপন্থী কাজ (বন্ধী ইসরাইল ২৭)।

সাক্ষীঃ

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ -

১৫. মিশকাত, ঐ, হ/৩০৬৬।

১৬. ঐ, ‘মোহর’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭. মিশকাত, ঐ, হ/৩০৭২।

‘তোমরা পুরুষদের মধ্য হ'তে দু’জন সাক্ষী গ্রহণ কর। যদি দু’জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা’ (বাক্তব্য ২৮২)।

কবুল করানোঃ

শুধু বরকেই কবুল করাতে হবে। কনেকে কবুল করানোর কোন দলীল শরী’আতে নেই। কনের কাছ থেকে শুধু কনের অভিভাবক অনুমতি নিবেন।

বরের জন্য দো ‘আঃ

কবুলান্তে বরের জন্য সুন্মতী দো ‘আ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمِيعَ بَينَكُمَا فِي
خَيْرٍ - (রোহ তর্মদি)

উপসংহারণঃ

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, প্রচলিত বৈবাহিক রসম-রেওয়ায় বর্তমানে এক বিস্তীর্ণ বিদ্যা’আতে পরিণত হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিজ্ঞান সম্মত, পরিশীলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কল্পনিক করে পুর্খীবীতে চরম বিশ্বৎস্থলা সৃষ্টি করেছে। হে তরুণ যুবক! সত্যিই যদি তুমি এ ক্ষণস্থায়ী বিনোদনে আনন্দিত হয়ে থাক, তাহলে কেবল হে বস্তু! নির্জনে একবার চিন্তা কর না সেই চিরন্তন সুখের কথা! কেবল ভুলে যাচ্ছ যে, তোমার প্রভু তোমার মনোর নের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন! সেখানকার অপূর্ব সুন্দরী হুরদের ক্লপ ও শুণ বর্ণনাতীত। তাই কুরআনে তোমার প্রভু বলেন, সেখানে থাকবে উজ্জ্বলে ভৱা আনন্দনয়ন পর্দাবৃত ও অবিচ্ছুরিত মতির ন্যায় রাপলাবণ্যে অনন্যা হুরগণ (আর রহমান ৫৬, ৫৮)।

MUKTI CLINIC (Pvt) Ltd.

Dr. S. M. A. MANNAN

M.B.B.S. B.H.S (Ex)
General Physician

FOUNDER & MANAGING DIRECTOR

47

Vice President:

BPMA Central Executive Committee, Dhaka
General Secretary, BPMA, Rajshahi,
President, Greater Rangpur Samity, Rajshahi
General Secretary, Clinic Association, Rajshahi.

কতিপয় শিরকী আমল

আহমাদ আবদুল লতীফ নাহীর*

(শেষ কিন্তি)

১০. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ কিংবা ইসলামের কোন হকুম-আহকামের সাথে ঠাট্টা-বিন্দুপ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলেন কোন ওয়র পেশ করো না। কারণ তোমরা যে ঈমান আনয়নের পরে কাফির হয়ে গেছ’ (তত্ত্বা ৬৫-৬৬)।

১১. যদি কেউ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে কিংবা অতদুর্ভয়ের কোন হকুম-আহকামকে জেনে-গুনে ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্গীকার করে, তবে সে ইসলামের গতি হ’তে বের হয়ে যাবে।

১২. আল্লাহকে ভর্ত্সনা করা, তাঁর দ্বীনকে অভিশাপ দেওয়া, রাসূল (ছাঃ) কে গালি দেওয়া, তাঁর কোন কার্যকে ঠাট্টা করা কিংবা তাঁর দেওয়া কোন হকুম-আহকামের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কাজ কেউ করলে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে যাবে।

১৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ এবং শুণাবলী অজ্ঞতাবশতঃ বা প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা অঙ্গীকার করা।

১৪. আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদয়াতের জন্য যুগে যুগে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ঈমান না আনা এবং তাদের কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, ‘আমরা রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করিন না’ (বাক্সাহ ২৮৫)।

১৫. আধুনিক কালে ইসলামের নীতি সঠিক নয়; এবং মানবরচিত প্রচলিত নীতিই সঠিক এই বিবাস রেখে, আল্লাহ প্রদত্ত শরীর আত মোতাবেক বিচার-ফায়চালা না করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘যারা আল্লাহ যা অবর্তীর করেছেন তদনুযায়ী ফায়চালা করিন না, তারাই কাফির’ (মায়দাহ ৪৪)।

১৬. ইসলাম বিরোধী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করা কিংবা মুসলিম বিচারককে অপসন্দ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘তোমার পালনকর্তার কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্টি বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে না নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হষ্টচিতে কবুল করে নেবে’ (নিসা ৬৫)।

১৭. কোন গায়রম্ভাহকে আইন বানানোর অধিকার দেওয়া, যে শরীর আতের খেলাপ আইন প্রণয়ন করে। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘তাদের কি এমন শরীক দল আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে ঐ সমস্ত আইন-ক্ষনুন প্রবর্তন করে, যে সংস্কৰণে আল্লাহ কোন অনুমতি দেননি’ (শুরা ২১)।

১৮. আল্লাহ পাক কর্তৃক কৃত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করা। যেমন কিছু সংখ্যক আলেম বিকৃত ব্যাখ্যা করে সুন্দরে হালাল বলেন। অথবা আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুন্দরে হারাম করেছেন’ (বাক্সাহ ২৭৫)।

* ডাইরেক্ট, এহসানট তুরাহ আল-ইসলামী, বাংলাদেশ আফিস, ঢাকা।

১৯. নাস্তিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কিসবাদ প্রভৃতি ঈমান বিখ্যানী মতবাদের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কশ্মিনকালেও তা কবুল করা হবে না এবং আবেরাতে সে ক্ষতিহাত হবে’ (আলে ইমরান ৮৫)।

২০. দ্বীনের মধ্যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা বা ইসলামকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঢ়াবে এবং কাফির অবস্থায় মত্ত্যবরণ করবে, দুনিয়া ও আবেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে’ (বাক্সাহ ১১৭)। রাসূলম্ভাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘আর যে ব্যক্তি দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করে ফেল’ (বাক্সাহ ১১৮)।

২১. মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী, খৃষ্টান ও নাস্তিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘মুমিনগণ যেন মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা একল করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে’ (আলে ইমরান ২৮)।

২২. নাস্তিক, ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে কাফির না বলা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে কাফির বলেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘আহলে কিতাব ও মুশ্রিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহানামের আওনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধিম’ (বাইহেনাহ ৬)।

২৩. দ্বীনকে রাষ্ট্র হ’তে পথক রাখা এবং এই আকুলী পোষণ করা যে, ইসলামে রাজনীতি নেই। আর একথা নিঃসন্দেহে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং রাসূলম্ভাহ (ছাঃ)-এর বাস্তব জীবনীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

২৪. কোন কোন ছুফী বলেন যে, আল্লাহ পাক দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কিছু কিছু আউলিয়ার (যাদেরকে কৃতৃপক্ষ বলা হয়) উপর অর্পণ করেছেন। আসলে এ ধরণে ‘আল্লাহর কার্যবলীতে শিরক’-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ‘তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও যারীন পরিচালনার ক্ষমতা’ (যুমার ৫০)।

২৫. উপরোক্ষের আমল সমূহ ওয়ু বিনষ্টকারী আমলের মত। ওয়ু বিনষ্টকারী আমলসমূহের কোন একটি করলে যেমন পুনরায় ওয়ু করতে হয়, তেমনি এসব আমলের কোন একটা করলে বা এর কোনটির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করলে, তওবা করতঃ পুনরায় ইসলাম কবুল করে তাকে মুসলিম হ’তে হবে। অন্যথায় তার পূর্বের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহানামী হবে। আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন, ‘যদি তুমি শিরক কর তাহ’লে তোমার আমল সমূহ বিনষ্ট হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিহাতদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (যুমার ৬৫)।

পরিশেষে তিনি রাসূলম্ভাহ (ছাঃ)-এর শিখিয়ে দেওয়া নিষেক দো‘আটি পড়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান, **اللَّهُمَّ إِنِّي نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ**

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই শিরক হ’তে পানাহ চাই, যা জেনে-গুনে করি। আর যেগুলি না জেনে-গুনে করি, তা হ’তে ক্ষমা চাই (আহমাদ, সনদ হাসান)।

সামাজিক প্রতিকার

সামাজিক অস্থিরতা এবং প্রতিকার

মুহাম্মদ শহীদুল মুলক*

ডেভেলপমেন্ট চোখ কান বক্ষ রেখে মুখে তালা লাগিয়ে রাখব। কিন্তু সেটা আর হ'ল না। দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দেশে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিপ্লব ঘটতে চলেছে। সমাজের সর্বত্রই আজ মানুষরূপী দুর্ভুদের লাগামহীন পদচারণা। এই দুর্ভুদের বহুরূপী কর্মকাণ্ডে মানুষ আজ দিশেহারা এবং সমাজ জীবন আজ বিপর্যস্ত। দেখে মনে হচ্ছে এদের প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সামাজিক অস্থিরতা মানুষকে আজ চারিদিক থেকে ধাস করে ফেলেছে। এই অবস্থায় কি কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব? একজন সচেতন নাগরিক হিসাবেও তো আমার একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধের উপলক্ষ্যেই আমাকে আমার মানসিক যত্নগার কিছু কথা জনসম্মুখে তুলে ধরতে উন্নত করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কেবল একটাই আশা ছিল যে, তারা মোটা কাপড় পরে দু'বেলা দু'মুঠো ডাল ভাত খেয়ে শান্তিতে স্বুমোতে পারবে। মানুষের যদি এই ন্যূনতম আশাটুকু না থাকে তবে তারা কি নিয়ে বাঁচবে? আর দেশ স্বাধীন করেই বা তারা কি পেল? তাদের এই আশাটুকু কি পূর্ণ হবে কোনদিন?

প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখি চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুটপাট, জরবরদখল, খুন যথম, ধৰ্ষণ, এসিড নিষ্কেপ, সন্ত্রাস ইত্যাদির খবরে কাগজের পাতা সহলাব হয়ে আছে। ইদনিং ব্যাংক ডাকাতির খবরও কাগজের পাতা সহলাব আসতে শুরু করেছে। এমন কোনদিন নেই যে ২/৪ টি খুনের খবর ছাপা হয় না। হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন কাগজে সবকিছুই একটু বাঢ়াবাঢ়ি বা অতিরিক্ত করে লেখা হয়। ধরে নিলাম তাদের কথাই ঠিক। ৪টি খুনের জায়গায় অন্ততঃ একটি খুনের খবর তো সত্যি না হয়ে পারে না। কিন্তু একজনই বা খুন হবে কেন? তিনি কি এদেশের নাগরিক নন? তাঁর কি বাঁচার অধিকার নেই? স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তাঁর কি অন্য একজনের মত মুক্ত বাতাসে বুক ফুলিয়ে চলার অধিকার নেই? এর সদুত্তর কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যা অবস্থা, তাতে দেশে একটা নির্বিচিত সরকার যে কাজ করছে মনেই হচ্ছে না। আইন-শৃংখলার অভাবেই কিন্তু সামাজিক অস্থিরতা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক অবক্ষয় এতটাই নীচে নেমেছে- যা বলে শেষ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। একদিন আমি কার্যোপলক্ষে কোন একটা জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য বসে ছিলাম। সেখানে ১৩/১৪ বছর বয়সী জনকয়েক ছেলেও বসেছিল। তাদের মধ্যে জনদু'একের কাছে মোবাইল

ফোনও ছিল। মোবাইল এ তারা হরহামেশাই কথা বলছে। আমি যে তাদের বাবা-দাদার বয়সী একজন বয়োজেষ্ট লোক সেখানে বসে আছি, সেদিকে তাদের কোন ঝক্ষেপই নেই। তাদের আলাপ-আলোচনার যে ধাঁচ আমরা এই বয়সে কোনদিন কলনাও করতে পারিনি। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল যে সুযোগ থাকলে তখনই ১৪ হাত মাটির নীচে চলে যেতাম। ইয়াঃ জেনারেশনের মধ্যে যে কতটা অবক্ষয় এসেছে তা কলনা করাই যায় না। এগুলি সবই ধর্মহীন শিক্ষার নয়না।

দেশের মানুষ আজ মহা দুষ্টিত্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চারিদিকে শুধু অস্থিরতা আর অস্থিরতা। মানুষের মধ্যে আজ কোন শান্তি নেই। মানুষের মাঝে হা-হতাশ ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা তো কখনোও কাম্য নয়। এর আগ সমাধান দরকার। এখন যদি বলি এর জন্য কে দায়ী? এর কোন সদুত্তরও নেই এবং একে ওকে দোষারোপ করেও কোন লাভ নেই। এজন্য আমরা সবাই দায়ী। যেটা ঘটে গেছে সেটাকে তো ফেরানো যাবে না। এখন এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করাটাই হবে যুক্তিযুক্ত এবং সময়েরও দারী বটে। কারণ দেশকে তো বাঁচাতে হবে। দেশের মানুষকে তো বাঁচাতে হবে। মানুষ যে আশা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল তা আজ বাস্তবায়ন করতে হবে। সবয় কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান জোট সরকার যে দু'টি মূল অঙ্গীকার যথা 'সন্ত্রাস দমন' এবং 'আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন'-এর উপর ভর করে নিরঞ্জুশ বিজয় অর্জন করেছে, সেই দু'টি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করলেই সংকটের প্রায় ৬০% ভাগ সমাধান হবে বলে অধিকাংশ জনগণ মনে হচ্ছে। বাংলাদেশকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্যারাসেন্স অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত দাতাগোষ্ঠির বৈঠকের মন্তব্য এখানে প্রধানমন্ত্রীয়। দাতাগোষ্ঠী বেশ জোরেসোরেই বলেছেন যে, সরকার যদি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন চায় তবে সন্ত্রাস দমন এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করা ছাড়া কেন গত্যন্তর নেই। এখানে সুশাসনের প্রসঙ্গটি আপনা থেকেই এসে যায়। কেননা সুশাসন ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন বিকল্প নেই।

সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃংখলার উন্নয়ন অথবা দুরীতি দমন যেটাই বলি না কেন সরকারের একার পক্ষে কিন্তু কোনটাই সুস্থভাবে করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিরোধীদল সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ করতে হবে।

আমরা কেবল সমাজের সমস্যার কথা নিয়েই বেশী ঘাটাঘাটি করি। সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে, এ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও খুঁজে বের করা দরকার। বর্তমানে দেশে যে এক ভয়াবহ সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করেছে, এর থেকে রেহাই পেতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনার দাবী রাখে।

(ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধার্মে ধার্মে এবং শহরে/নগরে মহল্লায় পুলিশিং (Policing) এর ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের সম্মতিয়ে

* মুলক ভিলা, ২২২, টি.বি. রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

ভিজিল্যাঙ্গ টীম/কমিটি গঠনের মাধ্যমে পুলিশিং এবং ব্যবস্থা করা যায়। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট ধারার অফিসারদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে ভিজিল্যাঙ্গ টীম/কমিটিকে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। এই টীম-এর মাধ্যমে যদি আমরা কিছু ভাল কাজ আশা করি, তবে তদবীরের কাজটি আপাততঃ বক্ষ রাখতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের টীম/কমিটি হওয়ায় এবং কমিটিতে বিভিন্ন মতের লোক অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে অন্যায় বা অসামাজিক কাজে লিঙ্গ ব্যক্তিটি ভাল না থারাপ-তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কাজেই এখানে তদবীর করারও কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সোপানপূর্বক তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রয়েছে, যেমন ইউনিয়ন পরিষদ বা ধার্ম সরকার, উপর্যোগ পরিষদ বা ধার্ম পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এগুলির মাধ্যমেও ছবি, ডাকাতি, ছন্তাই, চাঁদাবাজি, রাহজানি, ধর্ষণ, সজ্জাস, দুর্নীতি ইত্যাদি নির্মূল করা সম্ভব যদি এই সংস্থাগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা হয়। প্রয়োজনবোধে আইন এর মাধ্যমে এই সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে এই মর্যাদা যে, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য দায়ী থাকবে। সমাজে কোন রকম অনাচার/ব্যভিচার যাতে সংঘটিত না হয়, সেদিকে তারা সতর্ক দ্বিতীয় রাখবে। অন্যায় বা অসামাজিক কাজে লিঙ্গ ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে বিচারের জন্য সোপান করবে। এসব ক্ষেত্রে ত্বরিত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সালিস বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিচারকার্য ত্বরিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে বিচারাধীন মামলাগুলি স্তুপীকৃত হয়ে না থাকে। ভিজিল্যাঙ্গের সুবিধার জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলি আছে, এই ওয়ার্ডগুলিকে বেশ কিছু মহস্তায় ভাগ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে প্রতিটি মহস্তায় ভিজিল্যাঙ্গ টীম/কমিটি গঠন করতে হবে। ওয়ার্ডের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারগণকে মেয়ার/পৌরসভার চেয়ারম্যান ছাড়েবের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি/অবনতি এর উপর কমিশনার পদে বহাল থাকা না থাকা নির্ত করবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নেতৃত্বে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল থাকবে এবং প্রতি মাসে সংস্থাগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে।

(গ) সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বেকারত্ব। যার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত/আধা শিক্ষিত বেকার যুবকেরাই আজ অনাচার/অনাচারে জড়িয়ে পড়ছে। কর্মসংস্থানের অভাবে সংস্থাবে জীবন যাপন করার পথ আজ প্রায় রুক্ষ। দেশে অসুস্থ রাজনীতি চর্চার কারণেও কোমলমতি বেকার ছেলেরা আজ বিপদগামী। কাজেই রাজনীতির মধ্যে যদি সুস্থতা ফিরিয়ে আনা

যায় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি তথা সামাজিক অস্থিরতা অনেকাংশে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়। দেশের প্রতিটি এলাকায় নিচ্যরই কিছু না কিছু বিভিন্ন লোক এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছেন, যাদের অনেকেই হরহামেশাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাঁদাবাজি ও ছিনতাই-এর দ্বীকার হয়ে তাদের বেশ মোটা অংকের অর্ধ খোয়া যাচ্ছে। এলাকাভিত্তিক এই সকল ব্যবসায়ীগণ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিগণ যদি যৌথ উদ্যোগে কমপিউটার সম্পর্কীয় তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক এবং কুটি-শিল্প আকারে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তবে এলাকার বেশ কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে পারে। একইভাবে যদি দেশের প্রতিটি এলাকায় ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, তবে দেশের বিরাজমান বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে এবং সামাজিক অস্থিরতাও অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা করা যায়। আমরা যদি শিল্পোন্নত দেশগুলির দিকে দৃষ্টি দেই, তবে দেখতে পাব, এই দেশগুলি কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্পকারখানার মাধ্যমেই তাদের যাত্রা শুরু করে আজ তারা বিরাট শিল্পোন্নত দেশে পরিগত হয়েছে। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আজও বেকার যুবকেরা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কর্মসংস্থানের জন্য ছুটে যাচ্ছে। আমাদের এসব বেকার কর্মশক্তিকে কি আমরা কোনদিন দেশের কাজে লাগানোর চিঞ্চা-ভাবনা করেছি?

(ঘ) ইসলামী মূল্যবোধের অভাব সমাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী কোন মানুষ গর্হিত কাজে সহসা লিপ্ত হচ্ছে পারে না। দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর মানুষ ইসলামে বিশ্বাসী। যেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকার কথা, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নির্ভর নাম্বাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসে সমাজে বস্তুবাদ সর্বত্র অপসংকৃতি চর্চার কারণে কোমলমতি যুবক ছেলে-মেয়েরা আজ হলিউড মার্কা সংস্কৃতির পিছনে ধাবিত হচ্ছে। ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা এই অপসংকৃতির জোলুসে বিআন্ত হচ্ছে এবং তাদের চারিত্বিক শৈলন ঘটছে। তারা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে এবং সমাজে শাস্তি শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে দেশে সামাজিক অস্থিরতা উভয়োত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের এই দৈন্যদশা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে মানুষের মধ্যে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হচ্ছে বিখ্বিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সমিশ্রণ ঘটাতে হচ্ছে, যাতে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কৈশোর থেকেই ইসলামী চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শাস্তির ধর্ম ইসলামই পারে বর্তমান সমাজকে চলমান অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে। সকলের প্রতি তাই আহ্বান জানাই ইসলামের পানে ধাবিত হওয়ার।

তা

বস্তাপচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম

মুহাম্মদ হাশেম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিশ-এন্টিনা:

বর্তমানে ডিশ-এন্টিনার ব্যাপার এরকম হয়েছে যে, টিভির সাথে এর সংযোগ ঘটানোর সাথে সাথেই বিভিন্ন চ্যানেলে পশ্চিমা জগতের নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবিগুলি টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে। এই টিভি চ্যানেলগুলি মিনি চলচ্চিত্রের স্থান দখল করেছে। এখানে গান-বাদের সাথে অঙ্গ প্রদর্শনীর মহড়া চলে, যা জাতীয় চরিত্র ধর্মসের স্বচচেয়ে বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই ডিশ-এন্টিনার নীল দংশনে এখন ঘরে ঘরে জাহানাম সৃষ্টি হচ্ছে। যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করেছে। হায়া-শরম ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লজ্জার পর্দা যখন থাকে না, তখন মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। ফলে সমাজ এখন দ্রুত ধর্মসের দিকেই এগুচ্ছে।

আজকের প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন, 'আকাশ সংস্কৃতি' (ডিশ-এন্টিনা) এদেশের জন্য প্রগতির দুয়ার খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ এদেশে প্রগতির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। এটি প্রতিরোধের চেষ্টা করা মানে বাংলাদেশের অগ্রগতির দুয়ারকে বন্ধ করে দেয়া। যে বিচারেই হোক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে আনা যাবে না'।^{১২}

বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজ যারা ডিশ-এন্টিনাকে প্রযুক্তির অগ্রগতি বলে মনে করেন, তারা হয়ত প্রকৃত অগ্রগতি কাকে বলে তার সংজ্ঞা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নন। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে অন্য থেকে ভাল বা কল্যাণকর কিছু আহরণ করাই হচ্ছে প্রকৃত অগ্রগতি। এখন আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখি যে, আমাদের জাতি ডিশ-এন্টিনা থেকে কি গ্রহণ করছে? তারা কি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে ডিশ-এন্টিনা থেকে ভাল বা কল্যাণকর কিছু আহরণ করছে? এ প্রশ্নের উত্তরে এককথায় বলতে হবে যে, আমাদের জাতি বর্তমানে ডিশ-এন্টিনা প্রযুক্তির প্রভাবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্ণ-কালচার ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বোপরি নিজেদের সবকিছু আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে দিয়ে পশ্চিমা জগতের বস্তাপচা কৃষ্ণ-কালচার ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। এটা কি অগ্রগতি, না প্রকৃত অবনতি?

এই ডিশ-এন্টিনা প্রযুক্তি আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই অসভ্য ও বর্বর যুগের দিকে। শ্বরণ করিয়ে দেয় আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই নগ্নতা, অশ্রীলতা ও বেহায়াপনাকে। ধর্মস করে মানুষের

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ। অপম্ভত্য ঘটে আমাদের হায়ার বছরের কষ্টার্জিত সভ্যতার।

তাছাড়া পশ্চিমা জগত মুসলিম জাতিকে সমূলে ধর্মস করে দেয়ার জন্য অশ্রীলতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা সারা বিশ্বে নানাভাবে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকালে বলেছিলেন, 'প্রচার মাধ্যমগুলিতে (অর্থাৎ সংবাদপত্র, টিভি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও ইত্যাদিতে) শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না; বরং আমাদের উপলক্ষ ক্ষমতাকেও নস্যাং করে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলি দর্শন প্রচারে নিয়োজিত ছিল বা থাকত। আর বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম আমাদের কাংখিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধর্মস করে দিচ্ছে। তাই তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে হবে'।^{১৩}

ইলেকট্রিক মিডিয়া আজকের বিশ্বে যেকোন জিনিসের প্রচার ও প্রসারকে সহজসাধ্য করেছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বাতিল মতবাদের প্রচার-প্রসারে এগুলির ধর্মজাহারীরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে তথ্য ও সাংস্কৃতিক সন্তান। তাছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার পাশাপাশি ব্যবহার করছে ডিশ-এন্টিনা। এসবের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন যেমন এরা নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইছে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার স্বার্থে তার বেপরোয়া ব্যবহারও করে চলেছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এসব বাতিল মতবাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বহাল রাখা। এ প্রসঙ্গে এদেরই একজন অন্যতম সমাজ বিজ্ঞানী Michael Kunezik বলেন, "Cultural imperialism through communication is a vital process for securing and maintaining economic nation and political hegemony over other" (Television in the third world). অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক শুরুতু পূর্ণ প্রক্রিয়া' (তৃতীয় বিশ্বের টেলিভিশন)। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ-এন্টিনার সাহায্যে পশ্চিমা জগতের ধর্মবিমুখ আল্লাহদ্বারাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুসঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দর মহলে চুকে পড়েছে।^{১৪}

এবার ভিসিআর, ভিসিপি ও ভিডিও নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করা যাক। বর্তমানে বিজ্ঞানের নব বিস্ময়কর আবিষ্কারের জগতে ভিসিআর-ভিসিপি ও ভিডিও এক অন্য সংযোজন। বলা বাহ্যিক নতুনত্বের সন্ধান ও আবিষ্কার সাধন অবশ্যই পরমানন্দের। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মানব সন্তান নবাবিকৃতের সঠিক ব্যবহার করেনি। করেনি সে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের সঠিক মূল্যায়ন। ব্যবহার

১৩. মাসিক 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর ১৯৯১ঁ, পৃঃ ১১, মুহাম্মদ আতাউর রহমান, নিবন্ধ: 'আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিষ্কার্তা'।

১৪. মাসিক 'আত-তাহরীক' মার্চ ২০০১, পৃঃ ২৬-২৭, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রবন্ধ: 'পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম'।

* কুড়ালিয়া (পশ্চিম পাড়া), সিরাজগঞ্জ।

১২. দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১০ই মার্চ, ২০০০ইঁ।

করছে তাকে অবৈধ ও গুনাহের কাজে তথা স্বীকৃত আল্লাহর অসমৃষ্টির পথে। বর্তমানে ভিসিআর-ভিসিপি ও ভিডিও যেরূপ শরী'আত গহিত কাজে ও অবৈধ বিনোদনে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দেখে মনে হয় এসব অশ্লীল কাজের জন্যই এগুলি আবিষ্কৃত। যেখানে ভিসিআর-ভিসিপির আসর বসে, সেখানে প্রায় দেখা যায় মদ, হিরোইন, তাস ও জুয়ার আসরের জমে উঠেছে। তাছাড়া এসব আসরের আশেপাশে প্রতিতাদেরও আনাগোনা দেখা যায়। আর এসব ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী মূল্যবান চরিত্র হারিয়ে ব্যাথাটে হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিবেশিত অনুষ্ঠান ও ভিসিআর-ভিসিপি এবং ভিডিওতে ধারণকৃত অনুষ্ঠান টিভির পর্দাতেই দেখতে হয়। টিভি ছাড়া এগুলি অর্থহীন। তবে বর্তমানে ভিসিআর-ভিসিপির বিকল্প হিসাবে কম্পিউটারকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে মৌলিক বিষয় হ'ল টিভি। টিভি দেখলে যেরূপ মানসিক, নৈতিক ও আঘাতিক ক্ষতি হয়, ঠিক তদুপ শারীরিক ক্ষতি ও সাধিত হয়। অথ্যাত সাংবাদিক ও খৃষ্টান মিশনারীর একজন অন্যতম সদস্য ডাঃ এন জাগমর তাঁর 'হোয়াই সাফার' নামক বইয়ে লিখেছেন, 'টেলিভিশন এক প্রকার এক্সের মেশিন। ডাক্তারগণ যে এক্সের মেশিন ব্যবহার করেন, তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে টিভিতে এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ এক্সের মেশিনটির অর্থাৎ টিভির আলোটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানবের স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্তেজের উপর এ আলোটা কিন্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা কল্পনা করলে কলিজা কেঁপে ওঠে'।^{১৫} তিনি আরও লিখেছেন, 'ছেলে-মেয়েরা টিভি সেটের সামনে বসে বিভিন্ন নেংরা অনুষ্ঠান দেখে, অথচ এর থেকে মানবদেহে জন্ম নেয় ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার। আমেরিকার বোটন শহরে মাত্র একটি হাসপাতালে ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারের শিকার হয়ে ছ'শত ছেলে-মেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে'।^{১৬}

ডাঃ প্রোড বে লিখেছেন, 'সাদাকালো টিভি সেটে ১৯ কিলোওয়াট, রফিন টিভিতে ২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত টিউব থাকে। প্রথম প্রথম ১৬ কিলোওয়াট টিউব বিশিষ্ট এক্সের মেশিনের ব্যবহারকারী টেকনিশিয়ানের দেহে ক্যান্সারের জীবাণু জন্ম নিত (কিন্তু পরে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়)। এবার অনুমান করুন, যেখানে ১৬ কিলোওয়াট টিউব বিশিষ্ট এক্সের মেশিন ক্যান্সারের জীবাণু সৃষ্টি করত, সেখানে যে টিভিতে ১৯ থেকে ২৫ কিলোওয়াট টিউব থাকে, তা কতটুকু ক্ষতিকর?'।^{১৭}

'টিভিকা যহু' নামক পুস্তিকা থেকে জানা গেছে, টিভি-ভিসিআর, ডিশ-এক্সেনার অনুষ্ঠান দেখার ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়।^{১৮} এবং টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার ফলে

১৫. অরপিকা ২০০০, পৃঃ ২৮।

১৬. প্রাণক, পৃঃ ২৮।

১৭. প্রাণক, পৃঃ ২৮; মাসিক আত-তাহরীক অঞ্চলের ১৯৯৮, পৃঃ ১২।

১৮. প্রাণক, পৃঃ ২৮।

মন্তিক্ষের শিরা ফেটে থায়।^{১৯}

তাছাড়া যার অঙ্ককারে টিভি দেখেন তাদের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে, টিভির 'পিকচার টিউব' থেকে বিচ্ছুরিত আলো টিভির তেতর অবতল দর্পণের উপরে পড়ে। ক্রমাগতভাবে আসতে থাক এই আলো টিভি ক্লিনের (পর্দা) ভিতর থেকে সরাসরি আমাদের চোখের কর্ণিয়ায় পড়ে। অঙ্ককার ঘরে টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো অন্য কোন উৎস না থাকায় তা প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে বিচ্ছুরিত আলোতে টিভি ক্লিনে যে ছবি ফুটে ওঠে তা বেশ শক্তিশালী। এই আলো ক্রমাগতভাবে চোখের কর্ণিয়ায় আঘাত করতে থাকলে চোখে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হবে।^{২০} এই জ্বালা-পোড়া অনেকক্ষণ টিভি দেখলে, চোখের সিলিয়ারী পেশী অধিক্ষণ ধরে একই পজিশনে কাজ করার ফলেও সৃষ্টি হয়।^{২১} টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো আমাদের চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটায়। যার ফলে চোখের অক্ষিপটের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়। আমরা আপাত দৃষ্টিতে টিভির আলোকে স্থির বলে মনে করি। কিন্তু আসলে তা মোটেও নয়। সর্বক্ষণ এই আলো তিরিতির করে কাঁপে। আর এই কম্পিউট আলোকরশ্মি দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করে চোখের স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে তাতে অবশ্যই চোখের ক্ষতি হ'তে বাধ্য।^{২২}

এছাড়া দীর্ঘক্ষণ ধরে টিভি দেখলে রক্তে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে অনেক মারাঘৃত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।^{২৩} আবার গভীর রাত পর্যন্ত টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি প্রত্তি দেখে সকাল বেলা ঘুমানোর কু-অ্যাস'করলে শাস্ত্রের ক্ষতি ও নানা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রকট।

অপরদিকে রেডিও, ক্যাসেটের অবস্থাও ভয়াবহ। রেডিওতে যেসব শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সেসব অনুষ্ঠানের পথমে, শেষে ও মাঝখানে অথবা মাঝে মাঝে বাদ্য বাজানো হয়। তাৰখানা এই যে, বাদ্য-বাজনা ছাড়া কোন কিছুই চলতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান-বাদ্যের তো হিসাব নেই। রেডিও চালু করলে দেখা যায় সব সময় রেডিওতে ঝুমু-বাংকার ও যৌন উদ্দীপক গান-বাজনা প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বাতিল মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলা ভাষায় রেডিওর মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে। আমাদের ক্যাসেটের ভূবন ও দখল করে আছে ইল্লো-খৃষ্টান সান্দ্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণবাদী অশ্লীল গান-বাদ্য। আধুনিক বিশ্বে আনন্দের নামে অশ্লীল গান-বাদ্যের সয়লাব সৃষ্টি করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্ব কম্পিউটার জগতও এই বিজ্ঞাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

১৯. প্রাণক, পৃঃ ২৮।

২০. বিশ্ব বিচ্ছী, অঙ্গুদ বিজ্ঞান (সী-বিচ পাবলিকেশন, ৫৯, পৃঃ ২৪।

২১. প্রাণক, পৃঃ ১৩।

২২. প্রাণক, পৃঃ ১২৩।

২৩. প্রাণক পৃঃ ২৪।

মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা মন্তব্য মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশনা

কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে ভিসিআর-ভিসিপির বিকল্প হিসাবে। পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে ছাড়ছে অঙ্গীল মারদাঙ্গা ছবি, উলঙ্ঘ প্রদর্শনী ও বাতিল মতবাদ। এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণটির কিছু অংশ অবরণযোগ্য, যেখানে তিনি বলেন, ‘পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে অঙ্গীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি কার্বণ্ডাই-অঙ্গীল নির্গমন ও মাদক চোরাচালনার চেয়ে কম বিপদজনক নয়। তাদেরকে অবশ্যই সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে’।^{২৪}

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেডিও, টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ও চলচ্চিত্রে আজকাল আধুনিক গানের নামে যেসব পরিবেশিত হয়, তার প্রায় সবটুকুই আদি রসাত্মক। যা দর্শক শ্রোতাদের মনে যৌন সুস্থুড়ি দেয় এবং পরিণতিতে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে। অথচ সাহিত্য ও শিল্পের নামে এন্টিলির পিছনে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় করা হচ্ছে।^{২৫} আজকের সমাজে এসিড নিষ্কেপ থেকে শুরু করে অগণিত নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় অশাস্ত্রির অগণিত কারণের পিছনে অঙ্গীল গান-বাদ্য, বাজে ছবিযুক্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ব্ল-ফিল্মের কৃপত্বাব যে কার্যকর শক্তি, এ কথা কে অঙ্গীকার করবে? সমাজপতি ও রাষ্ট্রীয় নেতারা এগুলো জেনেও না জানার ভান করেন। একদিকে তারা সিনেমা-টিভিতে নারী কেন্দ্রীক মারদাঙ্গা ও খুন-খারাবীতে ভরা ছবি, মদ, ভিসিআর, ডিশ-এন্টিনা ও গান-বাদ্যের লাইসেন্স দিচ্ছেন, অন্যদিকে নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাস করতে নিষেধ করছেন। অবাধ যৌনতা ও সন্ত্রাস শিক্ষার সকল উৎসমুখ খুলে দিয়ে যুবক-যুবতীদের বলা হচ্ছে তোমরা যেনা-ব্যভিচার কর না, ধর্ষণ কর না, এসিড মের না, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি কর না ইত্যাদি। এ যেন শুভের ভাষ্ম চেলে দিয়ে মাছিকে নষ্ট করা, যেন সে শুভের উপরে না বসে।

এভাবে চলতে থাকলে এদেশের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং জাতিগত মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ে। পশ্চিমা দেশ সমূহের মত এদেশের পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যাবে। এদেশ ‘শ্রী মির্জিং’-এর দেশে পরিণত হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ খত্ম হয়ে যাবে। দেশ আক্রান্ত হবে আল্লাহর চতুর্মুখী আযাব-গ্যবে। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র নেতা এবং প্রত্যেক পরিবারের অভিভাবকদের সময় থাকতেই এদিকে নয়র দেয়া উচিত।

সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম তথা রেডিও, টিভি ও ভিসিআর-ভিসিপি এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে বিজ্ঞাতিরা তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে পরিচালনা করছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। কেননা সরাসরি ধর্মীয় কাজ না করার কথা বলা হ'লে হয়ত কেউই শুনবে না বরং

বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জুলে উঠবে। তাই বিনোদন যন্ত্রে মাধ্যমে বিনোদনের নামে পরিকল্পিত এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেন মানুষ তাদের নিজেদের অজান্তেই ধর্মহীন বা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে, তাদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যত পস্তা রয়েছে, সমস্ত পস্তা বিজাতিরা আজ অবলম্বন করছে।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বিনোদন এবং গান-বাদ্য ও নারীকেন্দ্রীক হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমি এখানে গান-বাদ্য ও বেগানা তথা গায়ের মাহুরাম নারীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টি চালনা সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা পবিত্র কুরআন ও ছবীহ হাদীছ থেকে আলোচনা করা যুক্তিহৃত মনে করছি। -

ইসলামী গান, জিহাদের দফ ও দামামা ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গান-বাজনা ও ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা এবং এ জাতীয় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ইসলামে হারাম। এ সব গান-বাদ্য মানুষকে ছালাত ও আল্লাহর যিকিরি থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যারা গান-বাদ্য ও খেল-তামাশার বস্তু দ্রব্য করে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে’ (লুক্মান ৬)।

যে ইসলামে নারীদেরকে পর্দার অন্তরাল থেকে অন্য কোন পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারী কঠের স্বাভাবিক অর্ধাং স্বত্বাবসূলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে, যেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কোন কু-বাসনা করতে না পারে (আহসাব ৩২)। তাহ'লে নারীরা হায়ার হায়ার দর্শক জনতার সামনে নগ্ন, অর্বনগ্ন দেহে হেলেদুলে ঝুমুর-ঝংকার নাচবে-গাইবে, সভা-সমিতিতে ভাষণ দিবে ইত্যাদি কিভাবে তা ইসলামে বৈধ হ'তে পারেং?

ঝ্যাতনামা হাস্তলী পঞ্জিত ইবনু আক্বীল বলেন, ‘যদি গায়িকা গায়ের মাহুরাম মহিলা হয়, তবে তার গান শুনা হারাম হবে। এ বিষয়ে হাস্তলী বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ইবনু হায়ম বলেন, গায়ের মাহুরাম অপরিচিত মহিলার গান শুনা ও তা থেকে মজা অনুভব করা সকল মুসলিমানের জন্য হারাম।^{২৬}

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রকে ক্ষিয়ামতের আলামত বলেছেন।^{২৭} বিশিষ্ট তাবেঙ্গ নাফে’ (রহঃ) একদা আবুদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে রাস্তায় ছিলেন। এমতাবস্থায় এক গায়িকার বাঁশির সুর শোনা গেল। ইবনু ওমর (রাঃ) তখন দু’কানে আঙ্গুল দিয়ে অন্য পথে ধাবিত হন। কিছু দূর যাবার পর নাফে’ (রহঃ)-কে জিজেস করেন, গায়িকার বাঁশির আওয়াজ কি শোনা যায়ঃ নাফে’ বললেন, না। তখন তিনি দু’কান থেকে আঙ্গুল বের করে

২৬. প্রাতঙ্গ, পৃঃ ৬।

২৭. বুখারী ২৮০৭ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৫০, প্রয়োগৰঃ ১/১০৬।

এনে বলেন, একদিন এক রাখাল বালকের বাঁশির আওয়াজ শুনে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছিলাম।^{১৮} সে যুগে যখন এরকম অবস্থা ছিল, তখন এ যুগে আয়াদের চলাফেরা কেমন হওয়া উচিত?

পুরুষের সুরেলা কঠের গান থেকেও মেয়েদের পরহেয়ে করতে বলা হয়েছে। যাতে মেয়েরা ঐ পরপুরুষের প্রতি আকষ্ট না হয়। বারা বিন মালেক (রাঃ) একজন সুন্দর কঠের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন ও ‘রাজায়’ নামক গান শুনতেন। একদা তারা মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা অপসন্দ করছিলেন যে, বেগানা মেয়েরা তার গান শুনুক।^{১৯} রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে পুরুষ কঠের গানের মধ্যে মেয়েদের জন্য ফির্তনার আশংক করেছেন, সেখানে নারী কঠের সুরেলা গান পুরুষের জন্য কত মারাত্মক হ'তে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

গান-বাদ্য মানুষের হৃদয়ে নিষ্কান্ত সৃষ্টি করে, ফলে সে মুনাফিক্ত হয়ে যায়। আর মুনাফিক্তদের স্থান জাহানামের সর্ব নিষ্কর্ষে (নিসা ১৫৪)। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, গান-বাদ্য মানুষের হৃদয়ে নিষ্কান্ত সৃষ্টি করে, যেমন পানি লতা-গুলু সৃষ্টি করে বা উৎপন্ন করে। আর যিকর মানুষের হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে।^{২০}

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফিয় ইবনুল কাহাইয়িম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গানে অভ্যন্ত হয়, সে মনের দিক দিয়ে মুনাফিক্ত হয়ে যায়, অথবা সে বুবতে পারে না। যদি সে নিষ্কান্তের মূল তৎপর্য উপলক্ষি করত, তাহলৈ সে তা হৃদয়ের মধ্যে চাক্ষুস দেখতে পেত। কেননা একই হৃদয়ে একই সাথে গানের মুহাবরত ও কুরআনের মুহাবরত একত্রিত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে একটিকে ছেড়ে দেয়।^{২১}

কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য তাদের অন্তরে কোন প্রভাব ফেলে না। কুরআন ও হাদীছ থেকে কোন মজা তারা অনুভব করে না। কুরআন ও আয়ানের ধৰনি তাদের হৃদয়তন্ত্রীকে অনুরূপিত করে না। চোখের দু'পাতাকে ভিজিয়ে দেয় না। কুরআন-হাদীছের নেতৃত্বিক ও সামাজিক বিধান সমূহ তাদের মানসপটে কোনরূপ রেখাপাত করে না। কুরআনের গভীর তত্ত্ব ও তথ্য বৈজ্ঞানিক অভিধা তাদের বুদ্ধিভূক্তিকে সজাগ করে না। বরং এগুলির পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করাকে তারা নিতান্তই অপচয় কিংবা বৃথা সময় ক্ষেপণ মনে করে। তারা মুছুন্নী হ'লেও অলস মুছুন্নী হয়। সময় মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় থেকে

২৮. মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ১৯৯৯ইং পৃঃ ৪; মে, ১৯৯৮
প্রশ্নোত্তরঃ ১/১৮; অঙ্গোবর ২০০০ প্রশ্নোত্তরঃ ১৫/১৫, পৃঃ ৫২;
গৃহীতঃ আহমাদ, আবদুল্লাউদ, মিশকাত হা/৪৮-১১ 'ব্যান ও
কবিতা' অধ্যায়; কুরতুবী ১০/২৯০ পৃঃ ১।

২৯. মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ১৯৯৯, পৃঃ ৬। হাকেম হাদীছটিকে
ছইহ বলেছেন ও যাহাবী সেটাকে সমর্থন করেছেন।

৩০. প্রাতঙ্ক, পৃঃ ৫। ৩১. প্রাতঙ্ক, পৃঃ ৫।

তারা অধিকাংশ সময় পিছিয়ে থাকে। দীনী কাজে তাদেরকে আহ্বান করলে দুনিয়াবী কাজের ঝামেলার অজুহাত দেখিয়ে তারা সরে পড়ে।^{২২}

যেখানে গান-বাদ্যের মজলিস হয়, সেখানে শয়তান ও তার সাথীরা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করে যে, ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে এসে মসজিদে জামা'আতে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক প্রয়োজনীয় ও পারিবারিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা সে ভুলে যায় কিংবা ভুলে না গেলেও ঐ শয়তানী পরিবেশ তাকে তা থেকে দূরে থাকতে যেকোন অজুহাতে বাধ্য করে। আল্লাহর শ্রুণ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিয়োজিত করি। অতঃপর সে-ই হয় তার সাথী। এই শয়তানীরাই তাদেরকে সৎ পথে বাধা দান করে। অথচ মানুষ ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। অবশ্যে যখন সে আমার নিকটে ফিরে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকতঃ কতইনা হীন সাথী সে'

(যুবরাজ ৩৬-৩৮)।
ইসলামে গান-বাজনা কঠোরভাবে হারায় হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলমান ভাই গান-বাদ্যকে হালাল মনে করে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উত্তরের কিছু লোক এমন হবে যে, তারা ব্যতিচার, রেশমের কাপড় পরিধান করা, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে।^{২৩} যারা গান-বাদ্যকে হালাল মনে করে তাদের জন্য তো অবশ্যই কঠিন শাস্তি হয়েছে। তাহাড়া আহলুস সুনাত ওয়াল জামা'আতের আক্তীদা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোন তাওহীদবাদী মুসলিমকে কোন শুনাহর কারণে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যতক্ষণ না সে ঐ শুনাহকে হালাল মনে করে। অর্থাৎ যদি সে কোন শুনাহকে হালাল বা জায়েয় মনে করে তাহলৈ সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ এর দ্বারা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করে দীন থেকে বের হয়ে যায়। আর যদি সে এসব শুনাহকে হালাল মনে না করে এতে লিঙ্গ হয়, তাহলৈ সে কাফের হবে না বটে, বরং দুর্বল ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে।^{২৪}

উপরোক্তভূতি হাদীছগুলি ব্যতীত আরও অনেক ছইহ হাদীছ রয়েছে, যেখানে গান-বাদ্য করা ও শোনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যারা গান-বাদ্য করে ও শোনে তাদের ভয়ংকর পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। স্থান স্বল্পতার দরণ এই হাদীছগুলি উল্লেখ করা সত্ত্ব হ'ল না।

৩২. প্রাতঙ্ক, পৃঃ ৫। ৩৩. বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ ১।

৩৪. ইমাম আবু জাফর ভাহাবী, অহলে সুনাত ওয়াল জামা'আতের আক্তীদা (টাকি), আল্লামা শায়খ আবদুল আয়ী বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ), অনুবাদঃ মুহাম্মদ রক্তীবুদ্দিন আহমাদ হসাইন (প্রকাশনায়ঃ অনুবাদ ও মুদ্রণ সংস্থা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সৌদী আরব প্রকাশকালঃ আগস্ট ১৯৯৪ইং) পৃঃ ৪৭-৪৮।

এখন কোন গায়র মাহল্লার নারী তথা পরনারীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফায়ত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। নিচ্ছয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' (গ্রন্থ ৩০)।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেয়েদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে চঙ্গ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ করেন।^{৩৫} অবশ্য বিবাহের প্রয়োজনে দেখা, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেখা ইত্যাদি ব্যতিক্রম, যা একাধিক ছবীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।^{৩৬} তাহলৈ যেখানে কোন পর নারীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে, সেখানে ঘটার পর ঘটা টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, যাত্রা, সার্কাস প্রভৃতিতে বিভিন্ন সুন্দরী রঘনাদের সাজসজ্জায় ভরা উলঙ্গ, অর্ধেলঙ্গ দেহ বল্লুরীর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, ঝুমুর-ঝৎকার নাচ গান ইত্যাদি দেখা কিভাবে বৈধ হ'তে পারে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, কু-দৃষ্টি হচ্ছে শ্যাতানের বিষাঙ্গ তীর সমূহের অন্যতম তীর। যে ব্যক্তি (মনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) আমার ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে, তাকে এর অতিদানে আমি এমন সুদৃষ্টি ইমান দান করব, যার মিঠাতা সে অন্তরে অনুভব করবে।'^{৩৭} আবু উমায়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন মহিলার সৌন্দর্যের উপর পড়ে এবং সে সাথে সাথে আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাহলৈ আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ইবাদত করার তাওফীক্ত প্রদান করবেন, যার মধ্যরাতা সে নিজেই অনুভব করবে।^{৩৮}

তাছাড়া অন্য একটি ছবীহ হাদীছে বলা হয়েছে, দেখা হচ্ছে চোখের যেনা, ফুসলানো কঠের যেনা, তৃষ্ণির সাথে কথা শোনা কর্ণের যেনা, হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা।^{৩৯}

অশ্লীল কথা ও কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তিনি সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কথা ও কর্মকে হারাম করেছেন' (আরাফ ৩৩)। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশ্লীল কথা ও কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়'।^{৪০}

প্রকৃতপক্ষে টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির প্রভাবে মুসলমানদের হায়ার

৩৫. মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০০১, পৃঃ ৫৬ প্রশ্নোত্তরঃ ৩২/২০৭ গৃহীতও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪।

৩৬. এই, জুন ২০০০ ইং পৃঃ ৫২ প্রশ্নোত্তরঃ ১৩/২৫৩।

৩৭. মুসতাদরাক লিল হাকিম, তারারামী, তারগীব ৩/৩১৭; তাফসীরে ইবনে কাহির ৩/৪৮২।

৩৮. মুসলিম আব্দুল বাহারী, মিশকাত ২/৪, ইবনে কাহির ৩/৪৮।

৩৯. মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০০০, পৃঃ ৫২, প্রশ্নোত্তরঃ ১৩/২৫৩।

৪০. মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৫০; প্রশ্নোত্তরঃ ৬/১১১, গৃহীতও মুসলিম আলাইহু, মিশকাত হা/৩১০৪ আদর্শ অধ্যায়।

বছরের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। এমন কোন অপকর্ম নেই যা এসবের কুপ্রভাবে বিস্তার ঘটেনি। সামান্য চঙ্গ, কর্ণ সর্বোপরি মনোত্ত্বের জন্য কোন বিবেকবান মানুষ এত বিশাল ক্ষতিকে বরণ করতে কখনও প্রস্তুত হবে না।

একমাত্র অর্থের কারণে হায়ারো বনী আদম আজ জীবন চলার পথে লাইনচুর্য হচ্ছে। অর্থের অভাবে কত মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে এক মুঠো অন্নের জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কিছু ব্যক্তি অচেল অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়ে টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা দিয়ে নিজের ঘরের শোভা বর্ধন করে চরম ভোগ বিলাসে মন্ত রয়েছে। আজ তারা ভিক্ষুককে যা-তা বলে বিবরণের সাথে তাড়িয়ে দেয়। তারা যদি তাদের অর্জিত সম্পদের সামান্য কিছু অংশ দান করত, তাহলৈ হয়ত ভিক্ষুকের সংখ্যা খুবই নগন্য হ'ত।

আর সময় নদীর মতই বহমান ও ক্ষণস্থায়ী। একবার যে সময় চলে যায়, সে সময় আর কোনদিন কখনও ফিরে আসে না। দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষণের হিসাব আল্লাহর নিকটে দিতে হবে। অথচ আজ অহেতুক টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও অশ্লীল গান বাদ্যের ক্যাসেট দেখা-শুনার মধ্যে ব্যয় করছি আমাদের মহামূল্যবান সময়গুলি।

শত শত বছর যাবৎ প্রথিবীর নেতৃত্ব দানকারী একমাত্র সত্য ধর্মের অনুসারী মুসলিম জাতিকে তাদের নেতৃত্ব ফিরিয়ে পাবার এবং স্বীয় ইমান রক্ষা করার তাকীদে ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং তাদের দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া থেকে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। তারা যে আমাদের শক্ত এবং দুনিয়া থেকে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে একটু ন্যর দিলেই এর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিজাতিরা বিশেষ করে ইহুদী-খৃষ্টান সম্পদাদ্য নানান পছ্যায় আমাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান বা ধর্মহীন করতে চায়। আমরা আজ তাদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। তাদের অঙ্গ অনুকরণ ও ষড়যন্ত্র বুবাতে না পারায় বিশ্বব্যাপী আজ মুসলমানদের কর্ম অবস্থা। তাদের অঙ্গ অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও ছবীহ হাদীছের আলোকে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা সার্বিক জীবন গড়ে না তুললে বিজাতীয় গোলামী থেকে মুক্তি লাভ অসম্ভব এবং পরকালীন কঠিন আয়াবের হ্যমকী তো আছেই। তাই আসুন! সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছবীহ সুন্নাহুর আলোকে নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মপ্রবর্তনা, বাতিলের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও তাদের অঙ্গ অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ত দান করুণ। আমীন!!

বালকের শিক্ষার প্রয়োগে ডল্লা

দীনি শিক্ষার বনাম আধুনিক শিক্ষা

দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে দর্শনেই চেনা যায়। তাঁর বেশভূষা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেশ-ভূষা হ'তে স্বতন্ত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি উভয়েই নিজেকে মুসলিম নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু মুসলিম হওয়ার গুণাবলী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই মধ্যে নেই বললে চলে। প্রিয় নবীজির আদর্শের অনুসরণ তাঁদের মধ্যে যথ-সামান্যই দৃঢ় হয়। দাঁড়ি রাখা প্রিয় নবীজির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক আদর্শ। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই আদর্শের বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। অথচ দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সবাই এই আদর্শের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

দুই ধরনের শিক্ষার প্রভাবে দুই ধরনের চরিত্র গড়ে উঠে। দীনি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরা নমনীয় চরিত্রের অধিকারী হন। অপরপক্ষে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নমনীয় চরিত্রের অধিকারী হন নগণ্য সংখ্যায়। কারণ তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ দীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহর ভয় দেলে পয়দা হওয়া শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আল্লাহর ভয় অন্তরে পয়দা না হওয়ার কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা উঞ্চ স্বত্বাবের হয়ে থাকেন। নিম্নের গল্পটি এর প্রমাণ দিবে।

এক দম্পত্তি দুই পুত্র সন্তানের মাতা-পিতা। মা তাদেরকে দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। আর পিতা তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান এ জন্য যে, তারা শিক্ষিত হয়ে বেশি উপায়-উপার্জন করতে পারবে। ফলে তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। মা কিন্তু তাঁর জিদ বহাল রেখেছেন। তাঁর উক্তি, উপায়-উপার্জন কর হ'লেও তারা মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং পরকালের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হবে।

যাক, শেষ পর্যন্ত ফায়ছলা হয়, এক ছেলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আরেক ছেলে দীনি শিক্ষা লাভ করবে। সেই ফায়ছলা মোতাবেক দুই ছেলে দুই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে থাকে।

আধুনিক শিক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপি লাভ করে এক ছেলে মোটা বেতনের চাকুরী পায়। বেতন বাদেও তাঁর উপরি পাওনা আছে এবং ইদ বোনাস আছে। কাজেই সে মাতা-পিতাকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করতে পারে। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেটির তেমন আয়-উপার্জন নেই। ফলে সে মাতা-পিতাকে তেমন আর্থিক সাহায্য করতে পারে না। এতে পিতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন। কিন্তু মা তাঁকে অশুশি

নন। কারণ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেকই তো সে দীনি শিক্ষা লাভ করেছে। আয় উপার্জন বেশি করতে পারবে না জেনে শুনেই তিনি ছেলেকে দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। কাজেই তাঁর তো অশুশি থাকলে চলবে না।

ঈদের ছুটিতে দুই ছেলে বাড়ি এসেছে। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বাপের হাতে ঈদের খুচ বাবদ মোটা টাকা দিয়েছে। কিন্তু অপরজন তা পারেনি। এতে পিতা এই ছেলের সাথে প্রসন্ন চিঠ্ঠে কথা বলছেন না। মা এটা লক্ষ্য করেছেন। অবশ্যে স্থামীকে দুই ছেলের গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করানোর জন্য মা অভিনয়ের আশ্রয় নেন। স্থামীকে ঘরের উপরের তালার উঠিয়ে দিয়ে মা ঘরের মেঝেতে পানি ঢেলে দিয়ে তাঁতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন এবং কান্নাকাটি করছেন। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ঘরে এসে মার এই হাল দেখে জিজেস করে, মা তোমার কি হয়েছে, তুমি গড়াগড়ি দিচ্ছ কেন এবং কাঁদছ কেন? মা বললেন, তোমার আববা আমাকে মেরেছে। এই কথা শুনাত্তে ছেলে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং পিতার উদ্দেশ্যে অশুশি কথাবার্তা শুরু করে দেয় ও পিতাকে শাসাতে থাকে। ঐ মুহূর্তে পিতাকে ওখানে পেলে সে সম্ভবতঃ প্রহার না করে ছাড়ত না- এরপ মনোভাব ব্যক্ত করে। মা-ই তাকে শাস্ত হবার জন্য বাইরে যেতে বলেন। ছেলে বাইরে চলে যায়। পিতা উপর তালা থেকে ছেলের সব কথাবার্তা শুনে তার আশ্ফালন লক্ষ্য করে স্তুতি হয়ে যান।

এরপর অন্য ছেলে ঘরে এসে মার অবস্থা দেখে জিজেস করে জানতে পারল, পিতা মাকে মেরেছে। ছেলে মাকে বলল, 'মা, তুমি সম্ভবতঃ কিছু অন্যায় করেছ।' আববা তাই তোমাকে মেরেছে। অনর্থক কেউ কাউকে মারতে পারে না। তুমি আমাকে জানাচ্ছ ভাল, কিন্তু একথা কাকেও জানাবে না, এমনকি খাতিরের কোন মেয়েকেও না। ছেলে মাকে সাস্ত্বনা দিতে থাকে। পিতা ছেলের সব কথাবার্তা শুনলেন। অতঃপর তিনি উপর থেকে নেমে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

□ মুহাম্মদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী
বাদাইখাড়া, নওগাঁ।

নিপুন কার্যকাজ ও গ্রাহকদের সম্মতিই
শতরংপার অঙ্গীকার

শতরংপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

মিলিউন্স জগত

চোখ উঠা

ডাঃ মুহাম্মদ হাফীয়ুল্লাহ*

চক্ষুর উপর ও চক্ষুর পাতার নিম্নস্থ শ্লেষিক খিল্লির প্রদাহকে চক্ষু প্রদাহ বা চোখ উঠা রোগ বলে। এটিকে অত্যন্ত ছোঁয়াচে বা ভাইরাস রোগও বলা হয়। বাড়ী, কোন প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় একজন আক্রান্ত হলে পরপর সকলকে আক্রমণ করে। এটি বায়ুবাহিত রোগ।

কারণগত:

ধূলা, কুটা, পাথরের কয়লার গুড়া, শীতল ঝাপটা বায়ু লাগা, প্রবল আলোতে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা, অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি এই রোগের প্রধান কারণ। তবে হাম ও বসন্ত রোগের পরে বা মেহ বা প্রদর রোগের সাথেও এই পীড়া হতে দেখা যায়।

লক্ষণগত:

চক্ষু চুলকানো, চক্ষু লাল হওয়া, এতে উত্তাপ এবং চক্ষুর পাতার নীচে বালুকণা আছে মনে হওয়া ও চক্ষু সর্বদা কুটকুট বা খচখচ করা, চক্ষু দিয়ে অনবরত পানি ঘৰা, জ্বালা-পুড়া করা, চক্ষুতে পুঁজ উৎপন্ন হওয়া এবং ঘুমালে চক্ষুর পাতা জোড়া লাগা ও করকর করা, চক্ষু রংগড়ালে চক্ষুর রংগশুলি টনটন করা, চক্ষুতে আলো বা ঠাণ্ডা সহ্য না হওয়া, চক্ষুতে ক্ষত ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেওয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

হোমিও চিকিৎসাঃ

চক্ষু প্রদাহ বা চোখ উঠার প্রথম অবস্থায় এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩ দিলে পীড়া আর বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য চোখে অত্যন্ত বেদনা, আলোক অসহ্য, সামান্য জুরজুর ভাব, পিপাসা, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ লক্ষণেও ইহা প্রয়োগ করতে হবে। কোন বাহ্য আঘাতের জন্য চোখ উঠলে আর্নিকা মন্ট গুবিশেষ উপকারী। চক্ষু প্রদাহে বড় জ্বালা-যন্ত্রণা থাকলে আসেনিক এন্ড ৬ প্রয়োজ্য। চক্ষুর সাদা অংশ ও মুখমণ্ডল খুব লাল, দপদপানি, বেদনা, ফুলা এবং আলোক অসহ্য হলে বেলেডোনা ৬ প্রয়োগ বিধেয়। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগার দরুন পীড়া হলে এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়া, বালিপড়ার মত চোখ খুচখুচ করা, জ্বালা-যন্ত্রণা ও লাল ভাব থাকলে ইউক্রেনিয়া ৬ প্রয়োগ বিধি। প্রথমে পানি পড়া পরে পুজের মত পিঁচুটী ও রাতে জোড়া ও বেদনা থাকলে মার্কুসল ৬ এবং চোখে সুচীবৎ বেদনা ও ফুলা থাকলে পালসেটিলা ৩০ দিলে পীড়া আরোগ্য হয়।^১

* এ, এম, এইচ, আই (কলকাতা), এইচ, এস, পি (পাক), হোমিও ফিজিশিয়ান বাংলাদেশ, হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী, নওগাপাড়া, সমুরা, রাজশাহী।

১. ডাঃ বটকৃষ্ণ পাল সরল গৃহ চিকিৎসা, পৃঃ ১৫৩-৫৫।

আনুসঙ্গিক সেবা-শৃঙ্খলা ও চিকিৎসাঃ

সকালে ও বিকালে দৈর্ঘ্য উষ্ণ পানিতে দুধ মিশিয়ে চক্ষু ধৌত করা, চক্ষু পর্দা দ্বারা ঢেকে রাখা অর্থাৎ সানগ্লাস বা চশমা ব্যবহার করা, রোগীকে আলোকবিহীন ঘরে থাকা উচিত। কিছুতেই উভেজিত হওয়া উচিত নয়। জ্বর না থাকলে দৈর্ঘ্য গরম পানিতে গোসল করা যেতে পারে। হলুদ মাখানো ভিজা পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা চক্ষুর পিঁচুটী মুছে ফেলা যেতে পারে।

সাবধানতাঃ

পীড়িত ব্যক্তির সংস্পর্শে না থাকাই ভাল। পীড়িত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় বা গামছাদি দ্বারা রোগ অন্য ব্যক্তিতে আসে। সুতরাং এগুলি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। বাজারের যে সে রকমের মলম চোখে বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিত নয় (প্রাণক্ষত)। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাচ্ছল্য করলে বা উহাতে অত্যাচার করলে এই পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করে। তখন নিম্নলিখিত ওমুধগুলি ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়ঃ

(১) সালফার ৩০ঃ পুনঃ পুনঃ পীড়ার প্রকাশ, হাত-পা জ্বালা, মাথা ধরা বা গরম, চুলকানি-পাঁচড়া থাকলে।

(২) ক্যালকেরিয়া কার্বৰ্ব ৩০ঃ সালফারের পরে ইহা প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(৩) হিপার সালফ ৩০ঃ কতগুলি সালফারের লক্ষণ আবার কতগুলি ক্যালকেরিয়া-এর লক্ষণ। মার্কুরিয়াসের পর বা পারদাদির দোষ থাকলে এটি ব্যবহার করা কর্তব্য (প্রাণক্ষত)।

দেশীয় টেটকা ও শুধুঃ

কাঁচপোকা রং-এর উৎকৃষ্ট ম্যাজেন্টা রং আন্দাজ ৮/১০ গ্রেন এক আউপ পরিশুল্ক পানিতে কিংবা গোলাপ পানিতে মিশিয়ে সেই লোসন ৩/৪ ফোটা মাত্রায় দিন-রাতে ৬/৭ বার বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ২/১ দিনের মধ্যেই প্রদাহ ও লালবর্ণ কমে চোখ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আঘাত কিংবা অন্য কোন কারণে প্রদাহ বা পীড়া হলে এবং পীড়া বহুদিনের পুরাতন হলেও এতে উপকার হয়।^২

ম্যাজেন্টার কোন থকার বিষাক্ত দোষ নেই এবং উহাতে চক্ষুর কোন অনিষ্টও হওয়ার আশংকা নেই। উহার সাথে ৮/১০ গ্রেন এসিডবোরিক মিশালে আরো অধিক উপকার হয়।^২

২. ডাঃ এন, পি, ঘোষ, কম্পোরেটিভ মেডিসিন মেডিকা, পৃঃ ৪৬০।

বাসার ছাদে ও বারান্দায় শাক-সবজির চাষ

বসতবাড়ির আভিনার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে পাকা বাড়ির ফাঁক-ফোকরে, ছাদে বা বারান্দায় রোদ পড়ে এমন সব জায়গায় টব বসিয়ে নিজের পসন্দমত শাক-সবজি ফলানো যায়। এতে নিজের উৎপাদিত ফসল আঙাদনের যেমন তৃণ পাওয়া যায়, তেমনি বাজারের উপর নির্ভরশীলতাও কতক অংশে কমে যায়।

টবে আবাদযোগ্য সবজিৎ যেসব সবজি সংখ্যায় কম লাগে এবং একবার লাগিয়ে ক্রমাগত অনেকদিন ধাৰণ কৰা যায়, সেসব সবজিরই আবাদ টবে বা পাত্রে কৰা বাঞ্ছনীয়। উদাহৰণ স্বরূপ টমেটো, বেগুন, মরিচ, শসা, খিংগা, মিষ্টি কুমড়া, মটরশুটি, কলমিঞ্চি, কলমিশাক, লাউ, পুইশাক, লেটস, ব্ৰকলী, ধনেপাতা, পুদিনা, থানকুনি, তুলসী এমনকি পেঁপে পৰ্যন্ত টবে ফলানো যেতে পাৰে।

মাটিৰ টব, অ্ব্যবহৃত পুৱনো ইঁড়ি, মাটিৰ চাড়ি, তেলেৰ টিন, বাঁশৰ তৈৰি ঝুড়ি, ব্যাটারিৰ কেস, কাঠেৰ বাক্স, কাঠেৰ টে, সিমেন্টেৰ তৈৰি হালকা টব ইত্যাদিতে সবজি চাষ কৰা যায়। গাছেৰ বৃন্দি এবং সবজিৰ ফলন টবে বা পাত্রে ব্যবহৃত মাটিৰ অবস্থাৰ উপৰ অনেকখানি নির্ভরশীল। মাটি অবশ্যই উৰৰ, হালকা এবং ঝুৱুৱুৱে হ'লে হবে। পানি শুকিয়ে গেলে টবেৰ মাটিতে যেন চটা না ধৰে বা মাটি ফেটে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখেই টবেৰ মাটি তৈৰি কৰতে হয়। ঝুৱুৱে হালকা মাটিতে বাতাসেৰ প্রাচুৰ্য ও অৰ্দ্ধতা বেশি সময় ধৰে বহাল থাকে বলে শিকড় ও কাণ্ডেৰ বৃক্ষি দ্রুত হয়। টবেৰ মাটি ঝুৱুৱে রাখতে হ'লৈ সমপৰিমাণে আৰ্জননামুক্ত বেলে-দোআঁশ মাটি ও জৈব সার (গোৰৰ, পচা সার, কচুৱিপানা, হাঁস-মুৱগিৰ বিষ্টা, পচা সার) একত্ৰে ভালভাৱে মিশাতে হয়। এঁটেলৈ মাটিতে জৈব সারেৰ পৱিমাণ আৱো বেশী হওয়া প্ৰয়োজন।

সাধাৰণভাৱে প্ৰত্যেক সবজিতে প্ৰচুৰ আলো-বাতাসেৰ প্ৰয়োজন হয়। ফ্লাট বাড়িতে কিংবা অল্পপৰিসৰ স্থানে বেশি সংখ্যক টব রাখতে গেলে প্ৰচুৰ আলো-বাতাসপূৰ্ণ স্থানেৰ অভাৱ হয়। তাই প্ৰয়োজনবোধে পাতা জাতীয় সবজিৰ টবগুলি কিছুটা ছায়াযুক্ত স্থানে (বারান্দায়) সিড়িৰ পাশে বা ছাদে রাখা যেতে পাৰে। যেসব সবজি ফল দেয়, সেসব সবজিৰ টব যথেষ্ট আলো-বাতাসপূৰ্ণ স্থানে রাখা প্ৰয়োজন।

আমেৰ কয়েকটি অনিষ্টকাৰী পোকা দমন পদ্ধতি

আমেৰ ক্ষতিকৰণ পোকাৰ মধ্যে ভোমৱা ও মাছি পোকা

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আমগাছেৰ পাতাৰ একটি অনিষ্টকাৰী পোকা হ'ল ‘বিছা’।

পূৰ্ণবয়স্ক ভোমৱা পোকাৰ স্তৰী পোকা চৈত্র মাসে আমেৰ গায়ে ছাট সাদা লোক ডিম পাড়ে। ডিম ফোটাৰ পৰ কীড়া কঢ়ি আমেৰ গায়ে ছিদ্ৰ কৰে ভেতৰে চুকে এৱ শাস কুড়ে থায়। আম বড় হওয়াৰ সাথে সাথে এই সুস্থ ছিদ্ৰটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভেতৰে পোকা থাকলেও বাহিৰ থেকে বুৰো যায় না। প্রায় এক মাস ফলেৰ ভেতৰ থেয়ে কীড়া পুতুলিতে পৱিগত হয় এবং প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক পৱে পূৰ্ণবয়স্ক পোকা আম ছিদ্ৰ কৰে বেৱ হয়ে আসে।

প্ৰতিকাৰণ: (১) আম বাগান পৱিক্ষাৰ রাখতে হবে এবং বাগানে যাতে জংগল গড়ে উঠতে না পাৰে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (২) আম গাছে পৱগাছা থাকলে সৱিয়ে ফেলতে হবে। (৩) আম গাছেৰ মোৰা ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। (৪) গাছেৰ গায়ে কোন গৰ্ত থাকলে তা ভালভাৱে পৱিক্ষাৰ কৰে বন্ধ কৰে দিতে হবে যেন কোন পোকা আশ্রয় নিতে না পাৰে। (৫) যে সব আমেৰ পোকা লাগাৰ সম্ভাৱনা বা লেগেছে বলে অনুমান কৰা যায়, সেগুলি কাঁচা অবস্থায় ব্যবহাৰ কৰা উচিত। এতে পৱৰ্বৰ্তী বছৰ পোকাৰ আক্ৰমণেৰ সংভাৱনা কম থাকে। (৬) আমেৰ গুটি বাঁধাৰ ২/১ সপ্তাহ পৱে ডাইমেক্রেন বাইড্রিন ৪ ছাটক অথবা ডায়াজিনন তৱল লেবাসিড ৬ ছাটক সাড়ে ১২ মণ পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চন ঘন্ট্ৰেৰ সাহায্যে ভালভাৱে ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্যান্য কোম্পানীৰ বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধ সঠিক মাত্ৰায় প্ৰয়োগ কৰে এ পোকা দমন কৰা যায়।

আমপাতাৰ বিছা পোকা: এটি আমপাতাৰ একটি বিশেষ অনিষ্টকাৰী পোকা। এ পোকাৰ কীড়া আমগাছেৰ পাতা থেতে থেতে গাছকে সময় সময় এমনভাৱে পত্ৰশূণ্য কৰে দেয় যে, গাছে কোন ফুল বা ফল আসতে পাৰে না। সাধাৰণত মধ্য মাঘ থেকে কাৰ্তিক মাস পৰ্যন্ত এ পোকা দেখা যায়। অগ্ৰহায়ণ থেকে মধ্য মাঘ পৰ্যন্ত এৱা পুতুলী অবস্থায় থাকে। মধ্য আষাঢ় থেকে মধ্য ভদ্ৰ পৰ্যন্ত সময়ে এদেৱ আক্ৰমণ বেশি হয়।

প্ৰতিকাৰণ: (১) গুটি সংগ্ৰহ কৰে নষ্ট কৰে দিতে হবে। (২) ডিম এবং দলবন্ধভাৱে কীড়াসহ পাতা সংগ্ৰহ কৰে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (৩) আলো ফাঁদেৰ সাহায্যে মৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে মেৰে ফেললে এদেৱ আক্ৰমণ কৰে আসবে। (৪) এছাড়া ডাইমেক্রেন, বাইড্রিন, লিবাসিড বা অন্যান্য যেকোন নিৰ্ধাৰিত তৱল কীটনাশক ওষুধ ৬ ছাটক সাড়ে ১২ মণ পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্ৰেৰ সাহায্যে গাছেৰ পাতায় প্ৰয়োগ কৰে এ পোকা দমন কৰা যায়।

মাছি পোকাঃ আম ফলের মাছি পোকা কীড়া পাকা আমের ভিতরে থেতে থাকে। যার ফলে আম পচে যায় এবং বারে পড়ে। আক্রান্ত আমের খোসার উপরিভাগ সুস্থ আমের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আক্রান্ত ফল কাটলে শাসের মধ্যে সাদা কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। স্তৰী মাছি ডিমপাড়া নল দিয়ে আমের গায়ে সরু ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ২/১ দিনের মধ্যে ডিম থেকে শুকাটি বের হয় এবং ফলের শাস থেয়ে বাঢ়তে থাকে। যখন এদের খাওয়া সম্পূর্ণ হয়, তখন এরা মাটিতে পড়ে যায় এবং ছোট বাদায়ী রংয়ের পুতুলিতে রূপান্বিত হয়। পুতুলী মাটিতে লুকানো অবস্থায় থাকে। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি বের হতে পাওয়া এক সঙ্গাহ লাগে।

প্রতিকারণঃ (১) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে (২) ফল পাকার ২৫-৩০ দিন আগে ১০ ছটাক ডিপটেরেজ অথবা ৬ ছটাক মালথিয়ন বা ৪ ছটাক ডাইমেক্রন বা বাইড্রিম সাড়ে ১২ মণি পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে আমে ছিটিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য কোম্পানীর বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা চলে।

ডগার গল পোকাঃ এ পোকা রাজশাহী যেলাতে উন্নত জাতের আমের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এদের আক্রমণে আক্রান্ত শাখার অগভাগে মোচাকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তের সৃষ্টি হয়। এতে ফুল ও ফল ধরে না। পাতার উপরে তুলার মত সাদা বিষ্টা এবং এক প্রকার আঁঠালো মিষ্টি রস দেখে এ পোকার আক্রমণ বুঝা যায়।

প্রতিকারণঃ গল সৃষ্টি হওয়ার আগেই এ পোকা দমনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভদ্র মাসের প্রথম থেকেই কীটনাশক ওষুধ ডাইমেহোয়েট-৪০ তরল বা নোভাক্রন-৪০ তরল চা-চামচের ৬ চামচ প্রতি সাড়ে বার সেরের পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে আম গাছে ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ ওষুধ ইনজেকশন দিয়েও প্রয়োগ করা যায়। আক্রান্ত শাখায় বর্মাযন্ত্রের সাহায্যে ৩-৪টি ১ ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত করে প্রতি গর্তে চা-চামচের আধা চামচ ওষুধ প্রয়োগ করে গাছের বাকল দিয়ে গর্তটি বন্ধ করে দিতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

হে যবুক! তোমার প্রতি ফেঁটা রক্ত
আল্লাহর দেওয়া পূর্বিত্ব আমান্ত।
এসো তা ব্যয় করি নির্ভেজাল
স্তেজুর পথে।

বাণিজ্যিক

উচিত শিক্ষা দাও

-মুহাম্মাদ বল্লুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

বনহাম এইচ, টি, এল, দাখিল মাদরাসা
হোসনাবাদ, সরিয়াবাড়ী, জামালপুর।

ওরে মুজাহিদ! এখনও তোর ভাঙ্গল না নীদ, করে হবি জাগ্রত?
লুটেরা তোদের কুড়াল মেরে করছে ক্ষত-বিক্ষত।

স্ট্রান্স-আক্ষীদা করছে হরণ
লুটছ ইয়েত শত শত।

ওরে আফগান বীর! কেড়ে নিছে তোদের নীড় বৃটেন ও মার্কিনে
উলঙ্ঘ তলোয়ার হত্তে ধরে বাঁপিয়ে পড় রণে।

সিংহের ন্যায় গজে উঠ
জীবন-মৰণ পথে।

হে বীর মুজাহিদ! ওরা করছে দীনের অসমান,
দীনের সূর্য করছে প্রাস সজ্জাসী লুটেরা মাকিন।
কত মুসলিম দেখছে তাকিয়ে হত্যাক্ষেত্রে সোংরা নীতি,
নীরব থেকে নেপথ্য নিভিয়ে দিতে দীনের বাতি।

ওরা কি যিষ্মি সজ্জাসীদের হাতে,

না-কি হানাদারের পা চাটা পক্ষপাতি?
ওরা ঝুন পিয়াসী, মাংস ভোজী, বিষ্বসেরা বেস্টিমান,
বিষ্বজড়ে মুসলিম যেথা, চালায় সেথা অভিযান।
মতলব শুধু একটাই তাদের
মুসলিম হত্যার প্রোগান।

ওরা হায়েনা, বিষ্ধর সাপ, বিষভরা ওদের ঝুলি,
উচিতি শিক্ষা দিয়ে ওদের মুরোশ দাও খুলি।

বিষদাত তেঙ্গে উপড়ে ফেলো
আর না খেলে রক্তের হোল।

হে তরণ, বীর মুজাহিদ, নওজোয়ান!

তোদের পানে দেয়ে আছে, নিখিলের সব মুসলমান।
তাগতের আছে একটি মৌমান আর ট্যাংক, কামান, বিমান
সহল তোদের খাঁটি স্টৈমান আর বুকে পাক কুরআন।

ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে রণে দাও সাড়া,
এলাহী মদনে একদিন ওরা হবেই ওয়াত্তান হাড়া।

তাকবীর ধনির বজ্র নিনাদে

পড়বে সবাই মারা।

মুখে নিয়ে তাকবীর ধনি জাগো মুজাহিদ বীর
বজ্র নিনাদে বল সবে ফের নারায়ে তাকবীর।

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ আবীফুর রহমান
সাতবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কেশবপুর, যশোর।

বাংলার বুকে যখন অক্ষকার
সঠিক ইসলাম বিগ্ন হেথার।

নব দিগন্তের সূর্যের ন্যায় এলে তুমি
তোমার আগমনে হ'ল ধন্য বাংলা ভূমি।

হৃদয়ের প্রয়োজন অযুত যে বাণী

পদার্পনে নিয়ে এলে 'আত-তাহরীক' তুমি।

'আত-তাহরীক' জানালে তুমি বিশ্বকে তব

যমীনে অধিকার সবারই সম।

অস্ত নীতির ঘটাতে পতন

'আত-তাহরীক' তোমার শুভাগমন।

ধন্য আজি মুসলিম জাতি

আরো অন্য কেহ।

অযুত 'বাণী তোমার পাতাতে খুদাই করা,

শিরক-বিদ্বানের হ'ল পতন তাহরীক তোমার দ্বারা।

যেন তিমির রাজনী হয়ে শেষ
 ‘আত-তাহরীক’ রাবি উঠিয়াছে বেশ।
 ভূবন দৃষ্ট এখন জয়োল্লাসে
 তোমার মত নিভীক তাহরীক পেয়ে।
 লিখিয়াছি অনবরত তোমারই শানে
 পায়নি ঠাই মোর লেখা তোমার পাতার কোন খানে।
 মুসলিম জাতির অধিকার আনলে তুমি ভবে;
 এগিয়ে চল ‘আত-তাহরীক’ তুমি জাহিলিয়াত দূর হবে।
 জনারণ্যে ‘আত-তাহরীক’ আমি গেয়েছি তোমার যশ
 তোমার পাতায় লেখা আমার চির অভিলাষ।

জিহাদ

-ইউসুফ আবুল হাসান
 মারবদী, নরসিংহদী।

মুসলমানের ক্ষমতির পিয়ে ধরার যমীন লালে লাল,
 পুত্র শোকে, ভাইয়ের দুঃখে মুমিন হৃদয় বেসামাল।
 অযোধ্যাতে আঞ্চল্যের ঘরে বৃত্ত-পূজার ঐ পায়তারা,
 ক্ষধার জালায় দেশে দেশে আজ লক্ষ শিশু যায় মারা।
 ইরান, ইরাক, পাকিস্তানে আজকে সবার নিদ হারাম,
 সন্তানীদের শীর্ষে নাকি লিট হয়েছে ওদের নাম।
 আল-আহাদের ঝাঙা বয়ে কেউ দাঢ়ালে বিশ্বাসুক,
 ‘মৌলিবাদী’ গালি দিয়ে হায় নেয় কেড়ে নেয় মাথার তাজ।
 আহমেদবাদ জুলছে আজি বিরাম কাবুল-কান্দাহার;
 কাশীরে নিয়দিনই মুসলমানে খাল্লে মার।
 লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তীনীর নেই যে হায় নেই ঠিকানা
 বুলডোজারে জ্যান্ত ওদের পিষ্টছে আজ খেত-হায়েনা।
 সোমালী, মরো, রেহিসেরা কেন্দে চায় নাজাত
 রক্ষা করো দয়াল প্রতু, ধৰ্ম যে প্রায় আজ উচ্চাতৃত।
 বিশ্বজুড়ে নেই কোথাও নেই স্বাধিকার মুসলিমের,
 সন্তানের ঐ গঙ্গ খেকে কঠে রোধে আজ তাদের।
 দুখ ধোয়া মার্কিন মোড়, সন্তানী নয় ইসরাইল
 হালাকুদের সাথে ওদের থাকনা যতই থাকনা মিল।
 মুজাহিদের হত্যা করে কুশ-ভারতে বাহু পায়,
 জান বঁচাতে অন্ত নিলে বীর চেচেনের শির লটায়।
 কেমন করে সইব জালা থাকতে লভ এই বুকে!
 আসছে আগাম দ্বিনের পরে, মরছে মুমিন আজ ধুকে।
 অক্ষ যে আজ নেই নয়নে, অগ্নি বরে চোখ থেকে,
 ধীনকে আযাদ করতে মুমিন চুল জিহাদে সব রেখে।

দেশ হারাদের দেশে

-আলিসুর রহমান ছিদ্রীকি
 ৪৭ বর্ষ, বি, আই, টি, রাজশাহী।

বয়ে যাচ্ছে আজ বড় দুর্দিন
 অক্ষ সাগরে ভাসে তামাম ফিলিস্তীন।
 হায়ামায়া হীন ইসরাইল নাচছে,
 মুসলিমের রক্তে তারা খুশির গোসল করছে।
 দুনিয়াতে আর নেই এমন যালিম।
 বন্দীদের দেয় তারা তীষ্ণ যজ্ঞণা,
 কুকুরের প্রতিও মানুষ এত নির্দয় হয় না।
 ওরা কি মানুষ না কি পশু বিবেকহীন?
 মাছয় শিশুর বুকেও শুলি ছাঁড়ে ওরা,
 দুর্বল নারীকেও মারে, করে গহহারা।
 বিশ্ববাসী আর কত দিন রবে উদাসীন?
 দেশ হারিয়ে লাখ মানুষ ঘুরে দেশে দেশে।
 ফিরে কি পাবে না স্বদেশ, মরবে ফকিরী বেশে?
 আসবে না কি নবীন খালিদ, নবীন ছালাছন্দীন?

সোনামলিমের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

- কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন ক্ষিয়ামত কখন হবে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গভীরে যা থাকে তা জানেন, আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে তাও জানেন (গুহমান ৩৪)।
- পথ নির্দেশনা ও শয়তানের প্রতি নিষ্কেপের জন্য (আন'আম ১৭ ও মূলক ৫)।
- সুরা নিসা ৩৪ ও বাক্তারাহ ২২৮ নং আয়াতে।
- ধুরবিহীন আগুন থেকে জিন এবং আলো থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন (আর রহমান ১৫ ও আবদুর রায়হাক, মুসান্নাফ, ১১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫)।
- সুরা মা'আরিজ ৪ নং আয়াতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

- থাইল্যাণ্ড।
- ডলফিন।
- গাঞ্জারে।
- সামনের পায়ে (হাঁটতে)।
- লেরিকোরিয়া পার্টি মাছ (আমেরিকা)।

চলতি সংখ্যার ধাঁধা

- বাংলাদেশ বিমানের প্রতীকি চিহ্ন কি?
- এমন একটি জিনিসের নাম বল, যা আকাশে উড়ে এবং ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে?
- যার দাঁত আছে অথচ খেতে পারে না?
- যার গুড় আছে কিন্তু টানতে পারে না?
- যা সহজে লাভ করা যায়?

□ সংকলনেং জামিরুল
 হাড়ভাঙ্গা মাদরাসা, ১০ম শ্রেণী
 গান্ধী, মেহেরপুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উক্তি জগৎ)

- এমন একটি গাছের নাম বল সাপ যেমন তার খোসা বদলায়, গাছও তেমনি তার ছাল বদলায়।
- ডাল রোপণ করলেও গাছ হয়, এরূপ একটি গাছের নাম বল?
- এমন পাঁচটি গাছের নাম বল, বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে যাদের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়?
- কোন গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায় এবং কাটলে প্রচুর রস বের হয়?
- কোন গাছের কস/রস কাপড়ে লাগলে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে যায়?

□ সংকলনেং মুহাম্মদ আভাউর রহমান
 সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

মাসিক আত-ତାହରୀକ ୧୫ ପର୍ବ ୧୫ ସଂଖ୍ୟା, মাসিক আত-ତାହରୀକ ୧୫ ପର୍ବ ୧୫ ସଂଖ୍ୟା

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৭৮) বায়তুল আমান জামে মসজিদ (বালক) শাখা, কাদিরগঞ্জ,
রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা : মুহাম্মদ সুলায়মান আলী

(সহকারী অধ্যাপক (দর্শন), সরদহ কলেজ)

উপদেষ্টা : মুহাম্মদ শামসুল আলম

পরিচালক : মুহাম্মদ তরীকুল ইসলাম

সহ-পরিচালক : মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

সহ-পরিচালক : মুহাম্মদ আবদুল ওয়ারিছ।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক : মুহাম্মদ শফীউল ইসলাম (৫ম)

২. সাংগঠনিক সম্পাদক : মুহাম্মদ মাঈদুল হাসান (৫ম)

৩. প্রচার সম্পাদক : মুহাম্মদ ফুয়াদ হাসান (৩য়)

৪. সহিত ও পাঠাগৰ সম্পাদক : মুহাম্মদ রাজীব হাসান (৪র্থ)

৫. রাষ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক : মুহাম্মদ নাসীর হোসাইন (৩য়)।

(২৭৯) বায়তুল আমান জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, কাদিরগঞ্জ,
রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা : মাওলানা যাকারিয়া (ইমাম, উক্ত মসজিদ)

উপদেষ্টা : হাফেয় ইদৰীস আলী

পরিচালিকা : সাহেলা বাশার

সহ-পরিচালিকা : আসমা ফরিহা

সহ-পরিচালিকা : কামানা সুলতানা।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা : তাহীমা আখতার (৫ম)

২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা : রমজিতা আখতার (৭ম)

৩. প্রচার সম্পাদিকা : তাহীলা খাতুন (৭ম)

৪. সহিত ও পাঠাগৰ সম্পাদিকা : তাসমীন বাশার (৪র্থ)

৫. রাষ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা : সুমী আখতার (৪র্থ)।

(২৮০) শিশু বাগান জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহী
মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা : অধ্যাপক ইমদাদুল ইসলাম

(সিটি কলেজ, রাজশাহী)

উপদেষ্টা : মুহাম্মদ গোলাম করীর

পরিচালক : মুহাম্মদ আযাদ

সহ-পরিচালক : মুহাম্মদ সাজ্জদ হোসাইন

সহ-পরিচালক : মুহাম্মদ নাছিমদীন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক : মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

২. সাংগঠনিক সম্পাদক : মুহাম্মদ সাদাম হোসাইন

৩. প্রচার সম্পাদক : মুহাম্মদ আব্দুজ্জাহ

৪. সহিত ও পাঠাগৰ সম্পাদক : সোহাইল ইবনে সীনা

৫. রাষ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক : মুতাফীয়ুর রহমান।

(২৮১) শিশু বাগান জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহী
মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা : অধ্যাপক রেওওয়ানুল হক

(শাহমখদুম কলেজ, রাজশাহী)

উপদেষ্টা : অধ্যাপক আশরাফ আলী

পরিচালক : এইচ.এম. আহমদুল্লাহ সিরাজী

সহ-পরিচালক : মুহাম্মদ ওমর ফারুক

সহ-পরিচালক : রাজু আহমদ।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা : মুসায়াৎ সালমা খাতুন

২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা : মুসায়াৎ খুকুমপি

৩. প্রচার সম্পাদিকা : মুসায়াৎ প্রিয়ামপি

৪. সহিত ও পাঠাগৰ সম্পাদিকা : মুসায়াৎ আসমা খাতুন

৫. রাষ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা : মুসায়াৎ বৃষ্টি আরা খাতুন।

প্রশিক্ষণঃ

১. রাজশাহী যোলা ও মহানগরীঃ

(ক) ২ এপ্রিল ২০০২ মঙ্গলবাৰঃ অদ্য বাদ আছৰ হ'তে
বহুরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩০ জন সোনামণিৰ
উপস্থিতিতে সোনামণি সেনিয়া আক্তার-এৱ কুৱান
তেলোওয়াতেৰ মাধ্যমে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত
হয়।

প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ দেন অত্ মসজিদেৰ ইমাম মতিউৰ
রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অধিবে উপস্থিত ছিলেন,
'সোনামণি' কেন্দ্ৰীয় পরিচালক মুহাম্মদ আযীযুৰ রহমান। তিনি
'সোনামণি' সংগঠনেৰ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্ৰ, ইমান,
ইসলামেৰ তত্ত্ব এবং সোনামণিৰ অধিকাৰ সম্পর্কে শুল্কত্বপূৰ্ণ
আলোচনা রাখেন। আৱেও আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী
মহানগরীৰ প্ৰধান উপদেষ্টা ও রিভারভিউ স্কুলেৰ সহকাৰী শিক্ষক
মুহাম্মদ নূরুল ইদা। অনুষ্ঠান পরিচালনা কৰেন রাজশাহী
মহানগরীৰ সহ-পরিচালক মুহাম্মদ খুশিপদ আলম। অনুষ্ঠান
শেষে প্রশিক্ষণেৰ উপৰ বিশেষ প্ৰতিযোগিতা ও পুৱকাৱেৰ ব্যৰস্থা
কৰা হয়।

(খ) ১১ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবাৰঃ অদ্য বাদ আছৰ হ'তে
মিৰ্যাপুৰ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪৮ জন সোনামণিৰ
উপস্থিতিতে সোনামণি রায়িয়া সুলতানাৰ কুৱান তেলোওয়াত
এবং খাদীজাতুল কুৱাৰা-এৱ জাগৰণী পাঠেৰ মাধ্যমে 'সোনামণি'
প্রশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ দেন অত্
মসজিদেৰ মুহাম্মদ আযীযুৰ রহমান। প্ৰধান অতিথি হিসাবে
উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্ৰীয় পরিচালক মুহাম্মদ আযীযুৰ
রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনেৰ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্ৰ,
ইত্যাদি বিষয়ে শুল্কত্বপূৰ্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা
কৰেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীৰ সহ-পরিচালক মুহাম্মদ
খুশিপদ আলম।

(গ) ১২ এপ্রিল ২০০২ শুক্ৰবাৰঃ অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে
মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মৌহলপুৰে ৩৫ জন
সোনামণিৰ উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত
হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিৰে উদ্বোধনী ভাষণ দেন অত্ উপযোগী
সোনামণি পরিচালক আব্দুল আযীযু সৱকাৰ। প্ৰধান অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্ৰীয় পরিচালক মুহাম্মদ আবীযুর রহমান। তিনি সংগঠন, পথ চলা, কথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে শুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে রাজশাহী যেলার সোনামণি পরিচালক শরীফুল ইসলাম, অত্য উপযোলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা নিয়ামুদ্দীন ও উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

(৪) ২৬ এপ্রিল ২০০২ শুক্ৰবাৰঃ অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে মোহনপুর উপযোলার খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েৰ হল ভৰ্মে ২০৭ জন সোনামণি, ১০ জন যুবক এবং ১৪ জন অভিভাবকেৰ উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰে প্ৰধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় পরিচালক মুহাম্মদ আবীযুর রহমান। তিনি সুৱা লুক্ষ্মানেৰ ১৭ নং আয়াতেৰ আলোকে সোনামণিদেৱকে নিয়মিত ছালাত আদায়, তাল কাজেৰ পৰাৰ্মশ প্ৰদান, খারাপ কাজ থেকে বিৱৰণ থাকা, বিপদে দৈৰ্ঘ্য ধাৰণ কৰা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ও আকৰ্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। তিনি সোনামণি অভিভাবকদেৱ উদ্দেশ্য সোনামণি সংগঠনেৰ শুরুত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে সাৰ্বিক সহযোগিতাৰ উপৰ বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদেৱ মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় সহ-পরিচালক ডাঃ আনুসুম সাক্তাৱ, অত্য উপযোলার সোনামণি উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক আনুল আবীযুর সৱকাৱ, সহ-পরিচালক জান মুহাম্মদ প্ৰযুক্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাৰ্বিক সহযোগিতা কৱেন অত্য প্ৰামেৰ সোনামণি শাখাৰ উপদেষ্টা দিদাৰ বক্তৃ ও শমসেৱ আলী।

(৫) ১০ মে ২০০২ শুক্ৰবাৰঃ অদ্য সকাল ৮-৩০ মিঃ হ'তে রাজশাহী মহানগৰীৰ হাতেম থী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩২ জন সোনামণিৰ উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উদোখনী ভাষণ দেন মহানগৰীৰ প্ৰধান উপদেষ্টা নূরুল হুদা। প্ৰশিক্ষণ শিবিৰে প্ৰধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় পরিচালক মুহাম্মদ আবীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদেৱকে হাতে কলমে ওয়ু ও সাংগঠনিক বিষয়ে শুরুত্বপূর্ণ প্ৰশিক্ষণ দেন। অন্যান্যদেৱ মাঃ আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী মহানগৰীৰ সহ-পৰিচালক নয়ৱল ইসলাম ও খুৰশীদ আলম।

২. নাটোৱাঃ ১১ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবাৰঃ অদ্য শুকুলপঞ্চ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' নাটোৱ যেলার উদ্যোগে সোনামণিদেৱ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় সহ-পৰিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ ও রাজশাহী মহানগৰীৰ পৰিচালক মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

৩. পাৰ্বনাঃ ১৩ এপ্রিল ২০০২ শনিবাৰঃ অদ্য খয়েৱসূতী, পাৰ্বনা যেলার উদ্যোগে সোনামণি প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়েৰ উপৰ শুরুত্বপূর্ণ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৱেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় সহ-পৰিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ ও রাজশাহী মহানগৰীৰ পৰিচালক মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

সামষ্টিক পাঠচক্ৰঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবাৰ বাদ আছৰ হ'তে আল-মাৱকায়ল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদৱাসা সোনামণি শাখাৰ উদ্যোগে দুই শতাব্দিক সোনামণিৰ উপস্থিতিত সামষ্টিক পাঠচক্ৰ নামক বিশেষ আকৰ্ষণীয় সোনামণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সোনামণিদেৱ গঠনতত্ত্বেৰ ৯ম অধ্যয়েৰ ৫টি নীতিবাক্য ও ১০টি শুণাৰবলী মুহৰ্ত্ৰ কৱালো হয়। অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৱেন সোনামণি কেন্দ্ৰীয় সহ-পৰিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ এবং তাঁকে সহযোগিতা কৱেন অত্য মাদৱাসা শাখাৰ সকল সোনামণি দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বুদ্ধিমত্তা (ইংৰেজী)

SONAMONI (সোনামণি) ইংৰেজী শব্দটিৰ অক্ষৰ ভিত্তিক বিশেষণঃ

S= Study অৰ্থঃ অধ্যয়ন বা পাঠ। ইসলামী জ্ঞানার্জনসহ সকল বিষয়ে নিয়মিত লেখাপড়া কৱা প্ৰত্যেক সোনামণিৰ জন্য অত্যাবশ্যক।

O= Obedient অৰ্থঃ অনুগত বা কৰ্তব্যপৰায়ণ। মহান আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ), পিতা-মাতাসহ সকল অভিভাবক এবং সংগঠনেৰ সকল পৰ্যায়েৰ নেতা ও দায়িত্বশীলদেৱ নিৰ্দেশাবলী সোনামণিদেৱকে যথাযথভাৱে মেনে চলা একান্ত প্ৰয়োজন।

N= Nobility অৰ্থঃ মহত্বতা। সোনামণিদেৱকে কাজে কৰ্ম-আচৰণে মহৎ শুণৰ পৰিচয় দিতে হবে।

A= Abide অৰ্থঃ মেনে চলা। সংগঠনেৰ আওতাভুক্ত শিশু-কিশোৱদেৱকে সকল প্ৰকাৱ ইসলামী ও সংগঠনিক নীতিমালা ও নিৰ্দেশনা যথাযথ মেনে চলাৰ মানসিকতা অৰ্জন কৱতে হবে।

M= Model অৰ্থঃ আদৰ্শ। ভবিষ্যতে ইসলামী আদৰ্শ বাস্তবায়নেৰ জন্য সোনামণিদেৱকে সৎ, চৱিত্ৰিবান তথা মডেল হিসাবে গড়ে তোলা আমাদেৱ সকলেৰ দায়িত্ব।

O= Organization অৰ্থঃ সংগঠন। সোনামণি সংগঠনেৰ মাধ্যমে আদৰ্শ পৰিবাৱ, দেশ ও জাতি গড়ে তোলাৰ সৰ্বাঙ্গিক প্ৰচেষ্টা চালাণো এদেশেৰ সকল দায়িত্বশীলদেৱ অন্যতম দায়িত্ব।

N= Novice অৰ্থঃ শিক্ষার্থী বা শিক্ষানুৱাগী। সোনামণিদেৱকে সাঙ্গাহিক স্টেটক, সমাবেশ, প্ৰতিযোগিতা ও প্ৰশিক্ষণেৰ মাধ্যমে শিক্ষানুৱাগী কৱে গড়ে তোলা।

I= Intelligence অৰ্থঃ বুদ্ধি বা জ্ঞান। সোনামণিদেৱকে সকল কাজ ও বিষয়ে ইসলামী জ্ঞানার্জন ও বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন হ'তে হবে।

বাংলাদেশেৰ ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু-কিশোৱ তথা সোনামণিদেৱকে ইংৰেজী SONAMONI (সোনামণি) শব্দটিৰ অক্ষৰভিত্তিক বিশেষণেৰ আলোকে ইসলামী চেতনা সৃষ্টিৰ লক্ষ্য অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন ও চিনাশীল সোনামণি তৈৱীৰ নিমিত্বে মানসিক উন্নয়ন ঘটাণোৰ জন্যই সোনামণি সংগঠনেৰ এ ক্ষেত্ৰ প্ৰয়াস।

সুন্নাহ

-মাঝুর রশীদ
১ম শ্রেণী, আলীপুর সিনিয়র মাদরাসা
উজাল খলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

কুরআন আছে, হাদীছ আছে,
আছে নবীর সুন্নাহ
নবীর আদর্শে জীবন গড়
হে মুসলিম উম্মাহ।
কুরআন হাদীছ মেনে চল
এই দুনিয়ায় হবে সুবী।
পরকালে আমল দেখে
আল্লাহ তা'আলা হবেন খুশী।
নবীর সুন্নাহ—
সকল কালের জন্য এটা প্রযোজ্য,
কারো জন্য কোন কালে
হবে না তা অযোগ্য।
আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন
সুন্নাহ মতে চললে,
দয়াল নবী খুশী হবেন
হাদীছের কথা বললে।
নবীর সুন্নাহ টিকিয়ে রাখতে
বীরের মত মরব,
মরণ কালেও আমি
সুন্নাহর কথা বলব।
জীবন ভর আমি
সুন্নাহর উপর চলব
লোক সমাজে
সুন্নাহর কথা প্রচার করব॥

চল এগিয়ে চল

-আঙ্গুল মৃষ্টিত
১০ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা
সপুরা, রাজশাহী।

চল এগিয়ে চল তোরা
চল এগিয়ে চল
সমুখ পানে চল এগিয়ে
সোনামণির দল॥ এই
আমানিশার ঘোর কাটিয়ে
কুসংস্কারের জাল ভেদিয়ে
ডিঙিয়ে পর্বত হিমাচল॥ এই
খালেদ ত্বারেকের মত বীর হয়ে
মাথায় দামামার তাজ পরিয়ে
অন্যায় সব দু'পায়ে দল॥ এই
সমাজ বিপ্লবে তোরাই আশা
দেশ গঠনে দিবেই দিশা
শির উঁচু করে সামনে চল॥ এই
প্রণয়ে

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আহলেহাদীছ হওয়ার অপরাধে সমাজচুত্য

ইসলাম সার্বজনীন ও শান্তির ধর্ম। আর পবিত্র কুরআন ও ছইহ হাদীছ মানার মধ্যেই রয়েছে সেই শান্তি। কিন্তু যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছইহ হাদীছের অনেক অনুসারীই বিহ্বস্ত হয়েছেন সমাজ থেকে, ধিক্ত হয়েছেন নানাভাবে। এমনই একটি নির্ম ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী যেলার দুর্গাপুর উপযোলাবীন উজানখলসী প্রামে। ২০০০ সাল থেকে সেখানকার অধিকার্ণ লোক ছইহ হাদীছের আলোকে ইদের ছালাতসহ শারঙ্গি অন্যান্য হকুম-আহকাম মেনে চলতে থাকেন। সেকারণ সেখানে পৃথক দু'টি ইদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত ধারের একটি পাড়ার তিনটি পরিবার পবিত্র কুরআন ও ছইহ হাদীছ অনুসরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পার্শ্ববর্তী আহলেহাদীছ জামা'আতে এবারের টেন্দুল আয়হার ছালাত আদায় করলে পাড়ার অন্যান্য মুছল্লীরা তাদের উপর কন্দু মৃতি ধারণ করে। তারা উক্ত তিন পরিবারের কুরবানীর গোশত সমাজের অপরাপর কুরবানীর গোশতের সাথে না মিশিয়ে আহলেহাদীছ হওয়ার কৈফিয়ত তলব করে এবং এক পর্যায়ে সমাজ থেকে বিহ্বস্তরের ঘোষণা দেয়। উক্ত ঘটনা একজন স্থানীয় আলোম ও সমাজ প্রধানের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়।

৩০ বছরে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য ও অনুদান লুট হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বরকত বিবিসি'র সাথে সাক্ষৎকারে একটি ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। গত ১৪ এপ্রিল বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসকে প্রদত্ত সাক্ষৎকারে তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে প্রদত্ত বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। ডলারের হিসাবে তিনি বলেন যে, বিগত ৩০ বছরে প্রাণ বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ৪ হাজার কোটি ডলার। এই অর্থের ৭৫ শতাংশ লুটপাট হয়েছে। অধ্যাপক বরকত ৪০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়ম মূল্য ধরেছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে তিনি হয়ত বিনিয়ম হার ধরেছেন ৪৫ টাকা। এই অবস্থা ছিল অবশ্য ১৯৯৬-৯৭ সালে। এখন এই বিনিয়ম হার ধরে ৬০ টাকা। সেই হিসাবে ৪০ বিলিয়ন ডলার হয় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। এর তিন-চতুর্থাংশ হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

যাই হোক, তাঁর মতে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রণয়ন বা ডিজাইন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ই অত্যন্ত অসুচি। তাঁর মতে প্রকল্প ডিজাইন করার সাথে মানুষের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ ব্যাপারে বৈরাচারী সরকার বা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বিচিত সরকার কোন আমলেই জনগণকে বিশ্বারিত অবহিত করেনি। এমনকি যখন কোন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, তখন সেই প্রকল্পটির সাথে উন্নয়ন অংগীকারের কোন সম্পর্ক আছে কি-না সেটিও জনগণকে কোন সময় বলা হয়নি। তাঁর মতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে অর্থাৎ সরকারের

আমলা ও মন্ত্রী এরাই যে শুধু দুর্নীতির সাথে জড়িত তা নয়; বরং এটা দুই পক্ষেই ঘটে। এর সাথে দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী, দেশী ও বিদেশী পরামর্শক, দেশী ও বিদেশী কমিশন এজেন্ট, আমলা, রাজনীতিবিদ, নির্মাণ ঠিকাদারসহ বিভিন্ন স্তরের এলিট গোষ্ঠী সরাসরি সম্পর্ক। সেই সাথে আছে বিভিন্ন কাজের শুগাগতমানের হেরফের ও আমদানীকৃত মূল্য সামগ্রীর অতিরিক্ত মূল্য দেখানো।

সেন্ট মার্টিনে মালয়েশিয়া বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে মালয়েশিয়া আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মায়ানমার সংলগ্ন হওয়ায় টেকলাফ ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে মালয়েশীয় বিনিয়োগকারীরা বিশ্বমানের পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে।

গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশে সফররত মালয়েশীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও পর্যটনমন্ত্রী দাতুক আবদুল কাদির বিল শেখ ফাদজির এবং বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মদ নাহিরুল্লাহনের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংপ্রিষ্ঠ বিষয়ে আলোচনাকালে মালয়েশীয় মন্ত্রী ঐ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিমান ও পর্যটনমন্ত্রীর সচিবালয়স্থ অফিস কক্ষে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে মালয়েশীয় মন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বাংলাদেশের পর্যটনের উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখানো হয়। তাঁরা সেন্টমার্টিন দ্বীপ দেখে অভিভূত হন। এ সময়ে মালয়েশীয় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন বৃক্ষ রচনা করতে চাই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স বাংলাদেশী পর্যটকদের নিয়ে প্যাকেজ ট্যুর শুরু করেছে। আমি চাই মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স যেন মালয়েশিয়ার পর্যটকদের নিয়ে একই ধরনের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করে। এর জবাবে বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মদ নাহিরুল্লাহ বলেন, এ ধরনের ব্যবস্থা করা হ'লে আমদের পর্যটন কর্পোরেশন মালয়েশীয় পর্যটকদের বাংলাদেশ ঘুরে দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

মোট বৈদেশিক সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশী দেয় জাপান, অন্যেরা শুধু বড় বড় কথা বলে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন বিদেশী সাহায্য নির্ভর নয়। বাংলাদেশের মোট উন্নয়ন বায়ের মাত্র ৭ শতাংশ আসে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ থেকে। আর মোট বৈদেশিক সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশী দেয় জাপান। কিন্তু জাপান কখনো কোন বিষয়ে হৈচৈ করে না এবং বড় বড় কথাও বলে না। সাহায্যে যে সব দেশের অংশ অনেক কম, তারাই বড় বড় কথা বলে। জাপানী অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বৃত্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিরিক্ত বক্তৃতায় মন্ত্রী গত ২১ এপ্রিল একথা বলেন।

এম, সাইফুর রহমান বলেন, বছরে ৫/৬টি দেশ থেকে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তার অর্ধেকেরও বেশী পাওয়া যায় কেবল জাপান থেকে। কিন্তু পশ্চিমা দেশের বাড়াবাড়িতে মন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করে একথা বলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকাল

থেকে জাপান বাংলাদেশের বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নৌরূব অবদান রেখে চলেছে। গত ৩০ বছরে কেবল জাপানই ৬শ' কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিয়েছে। অর্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি আলোচ্য সময়ে মাত্র ১শ' কোটির কিছু বেশী ডলারের সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু সর্বাংকেশ্বরী বেশী সহায়তা করেও কখনো জাপান কোন বিষয়ে হৈচৈ করেনি। এর খুল রয়েছে জাপানের এশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বোধ।

আদমজী জুট মিল, চিটাগাং স্টিল মিল ও বিমান বেসরকারীকরণ করা হবে

বিশেষ পছ্যায় আদমজী জুট মিল, চিটাগাং স্টিল মিল ও বিমান বেসরকারীকরণ করা হবে। যতই শ্রমিক বিক্ষেপ হোক খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না। কারণ কোন অবস্থাতেই নিউজপ্রিন্ট মিল লাভজনক হবে না। আর ভর্তুক দিয়েও এ মিল চালু রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ বিষয়ে অর্থনৈতিক রিপোর্টার্স ফোরামের (আইআরএফ) সাথে এক আলোচনায় প্রাইভেটেইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ইনাম আহমাদ চৌধুরী একথা বলেছেন।

জনাব চৌধুরী বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় ঢিকে থাকতে বেসরকারীকরণের বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশই দ্রুতগতিতে বেসরকারীকরণ করে চলেছে। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বেসরকারীকরণ করেছে। আমরাও দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ম্যব্রুত করতে বেসরকারীকরণ করছি, বিশ্ব ব্যাংকের চাপে নয়। বেসরকারী খাতকে কার্যকর, আরো শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করতে চাই। তিনি প্রসঙ্গত বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বেসরকারীকরণের ফলে বাস্তবিক অর্থে কেউ চাকরি হারায় না; বরং চাকরির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনাব ইনাম আহমাদ বলেন, চলতি সালে (২০০২) বর্তমান তালিকার ৮০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হবে। এ তালিকায় মোট ৭৮টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে আগে ৩২টির তালিকা ছিল, এবার আরো ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের অনুমোদন হয়েছে। এই ৭৮টির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই লোকসানী প্রতিষ্ঠান। তিনি আরো বলেন, এখনো বছরে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুক দিতে হচ্ছে। এটা আর সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই রক্ষণশীল বক্ষে বেসরকারীকরণের বিকল্প নেই।

দেশে অ্যাজম্যায় ৭০ লাখ ও যক্ষ্মায় ৫০ লাখ মানুষ ভুগছে

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অ্যাজম্যা রোগে ভুগছে। আরো প্রায় ৫০ লাখ মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। বিভিন্ন সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন।

গত ৭ মে বিশ্ব অ্যাজম্যা দিবস ২০০২ উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বক্ষব্যাধি বাংলাদেশে একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। পরিবেশ দূষণ ও ধূমপানের কারণে দেশে ক্রনিক ব্র্যাকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সার ও নিউমোনিয়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। দেশের

জুন ২০০২

মাসিক আত-তাহরীক ১৫ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ১৫ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ১৫ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ১৫ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা

মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালন নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ বলে মন্ত্রী মত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেসিপিরেটরী ইউনিট চালু করা যায় কি-না সরকার তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

কাঁচা ঘাস লতা-পাতা খেয়ে জীবন যাপন

যশোর উপহেলার শুভো বাগডাঙ্গা গ্রামের অশোক কুমার বিশ্বাস প্রতিদিন তিনি বেলা খাবার হিসাবে গোঁথাসে কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা, শাক-সবজি খেয়ে থাকেন। নিজের লেখা গানের কলি 'মানুষ অভ্যাসের দাস, বাঁচতে পারে খেয়ে লতা-পাতা, ঘাস'- শুনগুনিয়ে গেয়ে সকাল, দুপুর ও রাতে খাবার হিসাবে খান ঘাস, লতা-পাতা। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও সত্য যে, তিনি দীর্ঘ ৩ বছর যাবত এই অভ্যাস অনুযায়ী ঘাস, লতা-পাতা খাচ্ছেন। তবে শুধু রাতে কাঁচা ঘাসের সাথে আধা ছটাক চালের ভাত খান। তিনি বাধারপাড়া ডিঝী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাথমিক।

একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাথমিক অশোক কুমার বিশ্বাস জানান, মাঠ ও বিল থেকে সবুজ কাঁচা ঘাস, শাক-সবজি, ধানকুচি, লতা-পাতা সংগ্রহ করে পানিতে ধূয়ে প্রতিদিন রুটিন মাফিক খাবার হিসাবে খান। এতে কোনুন্মত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গত ৩ বছরে হয়নি।

মেঘনাবক্ষে লঞ্চডুবি, নিঃহত তিনি শতাধিক

চাঁদপুরের মতলব থানাধীন ষাটন্ল এলাকায় উন্নত মেঘনা নদীর বক্ষে কালবৈশাখীর হিস্তে ছেবলে মর্মাঞ্চিক শৃঙ্গ ঘটেছে চার শতাধিক লঞ্চডুবীর। গত ৩০ মে সকা঳ ৭-টায় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে পটুয়াখালীর রাসাবালির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় দ্বিতীয় লঞ্চ এমভি সালাউন্ডীন-২। জায়গার তুলনায় অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই থাকায় এমনিতেই লঞ্চের অবস্থা ছিল টালমাটল। তার উপর কাঠপট্টি স্টেশন থেকে লঞ্চের ডেকে তোলা হয় প্রচুর চালের বস্তা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর দমকা বাতাস দেখেও সারেৎ সামান্যতম সতর্ক হয়নি। সে ৫ শতাধিক যাত্রীর প্রাণ হৃষকির মুখে ঠেলে দিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখে। রাত ৯-টা থেকে সাড়ে ৯-টার মধ্যে পুরনো আমলে তৈরী লঞ্চটি যখন ষাটন্ল এলাকায় প্রশান্ত মেঘনাবক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় আসে ঠিক তখনই প্রচুর বৃষ্টিপাতের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড়ের এক ধাক্কায় লঞ্চটি কাত হয়ে পড়ে যায়। এমভি সালাউন্ডীন-২ ছুবে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, ঐ সময় সে অপর একটি লঞ্চের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল ও ধাক্কা খেয়ে টুলছিল। তাল সামলানোর আগেই ঝড়ের আঘাতে একদিনে কাঁৎ হয়ে ছুবে যায়। যাত্রীদের কোন প্রকার সহ্যে না দিয়েই কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চটি সমস্ত যাত্রী নিয়ে ১৫০ ফুট গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। নিমজ্জিত হওয়ার ৫৮ ঘণ্টা পর এমভি সালাউন্ডীন-২ কে উদ্ধার করা হয়।

৫০০ জন যাত্রীর মধ্যে এ দুর্ঘটনায় ৩৬৩ নিঃহত হয়েছেন। ৪০/৫০টি লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেন বলে নির্বোজ ব্যক্তিদের আয়ো-স্বজনরা জানান। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেঘনার স্রোতে ভাটি এলাকার দিকে আরো ৩০/৪০টি লাশ তারা ভেসে যেতে দেখেছে। ষাটন্ল এলাকার আশপাশেও কয়েকটি লাশ

তাসতে দেখা গেছে। এছাড়া দুর্ঘটনার পরপরই জেলে নৌকা ও দুটি লঞ্চের মাধ্যমে ৮০ থেকে ৯০ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এত অধিক সংখ্যক যাত্রী নিঃহত হওয়ার অন্যতম কারণ হ'লঃ এ স্থানে পানির নীচে ছিল কারেন্ট জালের বিস্তৃতি। যাতে পুরা লঞ্চটি জড়িয়ে যাওয়ায় কোন যাত্রী বের হতে পারেনি।

একই কোম্পানীর সালাউন্ডীন-৩ লঞ্চটি ১৯৯৭ সালের ৮ নভেম্বর চাঁদপুরে ছুবে যায়। দুর্ঘটনা কবলিত এসব লঞ্চের নিঃহত যাত্রীদের সবার লাশ পাওয়া যায় না। কারণ মালিক টাকা দিয়ে এক শ্রেণীর ডুর্যুলীদের মাধ্যমে মৃত যাত্রীদের পেট কেটে সব কিছু বের করে দেয়। ফলে ঐ লাশ আর কোন দিন ভেসে ওঠে না। কেউ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না। মালিক বেচে যায়।

গত ২৬ বছরে ৪৯৬টি লঞ্চ দুর্ঘটনা হয়েছে। সমস্থায়ক তদন্ত কর্মিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু একটিরও সুফারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ মালিক পক্ষ টাকার জোরে কর্তৃপক্ষের মুখ বৰ্জ করে রাখে। রিপোর্টে অনভিজ্ঞ চালক সারেং, অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, লঞ্চের বাতি ও সার্চ লাইটের অভাব, নদীতে সংকেত বাতির অপ্রতুলতা, নদীপথে ছুবোচের ও কারেন্ট জাল ইত্যাদির কথা বলা হলেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

(আমরা এই মর্মাঞ্চিক দুর্ঘটনায় নিঃহত যাত্রীদের অকাল মৃত্যুতে গভীর দৃঢ় প্রকাশ করছি এবং তাদের শোক সন্তুষ্ট পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জাপন করছি। -সম্পাদক)

বিশাল আকার-আয়তন নিয়ে সন্ধীপ উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে

ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ 'হংগুরীপ' খ্যাত সাগরের টিপ সন্ধীপ তার উত্তর-পশ্চিম উপকূল ভাগ ছুড়ে দ্রুমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অগভীর এবং নিস্তরঙ্গ সাগরকূলে জাগাছে বিশাল আয়তনের চর। ভাটার পর মালার মত চরের পর চর দেখা যাচ্ছে। এর অনেকগুলি জোয়ারের সময়ও হচ্ছে দৃশ্যমান। অভূতপূর্ব বেশী মাত্রায় ক্রমাগত পলি সঞ্চয়নের অব্যাহত ভূমিরূপ তাস্তুক ও ভূগঠনিক জাটিল প্রক্রিয়াকে লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে এখনই ধরে বাঁচার এবং বিবর্ধন-বিবর্তনে সহায়তা প্রদানের উপর জোরালো তাপিদি দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ অহল। তাতে নতুন চরমালা কালের বিপন্ন জনপদ সন্ধীপকে সুনিচিতভাবে রক্ষাই শুধু করবে না, উপরস্তু অন্যুর ভবিষ্যতে বৃহত্তর নোয়াখালীর চরাঞ্চল, উপকূলভাগের সাথে যুক্ত করবে। বিশাল-বিত্তীর্ণ নয়া জনবসতি ও ফসলি এলাকা সৃজন করবে। নতুন সঞ্চারমান চরপুঁজের আয়তন প্রায় ১৮০ কিলোমিটার।

রাণবিৎ প্রফেসর আয়হারুল ইসলামের 'আইসেক্স' পুরস্কার লাভ

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিবর্তুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ.কে.এম, আয়হারুল ইসলামকে ৫৬ জাতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি-এর ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (Islamic Education, Science & Cultural Organization (ISESCO) 'আইসেক্স' ২০০১

বিজ্ঞান পুরুষারে ভূষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তিনি এই প্রথম এই পুরুষার লাভের গৌরব অর্জন করলেন। ফালিয়া-হিল হাম্বু।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ সংযুক্ত আরব আমীরাতের শারজাহতে এক বৰ্ষাত্য অনুষ্ঠানে শারজাহর শাসক ডঃ শেখ সুলতান বিন মুহাম্মদ আলী কাসিমী প্রফেসর আজহারুল ইসলামকে পুরুষার বাবে সম্মাননা প্রদ ও ৫ হাজার ডলারের চেক প্রদান করেন।

ডঃ আয়হারুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে বগুড়া যেলার সারিয়াকানী থানাধীন হাসনার পাড়া থামে এক সন্তুষ্ট আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ময়েজউদ্দীন ও মাতা মরহুমা আয়েশা থাতুন। ডঃ ইসলাম গ্রামের কুল থেকে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯৬১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৮ ম স্থান অধিকার করেন এবং এইচ, এস,সি পরীক্ষায় একটি পত্রের পরীক্ষা না দিয়েও ৫ ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম এবং ১৯৬৭ সালে মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম হন। শিক্ষা জীবনে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে ‘পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র’ হিসেবে প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পুরুষার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৮৪ সালে ‘প্রফেসর’ পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৬৯ সালে লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্পেরিয়াল কলেজ থেকে ডি.আই.সি এবং ১৯৭২ সালে লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি ডিপ্লো লাভ করেন। তিনি কানাড়া ও আমেরিকাসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ২৫টি দেশ ভ্রমণ করেন। এ পর্যন্ত তিনি ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অশেষ সুনাম অর্জন করেন।

ডঃ আয়হারুল ইসলাম লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্পেরিয়াল কলেজ ল্যাব, অ্যাক্রোড-এর রাদারফোর্ড ল্যাব, রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেজে, থমসন ল্যাব, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যার্ভেন্স ল্যাব এবং তারতের ব্যাক্সলোরের জওহরলাল নেহের সেন্টার ফর এ্যাডভাসড রিসার্চ-এর ভিজিটিং ফেলো। এ পর্যন্ত তাঁর ১০০টিরও বেশী গবেষণা প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জ্ঞানালোগে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি এটি পাঠ্যপুস্তকের প্রণতা। এছাড়াও তিনি লঙ্ঘন ইনসিটিউট অব ফিজিঝেল ল্যাবরেটরি নির্বাচিত ফেলো। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স-এর ফেলো ও ইতালীর বিশ্ববিশ্বিশ্ব আন্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিঝ-এর সিনিয়র এসোসিয়েট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আমেরিকান এসোসিয়েটস এ্যাডভাসডেন্ট অব সায়েন্স এবং বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান অনুষদের ভৌগোলিক সিনেট ও সিভিকেট সদস্য, হাউজ টিউটর ও প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রী কমিশনের গঠিত বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত ‘শিক্ষা সংক্ষার’ জাতীয় কমিটির তিনি সদস্য মনোনীত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বহু

কার্যালয়ের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ রেড ফিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, আশুমান-ই মফিদুল ইসলাম, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠিত বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। রাজশাহী এহানগরী ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র প্রতিষ্ঠান পর হতেই তিনি এর উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন।

গত ১০ই এপ্রিল বুধবার সকাল ১১-টায় কার্য নয়কুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তে তাঁকে সম্মানিত করে আরাক ক্রেস্ট উপহার দেন মাননীয় ভাইস চ্যাপ্সেল প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী। অনুষ্ঠানে বজাগণ দেশের জন্য এই বিরল সম্মান আনয়নকারী অনন্য প্রতিভার অধিকারী প্রফেসর ইসলামের প্রতি সরকারী অনীতার বিকৃক্তে ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানের পদে দেশেই বহু প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানো সম্ভব। সাথে সাথে দেশ থেকে মেধা পাচার বক্স করাও সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, লঙ্ঘনে ব্যাপক চাহিদা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের সেবা করার জন্য নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সীমিত স্মোগ-সুবিধার মধ্যেই কঠিন সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁর মৌলিক গবেষণায় সাফল্য লাভ করেন। এখনও তিনি দিনরাত বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর স্তু ডঃ শামসুন্নাহার ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও বর্তমান চেয়ারপারসন।

মেঘনাবক্ষে নিমজ্জিতদের পরিবারবর্গকে লাশপ্রতি এক লাখ টাকা করে 'সান্তুনা অনুদান' প্রদান করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা 'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা 'আত ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ' আল-গালিব গত তৰা মে দিবাগত রাত্রিতে টাঁদপুরের অদূরে ষাটলে মেঘনাবক্ষে নিমজ্জিত 'সালাউদ্দীন-২' ডবল ডেকার লাক্ষের প্রায় চার শতাধিক অসহায় যাতীর আকস্মিক মর্মাত্মিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁরে শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও নিহত মুসলিমদের রাহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের 'দ্রুত বিচার' আইনে দুষ্টামূলক শাস্তি দাবী করেন এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে লাশ প্রতি একলাখ টাকা করে 'সান্তুনা অনুদান' প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিপ্রাধীদলীয় নেতী, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, ডান ও বাম কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকে দ্রুত দুর্ঘটনাহুলে পোছে নিহতদের আশীর্য পরিজনকে সান্তুনা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষেত্র প্রকাশ করে বলেন, দলীয় কোন লোকের আহত বা নিহত হবার খবরে যেভাবে নেতাদের সক্রিয় হ'তে দেখা যায়, স্বর্ণকালের এই ভাবাবহতম দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি তাদের মধ্যে সেটি পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিষয়টি জনগণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তিনি রাজনীতিবিদ হবার চাইতে মানবতাবাদী হবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদেশ

শুণে ইসরাইল ও মার্কিন বিরোধী স্মরণকালের বৃহস্তর বিক্ষেপ মিছিল

ফিলিস্তীনে ইসরাইলী বর্বর আগ্রাসন ও ইত্যাকান্তের বিরুদ্ধে গত ১৪ এপ্রিল লক্ষ্যধর্ম মানুষের প্রচণ্ড প্রকল্পিত হয়ে উঠে লওন নগরী। নির্ধারিত সময়ের আগেই লভনের ঐতিহাসিক হাইড পার্ক শান্তিকামী জনতার উত্তীর্ণ তরঙ্গে জনসমূহের রূপ নেয়। ধৰ্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সময়ে জনতার গগনবিদ্রী শ্লোগনে মুক্তির হয় রাজপথ, জনপদ। বিশাল রাজপথে সকল যানবাহন বন্ধ ছিল। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ হাত নেড়ে প্রতিবাদী জনতাকে সমর্থন জানায়। ইসরাইল ও মার্কিন বিরোধী স্মরণকালের বৃহস্তর এই বিক্ষেপট মিছিলটি ছিল কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ। প্রতিবাদী জনতা মিছিল নিয়ে হাইড পার্ক থেকে ট্রাফিলগার ক্ষেত্রে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হন। দেড় লাখ মানুষের স্থান সংকুলান হয় যেখানে সেই ট্রাফিলগার ক্ষেত্রে তিন ধারণের ঠাই ছিল না। অন্যান্য চতুর্দিকের সড়ক ও ভবন ছিল লোকে লোকারণ্য। সমাবেশে মুসলিম মেত্বন্দের মধ্যে বজ্য রাখেন স্বীকৃত অব আল-আকহা'র চেয়ারম্যান ইসরাইল পেটেল, ইনষ্টিউট অব ইসলামিক পলিটিক্যাল থট-এর ডাইরেক্টর ড. আয়ম তালীমী, মুসলিম এইড চেয়ারম্যান ইকবাল সাকারাইন ওবিই, ইসলামিক হিউম্যান রাইট কমিশনের চেয়ারম্যান মাসুদ শাদজারেহ, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এসেসিসিয়েশনের আলী আলমী প্রমুখ। বঙ্গোয়া ইসরাইলী আগ্রাসন, কেবল আমেরিকার ভূমিকার নিন্দা করেন। তাঁরা জাতিসংঘের প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

যৌন কেলেক্ষারির অভিযোগে ১৭৬ জন মার্কিন ধর্ম্যাজক বরখাস্ত

গত চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ২৮টি স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলিভিয়ার ১৭৬ জন ধর্ম্যাজককে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের সকলের বিরুদ্ধেই শিশু-কিশোরকে যৌন নিয়ন্তনের শুরুত অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আরো ২৬০ জনের তালিকা আদালতকে দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের রোমান ক্যাথলিক চার্চের মোট ৪৬০৭৫ জন ধর্ম্যাজকের মধ্যে ১২ শতাধিকের বিরুদ্ধেই চার্চে ধর্মীয় শিক্ষা নিতে আগত শিশু, কিশোর-কিশোরাদের সাথে একযুগেরও অধিক সময় আগে থেকে যৌন সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওয়ার্যাশিটেন পোষ্টের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া এবং ম্যাসেচুসেটস স্টেটেই ৫৫০ জন তরুণ-তরুণী ধর্ম্যাজক কর্তৃ যৌন উৎপীড়নের শিকারের অভিযোগ করেছেন।

ইরাকী তেল আমদানী নিষিদ্ধ করে মার্কিন সিনেটের রায় মার্কিন সিনেট ইরাক থেকে তেল আমদানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই বিলের মাধ্যমে ইরাকে উৎপাদিত তেল আমদানী থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত রাখা হবে। সিনেটে উত্থাপিত এ সংক্রান্ত একটি যুরোপীয় সংশোধনী প্রস্তবের পক্ষে ৮৮ ভোট এবং বিপক্ষে ১০ ভোট পড়ে। মার্কিন তেল কোম্পানীগুলিকে ইরাক থেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানী বন্ধ করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী বিল আনা হয়। এ বিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এবং পরামর্শনীতির বিরোধী হওয়ায় ইরাক থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়।

পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীন স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চলে ইসরাইলী হামলার প্রতিবাদে বাগদাদ গত ৮ এপ্রিল ৩০ দিনের জন্য তেল রফতানী বন্ধ ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থা নেয়। উল্লেখ্য, গত ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬ লাখ ব্যারেল তেল আমদানী করে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এর সিংহভাগই আসে কানাডা, সেন্ট্রী আরব এবং ভেনিজুয়েলা থেকে। এর মধ্যে ইরাক থেকে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ তেল আমদানী করা হয়।

ত্রিটেনে অর্ধেকেরও বেশী তরুণ মাদকাস্তু
ত্রিটেনের মেট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ এবং তরুণ সমাজের অর্ধেকেরও বেশী অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ লোক অবৈধ মাদক সেবন করে। স্থানীয় একটি সংবাদপত্র এ তথ্য জানায়।
ত্রিটেনের অবজারভার পত্রিকার আইসিএম জরিপে বলা হয়, দেশের ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ অবৈধ মাদক সেবন করে। এছাড়া ৫০ লাখ লোক নিয়মিত ক্যালাবিস এবং ২০ লাখেরও বেশী লোক নিয়মিত একষ্টাইম, এমফেটামিন ও কোকেন সেবন করে। ইউরোপীয় মনিটরিং সেন্টার অব ড্রাগ এও ড্রাগ এ্যাডিকসন-এর তথ্য অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নভৰ্তুক দেশগুলির মধ্যে মাদক সেবনের ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে ত্রিটেনের অবস্থান শীর্ষে।

দৃ কেরিয়ায় চীনা বিমান বিধ্বন্ত, নিহত ১০৯
চীনের একটি যাত্রীবাহী বিমান গত ১৫ এপ্রিল ১৬৬ জন আরোহীসহ দক্ষিণ কোরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে বিধ্বন্ত হ'লে এর শতাধিক যাত্রী ও ক্রু নিহত হন। এয়ার চায়নার বোয়িং ৭৬৭ বিমানটি ১৫৫ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্রু নিয়ে চীনের রাজধানী বেইজিং থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার পুসান শহরে যাওয়ার সময় দুর্ঘেগুর্ণ আবহাওয়ার দরুণ উক্ত পার্বত্য এলাকায় দঘটনার কবলে পড়ে বিধ্বন্ত হয়। বিমানটির অন্তত ১০৯ আরোহী নিহত হয়েছেন এবং ৫৪ জন আরোহীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর যাত্রীদের অধিকাংশই দক্ষিণ কোরিয়া নাগরিক। দঘটনার সময় উক্ত এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আকাশ ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। বিমানটি ভূমিতে আছত্তে পড়ার পর এটিতে আগুন ধরে যায়। উল্লেখ্য, এয়ার চায়না বিমান সংস্থার ৫৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল।

অৎ সান সুচির মুক্তি লাভ

মিয়ানমারের বিরোধী দলীয় নেতী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচির দেশের সামরিক জাত্তি গত ৬ মে মুক্তি দিয়েছে। সুচি গত ১৯ মাস গৃহবন্দি ছিলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরপরই তিনি ইয়াংগুনে দলীয় সদর দণ্ডে যান এবং গণতান্ত্রের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বিশ্ব দেৃত্বন্দ সুচির মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সামরিক সরকারের মুখ্যপাত্র কর্নেল হায় মিন বলেন, সুচি এখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা সহ সব ধরনের কাজ করার স্বাধীনতা ভোগ করবেন। তবে সরকারি বিবৃতিতে সুচির নাম উল্লেখ না করে সব নাগরিককে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানের কথা বলা হয়।

সরকারি ঘোষণা শুনে হায়ার হায়ার সুচি সমর্থক এবং রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি'র (এনএলডি) কর্মী তাদের নেতীকে শুভেচ্ছা জানাতে ইয়াংগুনের ইনিয়া লেকের পাশের বাড়িতে ছেটে। জনতা 'সুচি বিন্দাবাদ' শ্লোগনে চারদিক মুক্তির করে তোলে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সুচি এ বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন। কিছু পরে একটি টয়োটা সিডান গাড়িতে চড়ে ৫৬ বছর বয়স্ক সুচি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর বাড়ির চারপাশ ও রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য

গাড়িটিকে একেবারে ধীর গতিতে চলতে হয়। গাড়িটি সোজা গুণগতিকে সদূর দণ্ডের এসে পৌছে।

বন্দিদশা থেকে মুক্তির পর দলীয় কার্যালয়ে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সুচি বলেন, তাঁর চলাচলের উপর কোন বিধিনিষেধ নেই। তাই সঙ্গব্য শ্রেষ্ঠ উপায়ে তিনি দেশ ও দলের জন্য তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বহিকৃত স্কুল ছাত্রের গুলীতে নিহত ১৮ জন
আর্মেনীয় একটি স্কুলে এক বহিকৃত ছাত্রের গুলীতে ঘাতকসহ ১৮ জন নিহত হয়েছে। পরে এ ছাত্র নিজেও গুলীতে আঘাতহাতী করে। পুলিশ জানায়, আর্মেনীয় পূর্বাঞ্চলীয় এরফট শহরের গুটেনবার্গ হাই স্কুলে সকাল ১১-টার দিকে এ মরাণ্টিক ঘটনা সংঘটিত হয়। স্কুলে প্রায় ৭৩' ছাত্র এ সময় পরীক্ষা দিচ্ছিল। নিহতদের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক ও ২ জন স্কুলের শিক্ষ। সম্প্রতি তাকে স্কুল থেকে বহিকৃত করা হয়েছিল।

ভারতে শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন ব্রহ্ম ক্ষেপণাত্মের সফল পরীক্ষা

ভারত ও রাশিয়া গত ২৮ এপ্রিল যৌথভাবে নির্মিত শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন ক্রজ মিসাইলের সাফল্যজনক পরীক্ষা চালিয়েছে। এ ক্ষেপণাত্মের নাম দেওয়া হয় ব্রহ্ম। ক্ষেপণাত্মিতির পার্শ্বে ৩০০ মাইল এবং তা ২শ' কেজি প্রচলিত যুদ্ধাত্মক বহনে সক্ষম। গত বছর জুনে এ ক্ষেপণাত্মের প্রথম পরীক্ষা চালানো হয়। একজন সামরিক মুখ্যপাত্র বলেন, ২৬ ফুট দীর্ঘ এ ক্ষেপণাত্ম আহাজ ও বিমানসহ বিভিন্ন মাঝে থেকে নিষ্কেপ করা যাবে। আহাজ থেকে নিষ্কেপ করা হলে ক্ষেপণাত্মটি ১৪ কিলোমিটার উচ্চতায় শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিবেগে উড়ে যেতে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল
গার্লস স্কুলে পড়ুয়া মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ভাল রেজাল্ট করছে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ৩২ বছরের পুরাতন একটি আইন পরিবর্তন করার পরিকল্পনা গৌহীত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলকে বর্তমানের পাবলিক স্কুলের মত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ যাতে মনোযোগ দেয় সে লক্ষ্যে বৃশ প্রশাসন আইন অগ্রয়নের উদ্দেশ্য নিয়েছে।

নর্দান আয়ারল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি গার্লস স্কুলের বিগত ১০ বছরের রেজাল্ট পর্যবেক্ষণের পর যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে যে, পৃথক স্কুলে মেয়েরা ভাল রেজাল্ট করছে। ১৯৭০ সালে 'টাইটেল ধস' নামে প্রণীত আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ছেলে কিংবা মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপনের সুযোগ নেই এবং এটা সংবিধানের ১৪ নথর সংশোধনীরও পরিপন্থী।

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা জানান, ৩২ বছর পর্বের বিধানটিকে তারা সংশোধন করতে চান। নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে দু'ধরনের অথাই চালু থাকবে। ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছামত যেকোন প্রধা বেছে নিতে পারবে। শিক্ষা বিভাগের জন্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, এর ফলে লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, 'ব্রাইটার চয়েজ ফাউণ্ডেশন' নামক বেঙ্গাসেবী সংগঠন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১১টি গার্লস স্কুলের শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণের জন্য তুমিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রস্তাৱ করা হয়েছে। ব্রাইটার চয়েজ ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট টম ক্যারল বলেছেন, এর ফলে গার্লস স্কুলের আবশ্যকতার ঝীকৃতি অঙ্গীত হ'তে চলেছে। ইতিমধ্যে সিনেটের হিলারী ক্লিনটনের সমর্থনে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের অনুমোদন প্রদানের একটি বিল হাউজে উপায়ন করেছেন টেক্সাসের রিপাবলিকান সিনেটের ক্যাবেইলী হোচিশন।

স্টুডী আরবে বোমা হামলার সাথে জড়িত ২ বৃটিশ নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড

বেশ কয়েকটি বোমা হামলার ঘটনার সাথে জড়িত অভিযোগে স্টুডী আরবে এক বৃটিশ ও এক কানাডীয় নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরো ৪ বৃটিশ নাগরিককে ১৮ বছর পর্যন্ত কানাদণ্ড দেওয়া হয়। ডেইলি মেল পত্রিকা লিখেছে, আলেক্সান্দ্রা মিশেল (৪৪) নামে স্কটল্যান্ডের এক নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গাড়ীতে বোমা পেতে একজন সহযোগীকে হত্যার কথা সে বীকার করে। গার্ডিয়ান পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, উইলিয়াম স্যাম্পসন নামে আরেক কানাডীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালের নভেম্বরে রাজধানী রিয়াদে এক গাড়ীবোমা বিস্তোরণে ক্রিস্টোফার রোডওয়ে নামের এক বৃটিশ নাগরিক নিহত হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত সদেছে ৯ ব্যক্তিকে প্রেফতার করা হয়। এক সংগ্রহের ক্ষম সময়ের মধ্যে আরেক ঘটনায় আরো দুই বৃটিশ ও এক আইরিশ মহিলা আহত হয়। স্টুডী সরকার জানায়, পচিমা নাগরিকদের লক্ষ্য করে যে কয়েক দফা বোমা হামলা চালানো হয়, তার সাথে মাদক ব্যবসার ঘোষ রয়েছে।

স্টুডী আরবে ১৩ সহস্রাধিক অবৈধ অভিবাসী প্রেফতার

স্টুডী আরবের উত্তরাঞ্চলে গত এক বছরে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশ ৯ হাবার ১শ' ব্যক্তিকে প্রেফতার করেছে। রাজধানী রিয়াদের ৫শ' কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত হাফেরে আল-বাতিন এলাকায় এই প্রেফতার অভিযান চালানো হয়। প্রেফতারকৃতদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই রয়েছে। এছাড়া মদীনা ও আশপাশের এলাকা থেকে আরো ১২ শতাধিক অবৈধ অভিবাসীকে প্রেফতার করা হয়। এদের বেশির ভাগ হজ্জ বা ওমরা করতে এসে দেশে আর ফেরত যায়নি। তিসা বা কাজের মেয়াদ শেষ হলেও দেশে ফিরে না যাওয়ায় মকা থেকে নিরাপত্তাকর্মীরা প্রায় ৩ হাবার লোককে প্রেফতার করে। স্টুডী কর্তৃপক্ষ অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালায়। এদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। দেশটিতে ৭০ লাখের মত বিদেশী শ্রমিক কাজ করে। সরকার বর্তমানে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ নির্মসাহিত করছে। এ লক্ষে রিক্রুটমেন্ট ফি বৃদ্ধি ও দেশীয় লোক নিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের গণভোটে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিজয়

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তাঁর ক্ষমতায় অবস্থানের পক্ষে ৯৭ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে 'গণভোটে' বিজয়ী হয়েছেন। জেনারেল মোশাররফের ক্ষমতার মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধির ব্যাপারে গত ৩০ এপ্রিল এক গণভোটে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইরশাদ হাসান খান বলেন, জনাব মোশাররফ ৪ কোটি ২৮ লাখ 'হ্যাঁ' ভোট পেয়েছেন। তাঁর

বিপক্ষে অর্থাৎ 'না' ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৬৩' ৭৬টি। ২ লাখ ৮২ হাজার ৯৩' ৩৫টি ব্যালট পেপার বাতিল হয়ে গেছে। মোট ৬ কোটি ২০ লাখ ভোটারের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশী লোক ভোট প্রদান করেছে।

পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এই গণভোট বয়কটের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। তারা এই 'গণভোট'কে অগন্তাত্তিক ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে। তারা বলেছে, এই গণভোটে মাত্র পাঁচ থেকে সাত শতাংশ ভোট পড়েছে।

পাকিস্তানের নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভোট গ্রহণের সময় ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। তবে সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্লেখ্য, জেনারেল মোশাররফ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য জনগণের ম্যাণ্ডেট চেয়েছিলেন। জনাব মোশাররফ ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে এক রক্তপাতাইন অভূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।

ইরাক জেনিনে ফিলিস্তীনীদের ধ্বংসপ্রাণ প্রতিটি বাড়ীর জন্য ২৫ হাজার ডলার করে দেবে

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন পক্ষিম তীরের জেনিন উপন্থু শিবিরে ইসরাইলী বাহিনীর তাঁওরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রতিটি বাড়ীর জন্য ফিলিস্তীনীদের ২৫ হাজার ডলার করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসরাইলী সৈন্যরা সম্প্রতি এই শিবিরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বৃহত্তম ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। সরকারী বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়, ফিলিস্তীনে ইহুদীদের অপরাধমূলক তৎপরতা পর্যালোচনার পর প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন জেনিনে প্রতিটি ধ্বংসপ্রাণ বাড়ীর জন্য ২৫ হাজার ডলার করে বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। ইরাকী মন্ত্রীসভার সাংগ্রাহিক বৈঠকে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইলী ও ফিলিস্তীনীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরাক ফিলিস্তীনী আঞ্চলিক বোমা হামলাকারীদের পরিবারের জন্য ২৫ হাজার ডলার করে দিয়ে আসছে। তাছাড়া গত ৮ এপ্রিল ইরাক ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে ইসরাইলী আংগোনের প্রতিবাদে একত্রফাত্তাবে ৩০ দিন তেল রক্ষণাত্মক বৰ্দের ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক বোমা হামলাকারীদের পরিবারসমূহকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাদাম হোসেনকে বিশেষ হৃষি হিসাবে অভিহিত করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার বাগাড়ুর করেন।

ইসরাইল নৃশংসতম যুদ্ধাপরাধ করে যাচ্ছে

-বাদশাহ ফাহেদ

প্রেসিডেন্ট বুশের দাবী মত ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে ইসরাইলকে বাধ্য করার জন্য সউদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন রকম বিলম্ব যুক্তরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বসযোগ্যতাহনীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে সউদী আরব সতর্ক করে দেয়। সউদী মন্ত্রীসভার সাংগ্রাহিক বৈঠকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। বাদশাহ ফাহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীনতায় ইহুদী রাষ্ট্রটি হত্যা, বহিকারসহ ফিলিস্তীনী নারী,

শিশু ও বৃদ্ধদের উপর অবাধে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বৈঠকে বাদশাহ ফাহেদ বলেন, অব্যাহত আংগোন ও নিষ্ঠুর গণহত্যা চালিয়ে ইসরাইল প্রমাণ করেছে দেশটি আন্তর্জাতিক মনোভাবের কাছে নতিঝীকার করতে রায়ী নয়। তিনি বলেন, ইসরাইলের প্রলবিত কৌশল, জাতিসংঘ প্রস্তাব অমান্য ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করার নিম্ন জানায় সউদী মন্ত্রীসভা। এতে বলা হয়, অধিকৃত ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে ইসরাইলী আংগোন ও গণহত্যা সবধরনের মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক প্রস্তাবসমূহের নির্লজ লংঘন।

আমাদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে ফিলিস্তীনীদের পাশে দাঁড়াব

-সউদী প্রিস আবদুল্লাহ

সউদী যুবরাজ আবদুল্লাহ উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল গার্ডের কমান্ডার জানিয়েছেন, তারা সউদী আরবের সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে ইসরাইলের বর্বর আংগোনের যুকাবেলায় ফিলিস্তীনের পাশে থাকবে। মরক্কোর শহর ক্যাসারাক্ষায় অবস্থানকারী সউদী যুবরাজ ফিলিস্তীন নেতা আরাফাতের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় একথা বলেন। সউদী বাতী সংস্থা এ তথ্য জানায়। প্রিস আবদুল্লাহ ধ্যাপাচ্য সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে সর্তর্ক করে দিয়ে বলেন, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা এখন হৃষির সম্মুখীন। তিনি ওয়াশিংটনকে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে ইসরাইল বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনে যা ঘটছে, মানবতার জন্য তা সবচেয়ে বড় অপমান। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের অপতৎপরতা বঙ্গে ওয়াশিংটন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তিনি আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসের বিষয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তিক সে সময় ইসরাইল তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সন্ত্রাস করছে, অর্থ তারা নিজেদের যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গ হিসাবে পরিচয় দেয়। সউদী সরকার ও দিন ব্যাপী দীর্ঘ টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফিলিস্তীনের জনসাধারণের জন্য ১৬ কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে।

ইয়াসিন আরাফাত বন্দিদশা থেকে মুক্তি

ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসিন আরাফাত পক্ষিম তীরের রামাল্লায় নিজ সদর দণ্ডের দীর্ঘ ৩৪ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর গত ১ লা মে মুক্তি হয়েছেন। মার্কিন উদ্যোগে নেওয়া চুক্তির আওতায় ইসরাইলী পর্যটনমন্ত্রী হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন ছয় ফিলিস্তীনী অভিযুক্তকে ব্রিটিশ ও মার্কিন নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে হস্তান্তরের পরই তিনি মুক্তি পেলেন।

ফিলিস্তীনী নেতার সঙ্গে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর মুক্তি পাওয়া উৎসুক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে গত ২৩ মে সকালে আরাফাতের দণ্ডের সামনে জমায়েত হয় প্রায় ৭০০ ফিলিস্তীনী নারী-পুরুষ। ফিলিস্তীনীদের মুখে ভালবাসা আর কঠিন প্রত্যয়ের শ্লেষণ শুনে শারীরিকভাবে ক্লান্ত আরাফাত বিজয়ের 'ভি-সূচক' চিহ্ন দেখিয়ে বেশ কিছু সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকেন।

আরাফাতের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে ফিলিস্তীনীরা রাজ্ঞায় নেমে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করতে থাকে। তারা

শোগান দেয়- 'তোমার জন্য আমরা জীবন বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত'। ফিলিস্তীনী নারী-পুরুষের হাতে এ সময় শোভা পাইল হৃপ্তের স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা।

আরাফাত মুক্তি লাভের পর সাংবাদিকদের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় ইসরাইলীদের সন্ত্রাসী, নার্সি ও ফ্যাসিষ্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এক পর্যায়ে অস্বাভাবিকভাবে উত্তোজিত হয়ে অনবরত টেবিল চাপড়তে থাকেন আরাফাত। এদিকে মুক্তি পাওয়ার পর আরাফাত সর্বপ্রথম রামায়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফিলিস্তীনীদের দেখতে যান। কালো লিমোজিন গাড়িতে করে সদর দণ্ডের থেকে বেরোনাৰ সময় আরাফাতের দুই পাশে ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়ি।

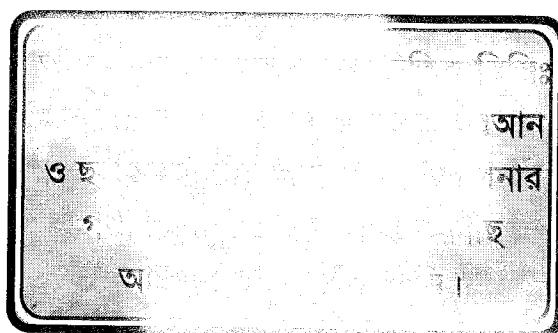
উত্তেখ্য, ৩৪ দিন সদর দণ্ডের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও আরাফাতের চলাচলের উপর নিয়েধাজ্ঞা আরোপিত হয় গত বছরের তৃতীয় ডিসেম্বর থেকে। গত ২৯শে মার্চ থেকে নিজ সদর দণ্ডের কয়েকটি রুমে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন আরাফাত।

নাইজেরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় ১৮০ জন নিহত

নাইজেরিয়ায় একটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে কমপক্ষে ১৮০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত ৪ মে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় কানো শহরে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫০ জন ভূমিতে ছিল। নাইজেরিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী ইশ্যার মার্ক এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিমান সংস্থা ইএনস এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী বিমানটি কানো বিমানবন্দর থেকে উত্তেখনের কিছুক্ষণ পরই পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকা গোয়াস্যাজায় আছড়ে পড়ে। ৪ মে স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানটি বাণিজ্যিক রাজধানী লাগোসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আছড়ে পড়ার আগে বিমানটি কয়েকবার ঝাঁকি খায় এবং গোয়াস্যাজায় দু'টি মসজিদ এবং কয়েকটি বাড়িয়ের উপর পড়ে বিধ্বস্ত হয়। আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং পরপর বেশ কয়েকটি বিক্ষেপণ ঘটে। এতে কমপক্ষে ১০টি ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটি স্কুল ভবনও রয়েছে। দুর্ঘটনার সময় মসজিদ দু'টিতে মৃচ্ছীগণ যোহরের ছালাত আদায় করছিলেন। নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা জানান, বিমানটিতে সাতজন মৃত্যু ১০৫ জন আরোহী ছিল। তিনি জানান, বিমানের বেশীরভাগ আরোহী মারা গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য তদন্ত চলছে।



বিভিন্ন রোগ ও বিষয়া

আল্লাহর যিকর রোগ নিরাময়ের উত্তম ওষুধ

মেদিন্যাত্তের মনোবিজ্ঞানী ভাষ্ঠার হোভেন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও বার বার আল্লাহ শব্দটি উচ্চারণে রোগী ও স্বাভাবিক মানুষ উত্তেখনের উপর তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি নয়া আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ওলন্দাজ এই অধ্যাপক বৰ্ষে রোগীর উপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ও অনেক গবেষণার পর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। যেসব রোগীর উপর তিনি সমীক্ষা চালান তাদের মধ্যে অনেক অসুস্থিত ছিলেন, যারা আরবী জানেন না। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে 'আল্লাহ' শব্দটি উচ্চারণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ফল ছিল বিষয়কর, বিশেষ করে যারা বিধৃণী ও মানসিক উত্তেখনায় 'ভুগছিলেন তাদের ক্ষেত্রে। সউদী আরব থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আল-ওয়াতান' পত্রিকা মিঃ হোভেনের উদ্বৃত্তি দিয়ে জানান, আরবী জানা মুসলমানরা যারা নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন, তারা তাদেরকে মানসিক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

'আল্লাহ' কথাটি কিভাবে মানসিক রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে তার ব্যাখ্যা ও তিনি দিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে উত্তেখনে আল্লাহ শব্দটির প্রথম বর্ণ 'আলিফ' আমাদের শাস্যন্ত্রে থেকে আসে বিধায় তা স্বাস-প্রস্থাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরো বলেন, Velar কনসোন্যান্ট L বা 'লাম' বর্ণটি উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বা উপরের মাড়ি সামান্য শ্বর্ণ করে একটি ছোট বিরতির সৃষ্টি করে এবং তারপর একই বিরতি দিয়ে এটাকে বার বার উচ্চারণ করতে থাকলে আমাদের শাস্যন্ত্রে একটা স্বত্ত্ববোধ হ'তে থাকে। শেষ বর্ণ 'H' বা 'হা'-এর উচ্চারণ আমাদের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করে তা আমাদের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মহাকাশে শীর্ষার সিঁড়ি

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিশ্বায়কর সাফল্যের এই যুগে মানুষ যখন ক্রমশ সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে, তখন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সম্মা নামা বিশ্ববাসীকে এই সুস্থিতাদ দিয়েছে যে, অতিসূচিত মানুষকে মহাকাশে নেয়ার জন্য লিফট তৈরী করা হচ্ছে। আর এর নাম তারা লিফট না বলে মহাকাশে শীর্ষার সিঁড়িই বলতে বেশী আঘাতী। এটি তৈরী করবে, শুটস এলিভেটর কোম্পানী নামক এক প্রতিষ্ঠান। এ কাজে তাদের লাগতে পারে বেশ ক'বৰ। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই লিফটগুলি হবে মূলতঃ রকেটের স্কুল সংকরণ এবং এদের গতিবেগ রকেটের মতই। তবে এতে সোকজনের আরোহণের পর বোতাম টিপলেই এর যাতা শুরু হবে এবং দেখা যাবে এটি চোখের পলকে মহাশূন্যের নির্ধারিত স্থেলে পৌছে যাবে।

খাতনা সম্পন্নকারী পুরুষের স্তৰীর ক্যান্সারে

আক্রান্ত হওয়ার আশংকা একেবারেই কম খাতনা সম্পন্নকারী পুরুষদের চেয়ে অসম্পন্নকারী পুরুষের স্তৰীর Cervical Cancer-এর জীবাশু ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিলগুণ। উমুয়নশীল ৫টি দেশের ১৯১৩ জন দম্পত্তির উপর পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। গবেষণা রিপোর্টটি গত ১১ এপ্রিল 'দ্য নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিন'ে প্রকাশিত হয়।

জরিপে অংশ নেওয়া দম্পত্তির মধ্যে ১৭৭ জন মহিলা Cervical Cancer-এ আক্রান্ত ছিলেন। ১২১৫ জনের গড়ে ৬ জনেরও বেশী মৌমানসঙ্গী ছিল। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ১৬৪৩ জনই

মাসিক আত-তাহরীক এবং বর্ষ জ্যোতি, মাসিক আত-তাহরীক এবং বর্ষ জ্যোতি।

হচ্ছে খাতনা অসম্প্রয়োগ্য পুরুষ।

ব্রাজিল, স্পেন, থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে সংগঠিত তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণার সময়ৰ ক্রেন বার্সিলোনার লবরিগ্যাট হাসপাতালের ডঃ জ্যাভিয়ার ক্যাটলেসস্যাণ্ড। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্যাপিলমা ভাইরাস অর্ধেৎ ইচ্চিপ্রিত কারণে মানবদেহে Cervical Cancer ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই কোটি আমেরিকানই এই রোগে আক্রান্ত। কারণ এই ভাইরাস মৌনকর্মের সময়ই এক দেহ থেকে আরেক দেহে ছড়িয়ে পড়ে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, প্রতিবছর গড়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালের Cervical Cancer-এ আক্রান্ত ১৬ হাজার রোগী তর্তি হচ্ছে এবং এর মধ্যে গড়ে ৪১০০ জন মারা যাচ্ছে।

রক্ত দানে কমে হৃদরোগের সংঘাবনা

যারা জীবনে একবারও রক্ত দান করেননি, তাদের হৃদরোগ হ্বার সংঘাবনা বিশুণ, যারা মধ্যে রক্ত দান করেন তাদের তুলনায়। এক সমীক্ষার মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা। মহিলাদের মধ্যে রক্তদাতা আর যারা রক্তদাতা নন, তাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের বিশেষ কোন সংঘাবনা নেই। যারা রক্তদাতা নন, তাদের বিশেষ ধরনের হৃদরোগ হ্বার সংঘাবনা তিনিশুণ।

ময়লা টাকায় মারাওক রোগজীবাণু

পুরনো ময়লা টাকায় (কাগজের নেট) কয়েক প্রকার মারাওক রোগজীবাণু থাকে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে নিউমোনিয়া, ডায়ারিয়া, আমাশয়, বাতজ্যুর, প্লেমেরুল নেক্টিটিস' (যা কিডলি নষ্ট করে দেয়), সার্দি-কাশ-টনসিল থেকে কলেরার মারাওক জীবাণু 'ভিরিও কলেরি' পর্যন্ত রয়েছে। দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে কতগুলি ময়লা কাগজের নেট পরীক্ষা করে এসব রোগজীবাণুর সঙ্কা পাওয়া যায়।

ঢাকায় বসবাসরত এক শিক্ষিত, স্বচ্ছ ও সচেতন পরিবারের একটি শিশু প্রায়ই ভীষণ জ্বর, ডায়ারিয়া, সার্দি-কাশ, টনসিল প্রভৃতিতে একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছিল। অর্থাৎ ঐ পরিবারে শিশুটিকে যেভাবে রাখা হয় তাতে এ রকমটি হওয়ার কথা নয়। একদিন শিশুটির বাবার মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তার স্তু পরিবারের সকল রকম বাজার-সওদা করানোর জন্য প্রতিদিন কয়েকবার করে যে টাকা-পয়সার লেনদেন করে সেই টাকা থেকে কোনো রোগজীবাণু কি তার মাধ্যমে শিশুটির সংস্পর্শে এসে এই বিপত্তি ঘটাচ্ছে?

এই ভাবনা থেকেই তিনি কাগজের কয়েকটি ময়লা নেট পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ একটি লিখিত আবেদন এবং নির্ধারিত ফির বিনিময়ে পরীক্ষাটি করে, যার ফলাফলে উপরোক্ত ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়।

পাঁচ থেহের বিরল সম্মিলন

সৌরজগতের পাঁচটি থেহের বিরল সম্মিলন ঘটেছে গত মে মাসের ১ম সপ্তাহে। বৃথ, শুক্র, মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ ৫টি পরপ্রে অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করায় একই সাথে রাতের আকাশে দেখা যায়। সম্যক পরপ্রে খালি চোখে পচিমাকাশে এ ৫টি প্রথকে খুবই কাছাকাছি অবস্থান করতে দেখা যায়, যা জ্যোতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক বিরল ঘটনা। একই সময়ে একই আকাশে ৫টি থেহের এমন বিরল সম্মিলন আর এক শতান্ত্রী মধ্যে ঘটার সংজ্ঞানা নেই।

ডেমোক্রেট বাহ্যিক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অমর

আল্লাহ পাক সব কিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন দিন-রাত, আলো-আঁধার, নর-নার, হাসি-কান্না, ইহলোক-পরলোক, জন্ম-মৃত্যু। যার জীবন আছে, তার মৃত্যু অবধারিত। বৈধ করি মৃত্যুর মত এত বড় বাস্তবতা আর নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'জগতে যা কিছু আছে সবই ধৰ্মসপ্রাণ হবে, কেবলমাত্র তোমার রবই অবশিষ্ট থাকবেন। যিনি মহীয়ান ও গরীয়ান' (আর-রহমান ২৫-২৬)। তাই জগতে স্থায়ী বলতে কিছুই নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা অমর কথাটি ব্যবহার করি। আমরা এই অর্থে অমর বলি যে, লোকটি বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর অবদান বা কাজ জগতের কিছু না কিছু লোকের কল্যাণ সাধন করে চলেছে। কাজই মানুষকে অমর করে রাখে।

ইংরেজ কবি টমাস প্রে একটিমাত্র কবিতা রচনার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে বলতে শুনেছি, কবি জিসিম উদ্দীন 'কবর' কবিতা রচনার পর আর কিছু যদি রচনা না করতেন, তাহলে 'কবর' কবিতাটিই তাঁকে অমর করে রাখত। অতএব দেখা যাচ্ছে, অমরত্ব লাভের জন্য বহু কিছু বিশ্যাকর কাজ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে না। তবে এই যোগ্যতা অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমরা সবাই হয়ত অমরত্ব লাভ করতে পারব না, তবু চেষ্টিত হ'লে দোষ নেই। ভাল কাজের মাধ্যমেই সুনাম অর্জিত হয়ে থাকে। কোন কাজটি ভাল, আর কোন কাজটি মদ, এটা জেনে নিতে হয় না। কারণ ভাল-মদ বুবার মত জান আল্লাহ প্রদত্ত শুণ। আপনার প্রচুর টাকা আছে, তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে ভাল কাজ করলেন। কিন্তু যার টাকা-পয়সা নেই, তিনিও আপনার মত ভাল কাজ করতে পারেন। রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন অবশ্যই ভাল কাজ। গাছের ছায়ার মানুষ বিশ্রাম নিবে। মানুষ ও পাখীতে ফল থাকে। এটা আপনার মতে বড় কাজ না হ'লে পারে। কিন্তু তাছিল্য করার মত নয়। এভাবে যার যেমন সামর্থ্য আছে, সে সেই মোতাবেক মানুষের খেদমত করতে চেষ্টিত হ'লে আলেকজান্দার, নেপোলিয়ন ইত্যাদির মত আপনার নাম বিশ্ববিদিত না হোক, যান আল্লাহ পাকের সংরক্ষিত খাতায় আপনার নাম অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে। এজন্য আল্লাহ পাকের ঘোষণা 'যে অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে অনু পরিমাণ অসৎ করবে, সেও তা দেখবে' (ফিলাল ৭-৮), জগতে অভাবগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। সামর্থ্যবানদেরকে এদের প্রতি সদয় হ'লে আদেশ করা হয়েছে। তাই আমরা আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে তৎপর হব ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি, মানুষ মানুষকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখে যার যা সাধ্যমত খেদমতে চেষ্টিত হ'লে জগত হ'লে হানাহানি দূরীভূত হবে এবং জগতাটাই বেহেশত পর্যায়ে কঁপ নিবে।

□ মুহাম্মদ আভাউর রহমান
সাঁ সন্ন্যাস বাড়ী
পোঁঁ বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

অহি ভিত্তিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

আল্লাহ পাক জিন ও মানব জাতিকে তাঁর দাসত্ব করার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জিন জাতি আল্লাহ পাকের এ নির্দেশকে লংঘন করে ইবাদত-বন্দেগীর পরিবর্তে পৃথিবীতে ফের্হনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর রাক্খুল আলামীন শাস্তি ব্রহ্মণ জিন জাতিকে পৃথিবী থেকে ছুলে নেন। সৃষ্টি করেন মানব জাতি। উদ্দেশ্য একটাই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বিধানের নিরঞ্জন আনুগত্য।

পবিত্র কুরআন ও ছুই হাদীছের নীতিমালা ও আদর্শকে গাইড লাইন হিসাবে মেনে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যথার্থ অনুশীলন করাই হবে মানব জাতির তথা মুসলিম জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবী থেকে ফের্হনা-ফাসাদ দ্রুতভাবে করে শাস্তি ও সুখের নীড়ে পরিণত করতে পারলে মহান আল্লাহ স্ববহানাহু ওয়া তা আলার অশেষ রহমতে পৃথিবী নামক এ ছোট ধৰ্ষণ্টি হয়ে উঠত্বে শাস্তিময়। এটাই তাঁর কামনা। আল্লাহর পাকের এই কামনাকে বৃক্ষাঙ্গলি দেখিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে হারিয়ে গেছে রাস্তের বলয়ে। নিজেদের মধ্যে চরিত্রান্তিকা, অভ্যন্তরীণ অনেকে, বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাকাত্তের ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাজনীতির মুখরোচক শ্রেণানে ভেসে চলেছে মুসলিম সমাজ। পরিণামে মুসলিম জাতির ভাগ্যকাশে নেমে এসেছে চৱম অশ্বীলতা, দেওলিয়াপনা ও পরায়নিতার কালো অমানিশা। যে মুসলিম জাতি সারা জাহানে শাস্তি ও ন্যায় বিচারের বিবরণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তারাই আবার অন্যের কাছে শাস্তি ও ন্যায় বিচারের জন্য ধৰ্ম দিছে। এর কারণ একটাই, আর তাহল মুসলিম জাতি তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত 'অহি'-র বিধানে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে অবস্থান করছে। এমত পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতির ভাগ্যকাশে মুক্তির সোনালী সুর্মের উদয় হ'তে পারে জিহাদের মাধ্যমে। প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সহ অনেসলামিক রীতিনীতির মাথায় পদাঘাত করে আল্লাহর প্রেরিত অহি ভিত্তিক রাজনীতি, অর্থনীতি প্রবর্তন করে সমাজ সংক্ষার মূলক বৃহত্তর জিহাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন সময়ের দাবী। আর দেরি নয়, এই দেখুন গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে মুসলিম জাতির পানে তবু কি আমাদের ঘূর্ম ভঙ্গবে না। সকল জড়তা, অবসন্নতা ও নির্দ্রাঘ কুহেলিকা থেকে বেরিয়ে আসুন, অহির বিধান হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি শিরক-বিদ-'আতের পংক্তিক ময়দানে। অহি-র স্বচ্ছ কিরণ মালায় রাসিয়ে তুলি এ বিশ্ব ভূবনকে, এটাই তো জাতির অভ্যাস।

□ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
সাংশোধনারী, পোঁ ডাকালীগঞ্জ
জলঢাকা, নীলকামারী।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় জনমত কলামে 'ধীন ইমলামের দু'টি মৌল ভিত্তি' শিরনামে প্রকাশিত লেখাটির লেখক ছিলেন জনাব 'আতাউর রহমান' সন্ন্যাসবাড়ী। অসাবধানতা বশতঃ লেখকের নামটি টাইপে বাদ পড়ে যায়। এই অনাকার্যতিত তুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আতের গাইবাঙ্কা, জয়পুরহাট ও কুষ্টিয়া সফর

(১) সাঘাটা, গাইবাঙ্কা ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবাঙ্কা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

সাঘাটা হাইস্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আলতাফ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চোয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আধুনিক জাহেলিয়াতের ফলে সৃষ্টি পুতিগন্ধময় সমাজকে সভা সমাজে পরিণত করার জন্য আমাদেরকে সার্বিক জীবনে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনের নিঃশর্ত অনুসরণ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের ধর্মীয় জীবনে অনেকে ছুই হাদীছের অনুসরণ করলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তা করি না। ফলে আমরা জীবনের কোন একটি বিভাগে আল্লাহর বিধান মান্য করলেও অন্য বিভাগে তাগতের অনুসরণ করি। এই সুবিধাবাদী নীতি পরিহার করে সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলাকেই 'তাওহীদে ইবাদত' বলা হয়। এই তাওহীদের দিকে আহ্বান করার অপরাধেই(?) আল্লাহকে স্বীকারকারী ও আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধানকারী মক্কার মুশরিক নেতারা আল্লাহর রাসূলের শক্ত হয়েছিল। আজও যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন সার্বিক জীবনে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আহ্বান নিয়ে সমাজে উপস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও অনুরূপ বাধা ও নির্ধারণের সম্মুখীন হ'তে হবে। আর গ্রেসময় যেকোন ঘূল্যে দ্বীনের উপরে দৃঢ়চিত্তে টিকে থাকা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করাই হ'ল প্রকৃত 'জিহাদ'। সমাজ সংক্ষারের এই কঠিন জিহাদের ফলাফল হ'ল দীর্ঘস্থায়ী। এর বিনিময়ে আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত নে'মতে ভৱা শাস্তিময় জালাত। আমাদেরকে সে লক্ষ্যেই কাজ করে যেতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সশ্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আবদুর ছামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবদুর রশীদ (গাইবাঙ্কা), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহেন্দীন (ঢাকা), কেন্দ্রীয় মুবালিগ এ,এস,এম, আবদুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা গোলাম আয়ম (নাটোর), যেলা সভাপতি জনাব আবদুল আয়ীয় ও সেক্রেটারী জনাব আহসান আলী প্রযুক্তি। বৃষ্টির কারণে মাওলানা আবদুর রায়যাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী) ও মাওলানা জাহানসীর আলম (সাতক্ষীরা) বক্তৃতা করার সুযোগ পাননি। সম্মেলনে জাগরণী পেশ করেন শিল্পী শক্তিকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

পরদিন সকালে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাঘাটার অন্তিমদূরে জুমারবাড়ী বাজার জামে সমাজিদ

প্রাচনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। যেলা সভাপতি জনাব আবদুল আয়ীয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা ফয়লুর রহমান। বক্তব্য রাখেন মাননীয় নায়েবে আয়ীর শায়খ আবদুল ছামাদ সালাফী। সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান জনাব শাহ আলী সরদার (ধনুরহু), জনাব আবদুল হাদী (জুমারবাড়ী), গাইবাঙ্কা শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ ঈসা হক্কানী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

জুমারবাড়ীর অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে ধনুরহু গমন করেন ও সেখানে জুম'আর শুর্বা প্রদান করেন। মাওলানা আবদুর রায়শাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা জাহানীর আলম পার্শ্ববর্তী দু'টি মসজিদে শুর্বা প্রদান করেন।

অতঃপর জয়পুরহাট যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাদ আছর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে সম্মেলন স্থল কালাই উপরেলা সদরে পৌছে যান।

(২) কালাই, জয়পুরহাট ১২ই এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে রায়ব্যাপী কালাই মহিলা কলেজ ময়দানে আয়োজিত যেলা সম্মেলন ২০০২-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, তাওহীদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। শুধু নারায়ে তাকবীর আর প্লাগান-মিছিল দিয়ে প্রকৃত অর্থে নিজেকে তাওহীদবাদী প্রাণ করা যাবে না। সার্বিক জীবনে একক আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যেই প্রকৃত তাওহীদ নিহিত রয়েছে। আমাদেরকে আধুনিক মন্ত্র-তন্ত্র ছেড়ে ফেলে আসা মাদানী ইসলামের দিকে তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবদুর রশীদের সভাপতিত্বে ও যেলা সভাপতি মাওলানা হাফিয়ুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আয়ীর শায়খ আবদুল ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহলেহদীন (ঢাকা), মাওলানা আবদুর রায়শাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা জাহানীর আলম (সাতক্ষীরা), বিজুল দারারুল হৃদা সিনিয়র মাদরাসার আরবী প্রভাবক মাওলানা আয়ীনুল ইসলাম (বিরামপুর, দিনাজপুর), আহলেহাদীছ মুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আয়ীযুল্লাহ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম।

(৩) নদলালপুর, কুষ্টিয়া ১৯শে এপ্রিল শুক্রবারঃ মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সংগঠনের বিশেষ আমন্ত্রণে এক সাংগঠনিক সফরে অদ্য এখানে আগমন করেন ও জুম'আর শুর্বা প্রদান করেন। অতঃপর ছালাত শেষে উপস্থিত মুহল্লাদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। মহিলারাও উক্ত অনুষ্ঠানে শরীক হন।

জুম'আর আবেগঘন শুর্বায় মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত সমাজের ক্রম অবনতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় ও পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, কেবলমাত্র আখেরাতমুসী চিন্তা ও কর্ম ব্যক্তিত সমাজকে বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সমাজ নেতাদেরকে ও বিশেষ করে সরকারকে অবশ্যই আখেরাতমুসী দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে কাজ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি যার যতটুকু মেধা ও ক্ষমতা আল্লাহর পাক দান করেছেন, তার সবটুকু কেবলমাত্র পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের দেওয়া বিধানমতে জামা'আতবন্ধবাবে ব্যয় করার জন্য মুহল্লাদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছালাত শেষে যেলা সভাপতি ডঃ মুহাম্মদ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে ও যেলা সেক্রেটারী মুহাম্মদ বাহারুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। যেলা সভাপতি ডঃ লোকমান জামা'আতী যিন্দেগীর অপরিহার্যতা ও নেতৃত্বের প্রতি আটুট আনুগত্যের উপরে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

(৪) দড়িকমল, কুষ্টিয়াঃ নদলালপুরের কর্মসূচী সেবে মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী দড়িকমল থামে আছরের ছালাত আদায় করেন। মসজিদের ইমাম মাওলানা বাহারুল ইসলামের উদ্যোগে ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজনে বাদ আছর অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ডঃ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে আলোচনা পেশ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ডঃ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে আলোচনা পেশ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ডঃ মুয়াবিন্দীল আলী (সিলেট)। অতঃপর মুহতারাম আয়ীরে জামা'আত স্থানীয় ভাষণে স্থানীয় জনগণকে ইসলামের মৌলিক চেতনায় উদ্বৃক্ষ হওয়ার এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মী প্রশিক্ষণ

গোড়খাই, দুর্গাপুর, রাজশাহী ২৯ এপ্রিল ২০০২ঃ অদ্য সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দুর্গাপুর থানার গোড়খাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারাক আহমাদের সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং রাত সাড়ে ১২ টায় শেষ হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আয়ীযুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ আকবর হোসাইন। প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে শুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

দিনাজপুর যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদকের কৃতিত্ব

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক, কৃত্তিরামপুর দিঘীখী ফায়িল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহহাব শাহ প্রথম থানা পর্যায়ে, অতঃপর যেলা পর্যায়ে ২০০০ সালের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার পৌরব অর্জন করেন। ২০০০ সালের যেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সংস্থা উদয়াপন উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাঁকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

(আমরা তাঁর এই কৃতিপূর্ণ স্বামুন লাভে গর্বভোগ করছি। আগ্নাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে আরও সম্মতি করুন (স.স.)।

যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন

কুমিল্লা ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবারাঃ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত আল-মারকায়ুল ইসলামী কমপ্লেক্স, শাসনগাহায় এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ-এর পরিচালনায় বেলা ১২ ঘটিকায় অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন জনাব আব্দুর রহমান মাষ্টার। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ তাঁর বজবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকল্পে ষড়যজ্ঞকারীদের যাবতীয় অপতৎপরতার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আন্দোলনকে গতিশীল ও ভুরাবিত করার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’র নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে বজাগণ ফিলিস্তীন, গুজরাটসহ বিশ্বের সকল ময়লূম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ওআইসি সহ বিশ্বের সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ছাত্র সমাবেশণঃ

শৌলমারী, নীলফামারী, ২৩ মে ২০০২ইং অদঃ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় শৌলমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ১০-টায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক্ক এবং যেলা আন্দোলন ও ‘যুবসংঘ’র নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় লোকায়ে কেরাম।

গোলমুক্তাঙ্গ একই দিন বাদ মাগারিব গোলমুক্তা এলাকা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক শুরুত্বপূর্ণ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইসমাইল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে যুবসংঘের উপরোক্ত দুই কেন্দ্রীয় মেহমান ছাড়াও লালমণিরহাট যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুস্তাফির রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্বারা যেলা ‘আন্দোলন’ ও যুবসংঘের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী প্রশিক্ষণঃ

চান্দমারী, পাবনা, ২৬ এপ্রিল ২০০২ঃ অদ্য শুক্রবার ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চান্দমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুস সোবহানের সভাপতিত্বে এক শুরুত্বপূর্ণ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সকাল ১১ ঘটিকায় শুরু হয় এবং মাগারিবের প্রাক্কালে শেষ হয়। বাদ মাগারিব সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আবীযুল্লাহ।

মহিষখোঢ়া, লালমণিরহাট, ৩৩ মে ২০০২ইং ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহিষখোঢ়া বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফির রহমানের সভাপতিত্বে সকাল ১০ ঘটিকায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ‘তাওহীদ বনাম শিরক’ বিষয়ে শুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ এবং যেলা নেতৃবৃন্দ।

একই দিন বাদ আহর মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক উপস্থিত সুধীগণকে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ছাত্রাবারে কেরামের মত দীর্ঘানী চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক্ক এবং যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২৫৬): ‘আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে আগন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন’ হাদীছটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মদ আতাউর রহমান
উত্তর নাভীবাড়ী
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছের উক্ত অংশটুকু মিশকাত শরীফের ‘আদাব’ বা ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়ের ‘সালাম’-অনুচ্ছেদের ১ম পরিচ্ছেদের ১ম হাদীছ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৬২৮)।

হাদীছটির পটভূমিতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি এক বালকের গালে চপেটাঘাত করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এভাবে গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, ‘নিষ্যই আল্লাহ তা’আলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন’। এ ব্যক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলতঃ মানবের মুখ্যগুলের মর্যাদা নির্দেশ করেছেন এবং মানবদেহের মর্যাদাপূর্ণ এই অঙ্গে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। বাকী থাকে হাদীছাংশে উল্লেখিত সর্বনাম (এটি)-এর প্রত্যাবর্তন স্থল কোন দিকে? এর জবাবে মুহাদিছগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও হাদীছটির পটভূমির আলোকে এর প্রকৃত অর্থ হবে, নিষ্যই আল্লাহ আদমকে তার (বালকটির) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন (মিরকাত ৬/৪৬ পঃ)।

প্রশ্নঃ (২/২৫৭): ছালাতে কিংবা ছালাতের বাইরে হাই উঠলে করণীয় কি? ‘লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলা যাবে কি?

-মামুনুর রশীদ
বাঁকড়া, চারঘাট
রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, আল্লাহ পাক হাঁচিকে পেসন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপসন্দ করেন।... আর হাই তোলা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমাদের কারো হাই আসলে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা যখন কেউ হাই তুলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৭৩ হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা’ অনুচ্ছেদ)। হাই উঠলে উক্ত দো‘আ পড়ার কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। (দ্রঃ ফরহুল বারী হ/৬২২৬-এর ব্যাখ্যা; বুখারী ‘আদব’ অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (৩/২৫৮): আমার প্রবাসী বড় ছেলে বিদেশে বসেই দুটি ছাগল আল্লাহর রাস্তায় হেঢ়ে দেওয়ার মানত করেছে। এখন কোন পদ্ধতিতে দুটি ছাগল হেঢ়ে দিলে শরী‘আত মোতাবেক মানত আদায় হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারিক ভুইয়া
একলারামপুর, দাউদকান্দি
কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানতের বর্ণিত পদ্ধতি শরী‘আত সম্মত নয়; বরং তা কোন মাদরাসায় বা ইয়াতীম খানায় অথবা দরিদ্র লোকদের খাওয়ানোর নিয়তে মানত করাই ঠিক ছিল। তবে যেহেতু মানত করে ফেলেছে এবং তা ভুল পদ্ধতি হয়েছে, সেহেতু তাকে কাফফারা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানতকারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর মানতের কাফফারা হ’ল শপথের কাফফারা (মুসলিম, মিশকাত হ/৩৪২৯)। শপথের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে বন্ধ প্রদান করবে অথবা একজন ত্রীতদাস কিংবা দাসী আয়াদ করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে’ (মায়দাহ ৮৯)।

প্রশ্নঃ (৪/২৫৯): আমি যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, জনকল্যাণ মূলক কাজও করি। আমার জানা যতে, কারো প্রতি অন্যায় করি না। তথাপি আমার উপর নানা রকম বালা-মুহীবত আসে।

-নেছার আলী
দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তিগণ সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা পরিষ্কার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন’ (বুখারী, ১০/৪৪ পঃ)। অন্য এসেছে, মুসলমান যেসব দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, দুচিস্তা ও সংকটে পড়ে, এমনকি পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয়, এগুলি সব তার গোনাহের কাফফারা হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেন’ (বুখারী ৪৪৩ পঃ; মুসলিম হ/২৫৭১)। অন্য হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিন নারী-পুরুষ এবং তাদের সন্তানদের জীবনে ও ধন-সম্পদে সর্বদা বিপদাপদ হ’তেই থাকে। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাঙ্গাং করবে যে, তার উপর কোন গোনাহ থাকবে না’ (তিরমিয়ী হ/২৪০১)।

কাজেই মুমিন জীবনের নানা বিপদ-আপদকে তার জন্য মঙ্গল মনে করা উচিত এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে ছবর করা উচিত।

মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রশ্নঃ (৫/২৬০) জানায়ার ছালাতে ছানা পড়া যায় কি?

-ইন্দোস বিন ইয়রত আলী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানায়ার ছালাতে ছানা পড়ার কোন দলিল নেই। তাকবীরে তাহরীমার পর আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তে হয়। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি আবুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর পিছনে জানায়ার ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা সরবে পড়লেন এবং বললেন, আমি এজন্য এটা পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটি ‘পড়া সুন্নাত’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪, ‘লাশের অনুগমন ও জানায়ার ছালাত অনুসৃতে’)। আনাস, ইবনু ওমর, ইবনু আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী জানায়ার সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আউয়ুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন (বুখারী তাহীহ হ/১৮৭৪; নাসাই হ/১৮৮১; ইবীহ নাসাই হ/১৮৭৮; নামুন আতভুর হ/১৯৭১ পঃ; ছানাতুর গাসুল গঃ ১১৬)।

প্রশ্নঃ (৬/২৬১) জলেক আলেমের নিকট থেকে তনলাম, ‘মালাকুল মউত’ হ্বরত মুসা (আঃ)-এর জান করব করতে আসলে তিনি তাঁকে থাপপড় মেরে একটি চোখ কানা করে দেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আবদুল্লাহ হুবুর
চান্দা, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঘটনাটি সত্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মুসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি (মুসা) তাকে থাপপড় মারলেন এবং চক্র কানা করে দিলেন। ফেরেশতা সীয় প্রভুর নিকট গিয়ে বললেন, যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তার কাছে পড়ে একটি ধাঁড়ের উপর হাত রাখতে বল। তার হাত পশুর যতটুকু জায়গার উপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে আয় দান করা হবে। (একথা তাঁকে জানানো হলে) তিনি জিজেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দ্রুত পর্যন্ত পৌছে যাবার সময় প্রার্থনা করলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র এলাকায় থাকতাম তবে পথের পাশে বালুর লাল তিবির কাছে মুসার কবর তোমাদেরকে দেখাতাম’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৭১৩ ‘ক্ষিয়াতের অবস্থা’ অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (৭/২৬২) কৰ্ম ছালাতে কাতারের তিতর পিলার
রেখে দু'পাশে দাঁড়ালে ছালাত হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ সানাউল হক
বি.বি.এ, ২য় বর্ষ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাতার সোজা করা এবং কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোই হ'ল ছালাতের সঠিক পদ্ধতি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) ও অনুরূপ রলেন। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো’ শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অপর বর্ণনায় পরিকারভাবে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা ভালভাবে মিলাও ও ফাঁক বক্স কর’ (বুখারী, মুজ্হ বারী হ/২৪৭ গঃ, ‘কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো’ অনুচ্ছেদ, আবুদাউদ, নাসাই হ/৩৮৭, ১১০২; ছানাতুর গাসুল গঃ ৮৮-৮৯)।

উপরোক্তের দলিল সময় দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাতারে ফাঁক রাখা শরী'আত বিরোধী আমল। কাজেই কাতারের তিতর পিলার রেখে না দাঁড়িয়ে পিলারের আগে বা পিছে কাতার করে দাঁড়াতে হবে। একান্ত অসুবিধা থাকলে সেটি ভিন্ন কথা।

প্রশ্নঃ (৮/২৬৩) মাগরিবের সময় কাতারে স্থান গ্রহণ করার জন্য মুহুর্মুগ্ন বসে থাকেন। অনেকের ধারণা আহরণ ও মাগরিবের মাঝে কেন ছালাত নেই। আশে-পাশে, সামনে-পিছনে সবাই বসে থাকে। আমি দুই রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সবাই বসে থাকার কারণে সুন্নাত পড়তে বা দাঁড়িয়ে থাকতে থারাপ লাগে। আবার এক্ষামতের কিছু পূর্বে গেলেও পিছন কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ বদরবন্দীন
রাজশাহী মহানগরী।

উত্তরঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। মানুষের নিকট তা খারাপ লাগক বা ভাল লাগক তাতে কিছু যায় আসে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ (মুকাফাক আলাইহ, মিশকাত হ/১১৬, সুন্নাত সমূহ ও তার ফরাত' অনুচ্ছেদ)।

অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা হয়’ (মুকাফাক আলাইহ, মিশকাত হ/১১৬, সুন্নাত সমূহ ও তার ফরাত' অনুচ্ছেদ)।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ‘মাগরিবের পূর্বে দু'রাক‘আত সুন্নাত পড়’ (আবুদাউদ হ/১২৮১; বিয়ায়ুছ ছালেহীন ৪৫৪ পঃ;

‘শাগরিবের পূর্বে ও পরে সুন্নাত ছালাত’ অধ্যায়।

প্রকাশ থাকে যে, আছরের পরে কোন ছালাত নেই একথা ঠিক। তবে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযা ও ক্ষায়া ইত্যাদি কারণ বিশিষ্ট ছালাত আদায় করা এ হকুমের অস্তর্ভুক্ত নয় (ফিকহস সুন্নাহ ১/৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পঃ ২৯)।

প্রশ্নঃ (১/২৬৪)ঃ অর্ধের প্রয়োজন হেতু কোন ব্যক্তি কারো কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্ধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এ শর্তে বক্তব্য রাখে যে, ততদিন সে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন খণ্দাতা উক্ত জমির ফসল ভোগ করবে। এ ধরনের নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?

-আবদুর রশীদ
কাকড়াঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খণ্দাতা খণ্ডের বিনিময়ে কোন কিছু যামানত রাখুক বা নাই রাখুক উভয় অবস্থায়ই সে খণ্দাতা সাব্যস্ত হবে। আর খণ্ডের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সুন্দ এবং হারাম।

হ্যরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘খন কেউ কাউকে খণ দিবে, তখন হাদিয়া বরুপ তার নিকট থেকে যেন কিছু গ্রহণ না করে’ (বুখারী বীর তারীখে হাদীছটি বর্ণনা করেন, ফাতওয়া হানাফীয়াহ ২/১৭৭ পঃ)।

হ্যরত আবু বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, তুমি এমন একটা জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে সুদৃশ্য ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁচিও উপটোকন হিসাবে প্রদান করে, তবে তুমি তা গ্রহণ কর না। কেননা এটাও সূন্দর নামান্তর’ (বুখারী ১/৫৩৮ পঃ; শানাক্তিবে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম’ অনুচ্ছেদ)।

হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘বক্তব্য রাখা জন্মুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং দুধ পান করা যায়। আর যে জন্মুর প্রতি আরোহণ করা হয় এবং যার দুধ পান করা হয় তার প্রতি খরচ করতে হবে’ (বুখারী, বুলুগুল মারাম হ/৮৪৭)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ত প্রমুখ বিদ্বান বলেন, বক্তব্য গ্রহণ করার পক্ষে হ'তে তার খরচ পরিমাণে আরোহণ ও দুধপান দ্বারা উপকার নিতে পারবে। এ দু'টি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকার নিতে পারবে না (বুখারী, বুলুগুল মারাম হ/৮৪৭-এর ব্যাখ্যা ‘গ্রহণ ও বক্তব্য’ অনুচ্ছেদ)।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছটি খلاف قياس হওয়ার কারণে মুষ্টিমেয় বিদ্বান ব্যক্তিত সকল বিদ্বান বক্তব্য বস্তু

ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ দু'টি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বক্তব্য রাখা জন্মুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং উহার দুধ পান করা ব্যক্তিত অন্য সকল ক্ষেত্রে বক্তব্য বস্তু ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে সকল বিদ্বান একমত। আর এ দু'টি জায়েয়ের কারণ হচ্ছে- খাদ্য না দিলে জন্মু মারা যাবে। কিন্তু জমি এবং অন্যান্য জিনিষ নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই। বরং জমিতে আবাদ না করলে জমি আরো উর্বর হবে (ফাতওয়া ছালাস্ত্রিয়া, এ)।

প্রশ্নঃ (১০/২৬৫)ঃ ছালাতের মধ্যে সুরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সুরা পাঠ করতে যদি ভুলে যায় বা আয়াত ছাড়া পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই সুরার পরিবর্তে অন্য সুরা পড়বে?, না সহে সিজদা দিবে?

-আমীনুল ইসলাম
কমরহাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত আদায় হওয়ার জন্য সুরা ফাতেহাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পাঠ করে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৮২২, ছালাতে ক্রিবাতাত’ অনুচ্ছেদ)। জনেক ব্যক্তিকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘...অতঃপর তুমি সুরা ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে’ (হাইই আব্দুল্লাহ হ/৭৬৫, কৃত-সিজদায় যে ব্যক্তি পিঠ সোজা রাখে না’ অনুচ্ছেদ)।

অতএব সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য সুরার কিছু অংশ পড়ার পর ভুল হয়ে গেলে সে অবস্থাতেই রুক্মুতে যেতে পারবে। অথবা অন্য সুরাও পড়তে পারবে। এক্ষেত্রে সহে সিজদার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ভুলের সংশোধনী মনে করে খাচ করে সুরা ইখলাছ পাঠ করার কোন দলিল নেই।

প্রশ্নঃ (১১/২৬৬)ঃ আমরা জেনে আসছি যে, পরিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। কিন্তু আমি নিজে হিসাব করে দেখলাম ৬২৩৬টি। কোনটি সঠিক? কিভাবে ৬৬৬৬ আয়াত গণনা করা হয়েছে?

-মুহসিন আলম
ইসমাইলপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬০০০ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এর বেশী সম্পর্কে বিদ্বান গণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন- ‘কেউ এর চাইতে বেশী বলেননি। অতঃপর মতভেদকৃত অন্যান্য সংখ্যাগুলি নিম্নরূপঃ ৬২০৪, ৬২১৪, ৬২১৯, ৬২২৫, ৬২২৬, ৬২৩৬’ (তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭ পঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১/৬৪-৬৫)। প্রশ্নে বর্ণিত সংখ্যাটি বিশ্বস্ত কোন তাফসীরে পাওয়া যায় না।

প্ৰশ্নঃ (১২/২৬৭)ঃ কেউ কাদিয়ানী হ'লে তাকে মুসলমান বানানোৱ পক্ষতি কি? হইহ দলীলেৱ আলোকে জবাবদানে বাধিত কৱবেন।

-আবুল বাশাৰ
বাগাড়াঙা, ইষ্টাঞ্জে
কলারোয়া, সাতক্ষীৱা।

উত্তৰঃ কাদিয়ানীৱা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। তাৱা ভাৱতেৱ পূৰ্ব পাঞ্জাবেৱ গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে দাবী কৱে। হ্যৱত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাৱা শেষনবী বলে দ্বীকার কৱে না। এ আল্লাহী পৰিত্ব কুৱান ও হইহ হাদীছেৱ বিৱোধী। আল্লাহী বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহীৰ রাসূল ও শেষ নবী' (আহযাব ৪০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও নবীদেৱ তুলনা একটি প্ৰাসাদেৱ ন্যায়, যা সুন্দৰতাৰে তৈৱী কৱা হয়েছে। কিন্তু একটি ইটেৱ স্থানটি পূৰ্ণ কৱেছি। আমাকে দিয়েই প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ শেষ কৱা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই রাসূলদেৱ সিলসিলা সমাপ্ত কৱা হয়েছে'। অন্য বৰ্ণনায় এসেছে, 'আমিই সেই ইট এবং আমি নবীদেৱ সমাপ্তকাৰী' (মুভাফাকু আলাইহ, মিশকাত হ/৫৭৪৫ 'রাসূলদেৱ নেতৱ মৰ্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এৱ নিকটে এসে লোকেৱা বায় 'আত' ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠেৱ মাধ্যমে ইসলাম প্ৰণ কৱতেন। নবীৰ ওয়াৱিছ হিসাবে দীনদাৰ মুত্তাকী আলেমদেৱ নিকটে একইভাৱে এসে লোকেৱা ইসলাম প্ৰণ কৱতেন। নবীৰ ওয়াৱিছ হিসাবে দীনদাৰ মুত্তাকী আলেমদেৱ নিকটে একইভাৱে এসে লোকেৱা ইসলাম প্ৰণ কৱতেন। (মুভাফাকু আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হ/১৭, ১৮, ২৮ 'ইমান' অধ্যায়; আবুদাউদ প্ৰভৃতি, মিশকাত হ/২১২ 'ঈল্য' অধ্যায়)।

প্ৰশ্নঃ (১৩/২৬৮)ঃ এক পাউও সুতা নগদ ৬০ টাকায় কৱয় কৱা যায়। কিন্তু বাকীতে কিনলে ৬১ টাকা দাণে। একলো কৱয়-বিক্ৰয় জায়েয় হবে কি?

-ওয়াহীদুয়ায়ামান ভূইয়া
পাঁচদোনা, নৱসিংহদী।

উত্তৰঃ ক্রেতা-বিক্ৰেতা উভয়ে যদি বিষয়টি খোলাখুলিভাৱে আলোচনা কৱে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী কৱয়-বিক্ৰয়ে একলো দামেৱ কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে (তুহফাতুল আহওয়াৰী শৱহ জায়ে তিৰমিয়া ৪/৩৮৫ পৃঃ; নায়লুল আওত্তৱ ৫/৩৫২ পৃঃ; আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৮, ৩৩ পৃঃদ্বয়)।

প্ৰশ্নঃ (১৪/২৬৯)ঃ অনেকেই ভেষটে সাপ (এক ধৰনেৱ সাপ যা বৃষ্টিৰ সময় ছলভাগে অধিক পৱিমাণে দেখা যায়, যা মানুষকে সাধাৰণত দংশন কৱে না) মাৱতে নিষেধ কৱেন। এটা কি সঠিক? দলীল তিক্তিক জবাবদানে বাধিত কৱবেন।

-মানিক ও সেলিম
বাসুদেবপুৰ, গোদাগড়ী
ৱাজশাহী।

উত্তৰঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধৰনেৱ সাপ মাৱাৰ নিৰ্দেশ

দিয়েছেন। আল্লাহী ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এৱশাদ কৱেন, সব ধৰনেৱ সাপকেই তোমোৱা মেৰে ফেল...। যে ব্যক্তি উহাৰ আক্ৰমণ ও পুনৰাক্ৰমণকে ভয় কৱে ওদেৱকে ছেড়ে দেয়, সে আমাৰ দলভূক্ত নয়' (হইহ আবুদাউদ, হ/৪৩৭০-৭২, মিশকাত, হ/৪২৪২ 'শিকাৰ' অধ্যায়)।

প্ৰশ্নঃ (১৫/২৭০)ঃ গোৱৰ জিনদেৱ খাদ্য হওয়ায় তা দ্বাৰা ইষ্টিজ্ঞা কৱতে নিষেধ কৱা হয়েছে। একলো প্ৰশ্ন- উক্ত গোৱৰ হ'তে তৈৱী শলা বা নুন্দা দ্বাৰা রামা-বামা কৱা যাবে কি?

-আল্লুল ওয়াৱেছ
প্ৰধান মাওলানা, দৰদী উচ্চ বিদ্যালয়
হারাগাছ, রংপুৰ।

উত্তৰঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোৱৰ, কয়লা ও হাড় দ্বাৰা ইষ্টিজ্ঞা কৱতে নিষেধ কৱেছেন। কেননা সেগুলি জিনদেৱ খাদ্য (মুসলিম, মিশকাত হ/৩৩৭; তিৰমিয়া, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/৪৭, ৩৫০ ও ৩৭৫, সনদ হইহ)। মুসলিম-এৱ বৰ্ণনায় গোৱৰকে জিনদেৱ পশ্চদেৱ খাদ্য হিসাবে বলা হয়েছে (অনলীহ শাৱহ মিশকাত ১/৬৯)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওগুলিকে ইষ্টিজ্ঞা ব্যতীত রামা-বামা ইত্যাদি কাজে ব্যবহাৰ কৱতে নিষেধ কৱেননি। সুতৰাং তা দ্বাৰা রামা-বামা কৱা যায়বে। অনুৰূপভাৱে গোৱৰ-মাটি মিশিয়ে ঘৰ লেপন কৱলে সেখানে ছালাত আদায় কৱা জায়েয় আছে।

প্ৰশ্নঃ (১৬/২৭১)ঃ জমি, গাঢ়ী-বাঢ়ী, বৰ্গলংকাৰ প্ৰভৃতি বিক্ৰে কৱে হজ্জ কৱা যাবে কি?

-যাকিৰ হোসাইন আযাদী
বি, এ, অনাস, ২য় বৰ্ষ
ইসলামেৱ ইতিহাস বিভাগ
সাতক্ষীৱা সৱকাৰী কলেজ, সাতক্ষীৱা।

উত্তৰঃ মহান আল্লাহী বলেন, 'কা'বা গৃহেৱ হজ্জ কৱা হ'ল মানুষেৱ উপৰ আল্লাহী প্ৰাপ্য, যে লোকেৱ সামৰ্থ্য রয়েছে এই পৰ্যন্ত শৌচার' (আলে ইমারান ১৭)।

আয়াতে বৰ্ণিত 'সাবীল' (স্বেবিল) শব্দটিৱ অৰ্থ সম্পৰ্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজেস কৱা হ'লে তিনি বললেন, এ.লা.
-الراحله 'পারিবাৰিক খৰচেৱ অতিৰিক্ত' পাথেয় এবং
যানবাহন' (হইহ ইবনু মাজাহ হ/২০৪৩, শাৱহস সুনাহ হ/১৮৪৭, মিশকাত হ/২৫২৬, ২৫২৭ 'মানাসিক' অধ্যায়)। উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছেৱ মাধ্যমে বুৱা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিৰ হাতে সাংসারিক প্ৰয়োজনেৱ অতিৰিক্ত এ পৱিমাণ অৰ্থ থাকতে হবে, যদোৱা সে কা'বা গৃহ পৰ্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানেৱ ব্যৱহাৰ বহন কৱতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্ৰত্যাৰ্থন পৰ্যন্ত পৱিমাণ-পৱিজনেৱ ভৱণ-পোষণেৱ ব্যবস্থা থাকতে হবে (দ্বঃ বুলুণল মাৱাম হ/৬৯৭-৯৮-এৱ ভাষ্য

आमेक लाल-लालीक, उप वर्ग द्वय नवरुद्ध, आमेक लाल-लालीक उप वर्ग द्वय नवरुद्ध, आमेक लाल-लालीक

१५ वर्ष १५ वर्षां पासमध्ये आवाहन १५ वर्ष १५ वर्षां पासमध्ये आवाहन १५ वर्ष १५ वर्षां

‘হজ্জ’ অধ্যায় / ভাষ্যকার ছফিটুর রহমান মুবারকপুরী।) আর জমি-জায়গা, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণলংকার সব কিছুই ধন-সম্পদের মধ্যে গণ্য। অতএব জমি, গাড়ী-বাড়ি, স্বর্ণলংকার প্রভৃতি যদি পরিবার-পরিজনের মৌলিক চাহিদা অন্ন-বন্ধু-বাসস্থান তথা ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা বিক্রয় করে হজ্জ পালন করা কর্তব্য।

ପ୍ରକଳ୍ପ (୧୭/୨୭୨)୫ ବାସର ରାତେ ଅନେକ ସମୟ ହାମୀ ଜୀବିର
ହାତେ କିଛୁ ଟାଙ୍କା ଦିଲେ ମୋହମ୍ମାଦ ମାଫ କରିଯେ ଲିତେ
ଚାଇ । ଜୀ ନା ବୁଝେ ବା ସେହାମ୍ଭ ତା ମାଫ କରେ ଦେଇ । ଏ
ପଞ୍ଚାତ୍ମି ଶରୀର ‘ଆତ ସମ୍ମତ କି-ନା ।

-ମୁସାଫ୍ରାଏ ହାଲିଯା ବେଗମ
କାଜୀ ଭିଲା, କାଲିଗଞ୍ଜ
ଦେବୀଗଞ୍ଜ, ପଞ୍ଚଗାଡ଼ ।

উন্নতঃ এটি একটি ঘূর্ণিত কৌশল বৈ কিছুই নয়। আম্বাহ তা আলা স্বামীর উপরে মোহরানা ফরয করে দিয়েছেন (নিসা ৪) ত্রীদেরকে হালাল করার জন্য। সুতরাং তা বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথে পরিশোধ করে দিতে হবে। আর বাকী রাখ্তাটা জায়েয় আছে, তবে দ্রুত তা পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি স্বামী পরিশোধ না করতে পারে এবং ত্রীর নিকটে ক্ষমা চায় তাহলে ত্রী ক্ষমা করতে পারে। কুট-কৌশলের আশ্রয় নিলে গোনাহগার হবে।

ଅପ୍ରେମ (୧୮/୨୭୩) ଆମାଦେର ଶ୍ରିଯଳବୀ ହସରତ ମୁହାମ୍ମାଦ
(ଛାତ୍ର)-ଏଇ ପିତା-ମାତା ଜାଗାତେ ଯାବେନ କି?

-আতাউর রহমান

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হ্যরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয় করল, হে আল্লাহ'র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একধা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সামনা দেওয়ার জন্য বলেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী (আবুদাউদ পঃ ৬৪১, ইহীই আবুদাউদ হ/৩১৪৯ 'সুন্নাহ' অধ্যায় 'মুশরিল-দের সজ্ঞান-সন্ততি অন্তেছে)।

হ্যরত আবু হুয়ায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, অমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেয়। কেননা তা মৃত্যুকে স্বরণ করিয়ে দেয়’
(যুসলিম, মিশকাত ১৫৪ পঃ ৩/১৭৬ ‘কবর যিয়ারত’ অনুচ্ছেদ)

উপরোক্তখনিত হাদীছবিয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ
(ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জানাতি হবেন না।

ଅମ୍ବେଁ (୧୯/୨୭୫) : ମୃତ ଅବହୁାୟ ସଞ୍ଚାନ ଜନ୍ମ ନିଲେ ତାକେ ନାଭି କେଟେ, ନା-କି ନାଭି ସହ ଦାକ୍ଷନ କରାତେ ହବେ? ପଦିଆ କୁରାନ ଓ ଇଲୀହ ହାଦୀହେର ଆଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାନେ ବାଧିତ କରବେଳ ।

-মুহাম্মদ সিনহাবুল ইসলাম
১নং লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মূল অবস্থায় সজ্ঞান জননগ্রহণ করলে তার নাভি না
কেটে উক্ত অবস্থাতেই দাফন-কাফন করাই শ্রী'আত
সম্ভুত।

ମୁଁଆୟ ଇବନେ ଜାବାଲ (ରାଃ) ହିଁତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସମୁଲାହ (ଛାଃ) ଏରଶାଦ କରେନ, ଆନ୍ଦ୍ରାହିର କସମ, ଏକଟି ମୃତ ପ୍ରସବିତ ସଞ୍ଚାନଓ ତାର ମାକେ ଆପନ ନାଭୀ-ଲତା ଦ୍ୱାରା ଜାନ୍ମାତରେ ଦିକେ ଟେଲେ ନିଯେ ଘାବେ- ସଦି ତାର ମା (ଛୁବର କରେ ଏବଂ) ଛୁଗ୍ୟାବେର ଆଶା ରାଖେ” (ଛିହୀ ଇବନୁ ମାଜାହ ୨/୪୬ ପୃଁ ମୃତେର ଅନ୍ୟ ରୋଦନ୍ ଅଧ୍ୟାୟ, ମିଶକାତ ହ/୧୭୫୪; ପୃଁ ୧୫୩) ।

ଥିଲେ । (୨୦/୨୭୫) ୧ ଲୋକାମ୍ବ ବଳେ ଆଉପାଳ ଓହାକୁ
ଛାଲାତ ଆଦ୍ୟ ନା କରେ ଏକ/ଦେଇ ଷଟ୍ଟା ପରେ ଯସଜିଦେ
ଦାଢ଼ିଯେ ଛାଲାତ ଆଦ୍ୟ କରାଇ ଉତ୍ତମ । ଅନେକ ତାବଣୀଗ
ଜାମୀ ‘ଆତେର ଆମୀରେର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମି
ବିଲାହେ ଯସଜିଦେ ଛାଲାତ ଆଦ୍ୟ କରେଇ । କାଜାଟି କଠଟୁକୁ
ଶରୀ ‘ଆତ ସମ୍ଭବ ହେବେ?

-মুহাম্মদ আতাউর রহমান
সন্ধ্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক নয়। ছালাতের ওয়াক্ত
হয়ে গেলে মসজিদ, যানবাহন বা নৌকা, যে যেখানে
ধাকবে ছালাত আদায় করে নিবে। নৌকাতে ছালাত
আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, কিবলামুঠী হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত
শুরু করা। তবে নৌকা ভুবে যাওয়ার আংশিক থাকলে বা
দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে ছালাত আদায় করা যাবে (দ্রঃ
ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পঃ ৮৬)।

ଆବୁଦ୍ଧାହ ଇବନେ ଓମର (ରାଃ) ବାସୁଲୁଦ୍ଧାହ (ଛାଃ)-କେ ନୌକାଯ ଛାଲାତ ଆଦାୟେର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେ ତିନି ବଲେନ, ‘ନୌକା ଢୁବେ ଯାଓୟାର ଆଶ୍ରକା ନା ଥାକଲେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଛାଲାତ ଆଦାୟ କରବେ’ (ଦାରାକୁତ୍ତନୀ; ହାକେମ ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମେର ଶର୍ତ୍ତନୂୟାଯୀ ଯାଯାମୁନ ବିନ ମେହରାନ ହତେ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ନାହଳ ୩/୧୯୯) । ଅତଏବ ନୌକାଯ ଅବସ୍ଥାନକାଳୀନ ସମୟ ଛାଲାତେର ଓଯାକ୍ତ ହେଁ ଗେଲେ ଛାଲାତ ଆଦାୟ କରେ ନିତେ ହବେ, ବିଲାସ କରା ଠିକ ନାୟ ।

ଅନ୍ଧେ (୨୧/୨୭୬) : ସେ ସକଳ ମୁସଲମାନ ନିଯମିତ ଛାଲାତ ଆଦାୟ କରେ ନା, ତାଦେର ସାଥେ ଆଜ୍ଞାଯତା କରାର ଶାରୀରୀ ବିଧାନ କି?

-মুহাম্মদ মকবুল হোসাইেন
সখীপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ ক্রিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুমিন বান্দার ছালাতের

হিসাব নেওয়া হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। অন্যথায় সব অনর্থক হয়ে যাবে (সিলসিলা ছবীহা হ/১৩৫৮; ছবীহল জামে' আছ-ছাগীর হ/২৫৭৩; ছবীহ আত-তারগীব ওয়াত তারবীব হ/৩৬৯)। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে কাফের বলা হয়েছে' (মুসলিম, মিশকাত, হ/৫৬৯; নাসাই, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/৫৭৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/৮৮০, সনদ ছবীহ, ছালাত অধ্যায়)।

তবে এ প্রকারের কাফের কালেমায়ে শাহাদাত অঙ্গীকারকারী কাফেরের ন্যায় চিরহায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং শান্তি ভোগের পর কালেমায়ে শাহাদাত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফা'আতের বরকতে কোন এক পর্যায়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (বুকাহুক আলাইহ, মিশকাত হ/৫৫৭৩ শাফা'আত অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ পঃ ১৯)।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত পরিত্যাগকারীদের সাথে আঞ্চলিক করা উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (২২/২৭৭)ঃ জামা'আত চলাকালে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় জামা'আতে শামিল হ'তে হবে, না ছুটে যাওয়া রাক'আত বাদ দিয়ে পরবর্তী রাক'আতে শামিল হ'তে হবে? জেহরী ছালাতের ১ম রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে সে রাক'আত আদায়ের সময় ক্ষিরাআত সরবে পড়তে হবে, না নিরবে? বিত্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মদ আনীসুর রহমান
রহমতপুর (ফেরুসা)
দীর্ঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্ষণ্মত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে যেয়োন; বরং ব্যাভাবিক ভাবে হেঠে যাও। স্থিরতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা'আতে যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় কর এবং ছুটে যাওয়া ছালাত পূর্ণ কর' (বুখারী)। মুসলিম শরীকের এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের জন্য মসজিদে যায়, তখন সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। অর্থাৎ সে জামা'আতের নেকী পাবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৬৮৬; আলাম দেবীতে দেওয়া সন্ধেদে)। সুতরাং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে।

জেহরী ছালাতের ১য় বা ২য় রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে শুধু স্বৰূ ফাতিহা নিরবে পড়বে যাতে অন্যের ছালাতে অসুবিধা না হয়। যদি মুকাদ্দী ইমাম হয় গহ'লে ছুটে যাওয়া রাক'আত সরবে পড়বে' (আল-ফিকহল লার্মী ওয়া আদিল্লাতুহ ২/১৫৮-৬৮ পঃ)।

প্রশ্নঃ (২৩/২৭৮)ঃ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্রম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত আদায় শরী'আত সম্মত হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মদ শাহাদত হোসায়েন
ও
মুহাম্মদ ইসরাইল হোসায়েন
আলাইপুর, বাঢ়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সক্রম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। কিন্তু সে যদি বসে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে নেকী অর্ধেক পাবে। ইমরান বিন হুচায়েন (রাঃ) বসা ব্যক্তির ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজেস করলে তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে সেটি হবে উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে, সে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। তেমনি শুয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে' (বুখারী, মিশকাত হ/১২৪৯; মুসলিম, মিশকাত হ/১২৫২)।

প্রশ্নঃ (২৪/২৭৯)ঃ আমরা শামী-ক্রী উভয়ই শারীরিক অসুস্থিতার কারণে অপবিত্রাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। এ ক্ষেত্রে আমার জীব বক্তব্য ছিল যে, রোগ বৃক্ষি নয়, বরং মৃত্যুর আশংকা থাকলে অপবিত্রাবস্থায় ছালাত অনুদায় করা জারীয়ে হবে। কোন কথাটি সঠিক?

-আখতারব্যামান বিন আকবর হোসায়েন
জাঙ্গালিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ শারীরিক অসুস্থিতার কারণে বা রোগ বৃক্ষির আশংকায় অপবিত্রাবস্থায় তায়ারুম করে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। এ মর্মে একাধিক ছবীহ হাদীছ রয়েছে। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুক্তে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থিতার আশংকায় গোসল না করে তায়ারুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছো? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধৰ্মসের সম্মুখীন কর না' (বাকারাহ ১১৫)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চূপ থাকলেন (ছবীহ আবুদাউদ হ/৩৩৪, ঠাগু লাগার তত থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ)।

আহত ব্যক্তিও গোসল না করে তায়ারুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে (ছবীহ আবুদাউদ হ/৩৩৬, ৩৬৭, 'আহত ব্যক্তির তায়ারুম কর' অনুচ্ছেদ)।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থিতা বা রোগ বৃক্ষির আশংকা থাকলে তায়ারুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে। শুধু মৃত্যুর আশংকায় তায়ারুম করে ছালাত

মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১৫ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১৫ সংখ্যা

আদায় করতে হবে এমনটি নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২৮০) বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যক্তিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করাই শারঞ্জি বিধান। আমাদের দেশের বিচার-ব্যবস্থায় যেহেতু তা করা হয় না, সেহেতু এই অপরাধে অপরাধী নারী-পুরুষের পরবর্তী জীবনের নেক আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে করুণ হবে কি?

-মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা নেই, সেহেতু ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় কারো দ্বারা কোন পাপকার্য সম্ভটিত হয়ে গেলে তাতে অনুতঙ্গ হয়ে 'ভবিষ্যতে একপ কার্য করবে না এই মর্মে আল্লাহর নিকট খালেছ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান কোন পাপ করে (অনুতঙ্গ হয়ে) উত্তরঞ্জপে ওয় করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলওয়াত করলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا
اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا
اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - أُولَئِكَ
جَزَاؤُهُمْ مُغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا النَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَتَنْعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ -

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে শ্রবণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়ি আর কে পাপ ক্ষমা করবেনং তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিভা প্রদর্শন করে না এবং জনে-শুনে বারবার করতে থাকে না'। তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জালাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্তবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান' (আলে ইমরান ১৩৫-৩৬; হীহ আবুদাউদ হ/১৩৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দো'আটি পড়বে

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ
وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ،

অর্থঃ 'আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যক্তিত কোন (হক) মা'বুদ নেই। তিনি চিরজীব ও

স্বাক্ষরু ধারক। আর আমি তারই নিকটে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়' (হীহ আবুদাউদ হ/১৩৪৩; হীহ তিরমিশী হ/১৮৩; মিশকাত হ/২৩৩, ইস্তেকার ও তওবা' অনুছে)। এর সাথে সাইয়েদুল ইস্তেকার দো'আটিও যোগ করা ভাল। =ডঃ হাদ্দাতুর রায়সুল (ছাঃ) পঃ ১০৫-১০৬, ১৪২।

প্রশ্নঃ (২৬/২৮১) অন্তঃসন্ত্বা মহিলাকে তালাক দেওয়া যাবে কি? বিভারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মদ ওমর ফারাক
বৈদ্য জামাতেল, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ গৰ্ভবত্স্থায় তালাক দেওয়া যাবে (মুসলিম, হীহ ইবনু মাজাহ হ/১৫৫; হীহ আবু দাউদ হ/১৮১), অধ্যায় 'তালাকের সন্তুষ্টি প্রাপ্তি' অনুছে। আল্লাহ তা'আলা গৰ্ভবত্স্থাকে তিন ইন্দ্রের সমান গণ্য করেছেন। কাজেই তিন মৌসে তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, যতক্ষণ না কেউ বেছায় বিবাহ এবং ব্রেচ্ছায় তালাক প্রদান করে (বাবুরাহ ২৩; হীহ আবু দাউদ হ/১৯৫)। উল্লেখ্য যে, গৰ্ভবতীদের ইন্দ্রত হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (তালাক ৪)।

প্রশ্নঃ (২৭/২৮২) আমি ইপ্পে একটি পাথর থেকে প্রচুর আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা আলোকিত হ'তে দেখলাম। এরপর পাথরটি একটি হেলে হাতে নিলে আলোটা অনেকটা নিপ্পত্ত হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেটা হাতে নিয়ে তিনবার আল্লাহ আকবর বলে হুক্ম দিলে তা আগের মত আলো ছাড়াতে থাকে। এই ইপ্পটি ভাল না খারাপ? ইপ্প সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের নির্দেশ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর হসাইন
পিতাঃ ইমামুদ্দীন মওলা
বাড়ীগাম, হাটগাজোপাড়া,
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্নটি ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং বিভাস্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখবে যা তার নিকটে ভাল লাগবে, তখন সে যেন তা স্বীয় প্রিয় ব্যক্তি ছাড়ি অন্যের নিকটে না বলে। আর যদি সে স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকটে না বলে; বরং তার বাম দিকে তিনবার থুক মেরে বিভাস্তি শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। সাথে সাথে সে এই জিনিস থেকেও আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, যা সে দেখেছে। তাহলৈ তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করবে' (মুসলিম আলইহ, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৬২-৩৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)।

সুতরাং ভাল স্বপ্ন দেখলে আল-হামদুলিল্লাহ এবং খারাপ স্বপ্ন দেখলে আউয়ুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম বলবে

মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ ১৯ সংখ্যা।

(বিজ্ঞাহ হালেহীন, হ/৮৪৩, ৪২, ৪৩, গঃ ৩৭১-৭২, ভাল হয়' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮৩)৪ পাকা দাঢ়ি ও পাকা চুল উঠানো যাবে কি? পাকা চুল নুরের আলো কি?

-রফিকুল ইসলাম
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ পাকা চুল ও দাঢ়ি উঠানো যাবে না। এতদুভয়কে নুরের আলো বলা হয়নি। তবে পাকা চুল ক্রিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য জ্যোতি হবে বলে হাদীছে উল্লেখ আছে। আমর ইবনু উ'আইব (রাঃ) সীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আঘাত তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি র্যাদা বৃক্ষ করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' (নাসাই, মিশকাত হ/৮৪৫৮ 'সনদ হসান')। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্রিয়ামতের দিন নূর হবে' (তিরমিহী, নাসাই ১/১০২ পঃ; 'পাকা চুল কেলা উৎসবদীয়' অনুছেদ, মিশকাত হ/৮৪৫৯ 'গোক' অধ্যায় 'চুল দাঢ়ানো' অনুছেদ)।

প্রশ্নঃ (২৯/২৮৪)৪ জমির আইল টেলার পরিণতি কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
বড়পলাশী, গোদাগাঁও, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে জমির আইল টেলা কবীরা গোনাহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আবু সালামা! জমি জবর দখল হতে বিরত থাক। (কেননা) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে, ক্রিয়ামতের দিন সাতটি যমীন তার গলায় বেঢ়ী পরিয়ে দেওয়া হবে' (যুনাসাকৃ আলাইহ, মিশকাত হ/২৯৩৮ 'ব্যবসার' অধ্যায় 'জমি জবর দখল' অনুছেদ)।

প্রশ্নঃ (৩০/২৮৫)৪ আগন ছোট চাচার আগন ঝুকাত শালীকে বিবাহ করা জারীয়ে কি?

-শামসুর রহমান ঢালী
দক্ষিণ কৃষ্ণখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। সুরা নিসার ২৩ নং আয়াতে যেসব মহিলার সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, উক্ত মহিলা তাদের অত্বৃত্ত নন।

প্রশ্নঃ (৩১/২৮৬)৪ বিবাহের সাক্ষী শুধু মহিলা হ'লে ক'জন মহিলা প্রয়োজন হবে? কোন স্ত্রীজন শিক্ষিতা মহিলা বিয়ে পড়াতে পারেন কি?

-হালীমা
কাজী তিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্জগড়।

উত্তরঃ শুধুমাত্র মহিলা বিবাহের সাক্ষী হ'তে পারে না।

সাক্ষী মূলতঃ দু'জন পুরুষ হবে। দু'জন পুরুষ না থাকলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা হবে (বাক্তারাহ ২৮২)।

মহিলারা বিয়ে পড়াতে পারে না। কারণ খুবু পড়া ও বিবাহের কাজ সম্পাদন করা মূলতঃ অলীর কাজ। আর মহিলারা অলী হ'তে পারে না এবং 'কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না বা নিজেই নিজের বিবাহ দিতে পারে না' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/১৩৭; তানকৃহি শাহুহ মিশকাত ২/১০)। অলী হচ্ছেন পিতা, পুত্র, আতা, চাচা এবং এভাবে পুরুষ নিকটাদ্বীয়গণ। অতঃপর দেশের প্রশাসন (শাহু দাউদ গুরুতি, মিশকাত হ/১৩৩, বিবাহ অধ্যায়, 'অলী' অনুছেদ, হাদীছে হাইজাতু কিবারিল জোমা ২/৬২১ পঃ)।

প্রশ্নঃ (৩২/১৩৭)৪ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জ করতে গেলে তাদের মাহরামের প্রয়োজন হবে কি?

-ছাকী হসায়েন
উপ-ব্যবস্থাপক
প্রশাসন, টি, এস, পি, কমপ্লেক্স
উত্তরপতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জ গমন করলেও তাদের সাথে মাহরাম থাকা যান্নী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, একটি দিন ও রাতের সফর মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন নারী সফরে বের হবে না' (মুভাফাক আলাইহ, মিশকাত হ/২৫১৩, ২৫১৫ 'শানাসিক' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৮৮)৪ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পল্লবী, মিরপুর ১২, ঢাকা।

উত্তরঃ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায়। কেননা বোনের সতীন স্বরা নিসার ২৩ নং আয়াতে বর্ণিত ঐসব মহিলাদের অত্বৃত্ত নয়, যাদেরকে বিবাহ করা হাদাম।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৮৯)৪ একটি বহু প্রচারিত মাসিক ধর্মীয় ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে যে, 'তারাবীহ'-এর ছালাত বিশ রাক 'আতই'। কম-বেশীর কোন দলীলই নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ আমরা আহলেহাদীছরা আট রাক 'আত পড়ি। তাহ'লে কি আমাদের ছালাত সঠিক হচ্ছে না?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ৮ রাক 'আতের বেশী 'রাতের' ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি এবং ওমর (রাঃ) ৮ রাক 'আতের বেশী 'তারাবীহ' চালু করেননি (বুখারী ১/১৫৪ পঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পঃ; আবু দাউদ ১/১৮৯ পঃ; নাসাই ১/২৪৮ পঃ; তিরমিহী ১/৯৯ পঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৭-৯৮ পঃ; মিশকাত পঃ ১১৫; বকারুবাদ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১/৪৭০ পঃ ও ২/২৬০ পঃ; আরো দেখুন: ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পঃ ১৯-১০৩)।

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে হাদীছটি জাল (ইরওয়া ২/৪৪৫ পঃ)। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীয়া আন্তর্ওার শাহ কাশীয়ারী বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যদ্বৈফ (আবুল ফাথী, 'তারাবীহ' উভায়, পঃ ৩০১)। হিদায়ার তাষ্যকার ইবনুল হুমাই হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যদ্বৈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী (ফাত্হল কাদীর ১/২০৫ পঃ)। আল্লামা যায়লাস্তি হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যদ্বৈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী (নাহুর গায়াহ ২/১৩০ পঃ)। আদ্বুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যেমন তা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বা বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যদ্বৈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী (ফাত্হ সিরাজিল মালান লিতায়াদি যাফহাবিল বুখান, পঃ ৩২৬)। দেওবুদ্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতুবী বলেন, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত যা বিশ রাক'আতের চাইতে জেরদার (মৃহুয়ে কাসিমিয়াহ, পঃ ১৮)। তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয় (আবুল ফাথ মাসলিক শরহে হুজোরা ইমাম মাদেক ১/১১৭ পঃ)। মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক' (মিরকাত ১/১৫ পঃ)। হানাফী ফিক্তহ 'কানযুদ দাক্ষায়িক'-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন,

নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি, বরং আট রাক'আত পড়েছেন (যাদিয়া কানযুদ দাক্ষায়িক, পঃ ৩৬)।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৯০) ৪ পুরুরের বক্ষ পানিতে মাছের খাদ্য হিসাবে মল-মুত্র প্রভৃতি নিষ্কেপের পর এই পানি ধারা ওয়্য-গোসল করা যাবে কি?

-যুহায়াদ আদ্বুল বাকী
বৃ-কৃষ্ণিয়া, বঙ্গড়া।

উত্তরঃ পানির পরিমাণ যদি 'কুর্বাতায়েন' (قُرْبَأْتَهُنَّ) বা ২২৭ কেজি-এর বেশী হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার পরেও যদি পানির রং স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে 'সেই পানি ধারা ওয়্য-গোসল তথা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে' (তিরমিয়া, আবুদাউদ, মিশকাত পঃ ৫১ হ/৪৭১ 'পানি' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ, বুলুণ্ড মারাম 'ছাহারৎ' অধ্যায় হ/৩-৪ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য; ভাষ্যকার মুবারকপুরী)।

তবে বক্ষ পানিতে মল-মুত্র নিষ্কেপ করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসপুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থার বক্ষ পানিতে গোসল না করে। বরং পানি উঠিয়ে ব্যবহার করে' এবং কেউ যেন বক্ষ পানিতে প্রস্তাব না করে' (যুগ্মক আলাই, মুসলিম, মিশকাত পঃ ৫০; হ/৪৭৪ 'পানি' অনুচ্ছেদ)।

রাজশাহী মেটাল হেল্প লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসজ্জি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসজ্জি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা